রাঙ্গামাটীর পথ

সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক

ষ্টুডেণ্টওয়েজ
৯, বাংলা বাজার,
ঢাকা—১

বইঘর
ফিরিঙ্গী বাজার রোড,
চট্টগ্রাম

RANGA MATIR POTH
By
Sowrindra Mohon Mukherjee
Rs. 3·50

প্রথম পাকিস্তানী সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

প্রকাশক :
এস, এইচ, খান
ঢাকা বুক ক্লাব
৩/১০, লিয়াকত এভিন্যু
ঢাকা—১

মুদ্রণে :
এম, এইচ, রহমান
কন্ স্বলেট প্রেস
৩৮, বামাচরণ চক্রবর্তী রোড
ঠাটারী বাজার
ঢাকা—৩

Pakistan Publishing Right
Reserved to R. A. NEJAMEE

॥ মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

বিমলকান্তি গিয়েছিল বর্মায়। শুনেছিল, বর্মার মাটীতে নাকি সোনা ফলে! সেখানে মাথার দাম আছে এবং বাঙালীর মাথা যদি বর্মার বাণিজ্য-বাজারে একবার খেলবার সুযোগ পায়, তাহলে ভিড়ের মধ্য থেকে মা-লক্ষ্মী না কি সেই মাথাটিকেই বিজয়-মুকুটে বিভূষিত করেন! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মাথাওয়ালা বহু বাঙালীর নামের মালা আর্ট-গ্যালারির চিত্রাবলীর মতো মানস-নয়নে দোদুল্যমান ছিল।

কিন্তু দেড় বছর বর্মায় বাস করে সে বুঝে নিলে দুটি বাঙলা প্রবচনের সার্থকতা। এক নম্বরের প্রবচন, "তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে;" এবং দু'নম্বরের প্রবচন, "দূর হতে সে বড় ভালো!" কাজেই অবসন্ন দেহ-মন এবং খানিকটা লোকসানের ভার নিয়ে সে ফিরে এলো।

তরুণ বয়স। বিমলকান্তির বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে রাঁচি শহরে। বাবা অয়স্কান্তি ওকালতি করতেন এবং বিমলকান্তি তাঁর একটিমাত্র সন্তান। ওকালতিতে অয়স্কান্তি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন; কিন্তু ছেলের ও-ব্যবসার দিকে তিলমাত্র আকর্ষণ নেই দেখে ছেলের অবলম্বন-স্বরূপ তিনি একটি কারবার গড়ে তুলতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁর এ নিষ্ঠা-ভঙ্গে মা-লক্ষ্মী বোধ হয় রাগে বিমুখ হলেন, কাজেই ব্যবসার অজনা পথে কণ্টকশরে জর্জরিত হয়ে অয়স্কান্তি একদিন বেদনাবশে ইহজীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে বিদায় নিলেন। বিমলকান্তি তখন ফোর্থ-ইয়ারে পড়ে।

অজস্রতার মাঝে এতদিন বিচিত্র স্বপ্নবিভ্রম-রচনায় সে বিভোর ছিল। এখন বাপের মৃত্যুতে গোবর্ধন-গিরির মতো মাথার উপরে ঋণভার সমুচ্ছত দেখে তার সে-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল এবং পরামর্শদাতাদের চক্রপর্বে তুলে কোনমতে ঋণ-ভার ঠেলে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বিমলকান্তি ভাবলে, গতানুগতিক পথে চলে জীবনকে এদেশে খুব খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তো সম্ভব হবে না—তখন ইতিহাস এবং কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সে বর্মায় ছুটেছিল।

বর্মার স্বপ্ন-ভেঙে রেঙ্গুন-মেলে চড়ে আজ সে এসে নেমেছে কলকাতা শহরে।

বাবার বন্ধু ছিলেন প্রিয়শঙ্কর রায়। মস্ত কারবারী লোক। জন্মাবধি বিমলকান্তি দেখে আসছে প্রিয়শঙ্করের উপর মা-লক্ষ্মীর কৃপা নিত্যদিন স্বর্ণধারে বর্ষিত। রাঁচিতে তাঁর ব্যাঙ্ক আছে; বহু গোলা আছে। তাছাড়া হাজারিবাগ, গয়া, কাশী, ঢাকা, কলকাতা, বোম্বাই, একটা-না-একটা বিজয়স্তম্ভ প্রিয়শঙ্করের বাণিজ্য-সাফল্যের নিদর্শন-স্বরূপ মাথা তুলে বিদ্যমান!

এই প্রিয়শঙ্করের গৃহে তার গতি চিরদিন অবাধ এবং প্রিয়শঙ্করের একমাত্র কন্যা বিভাবরী...কিন্তু সে-কথা ক্রমশ-প্রকাশ্য।

বর্মা থেকে কলকাতায় ফিরে বিমল উঠলো পার্ক সার্কাসের দিকে বেঙ্গল হোটেলে। জাহাজে একজন সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। এ হোটেলের নাম-ঠিকানা তার কাছ থেকে সংগৃহীত। এখানে আস্তানা নেবার আর একটী হেতু, নির্জনে বর্মার নিষ্ফল-অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ক'রে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ।

বিকেলে বিমলকান্তি বেরিয়েছিল—কোন নির্দিষ্ট সঙ্কল্প নিয়ে নয়।

এবং ঘুরতে ঘুরতে এক সময় নিজের অজ্ঞাতে চৌরঙ্গীপাড়ায় একটা সিনেমা-হাউসের সামনে এসে পড়লো। এসে দেখে, হাউসের সামনে প্রকাণ্ড ভিড়। গাড়ী চড়ে এবং পায়ে হেঁটে লোকের পর লোক এসে হাউসে ঢুকছে। তারা যেন প্রমত্ত! সে-ভাব দেখলে মনে হয়, এ-ছবি না দেখলে জীবনটা বুঝি মিথ্যা হয়ে যাবে! বিমলকান্তিরও নেশা লাগলো। টিকিট কিনে সে ঢুকে পড়লো এম্পায়ারে।

ভিতরে লোক একেবারে গিশ্ গিশ্ করছে। যেন নর-শিরের সাগর! বিমলকান্তি ভাবলে, বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে ধরবার জন্য নানা জনে নানাবিধ ফাঁদ রচনা করছে সত্য, কিন্তু সিনেমার ফাঁদটাই বুঝি অমোঘ এবং অব্যর্থ! কোথায় আমেরিকার কোন্ প্রান্তে ছোট্ট হলিউড—সেখানে যন্ত্রপাতি, লোকজন নিয়ে যে-ছবি তৈরী হচ্ছে, সে-ছবির জন্য এখানে লোকের মনে এতখানি আকুল আগ্রহ—খরচের হিসাব কারো মনকে স্পর্শ করতে জানে না!

এমনি চিন্তার মধ্যে বিরাট গৃহের আলো গেল নিবে—মিশ-কালো অন্ধকার। এবং সে অন্ধকারে আলোর ছোট রেখায় ছবি ফুটলো। ছবি মাত্র! কিন্তু ও-ছবির রেখায়-রেখায় মানব-মনের কি বিচিত্র কাহিনী যে পল্লবিত হয়ে উঠলো! টুকরো-টুকরো হাসি-কান্না-কথা মিলিয়ে হিল্লোলিত মানব-জীবনের সমগ্র পরিচয়!

ছবি দেখে বিমলকান্তি বিমুগ্ধ, বিভ্রান্ত!

তারপর সে-বিভ্রম ফাঁশিয়ে পর্দায় ছবি কোথায় মিলিয়ে গেল! যে-অন্ধকারে নিজেকে একান্তভাবে উপভোগ-অনুভূতির মধ্যে নিঃশেষ করে দিয়েছিল, সে অন্ধকারকে ফাঁশিয়ে ঘর হলো আলোয় আলো! স্বপ্ন-বিভ্রমকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিধ্বস্ত করে জেগে উঠলো আশে-পাশে চারিদিকে তীব্র উন্মত্ত বর্বর কলরব কোলাহল!

ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্ন দেখছে ; সুখের স্বপ্ন ! এমন সময় ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গালে প্রথমটা সে যেমন হক্‌চকিয়ে যায়, ভেবে পায় না, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা স্বপ্ন—ইণ্টারভালে আলো-জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের উগ্র কলরবে বিমলকান্তিও তেমনি হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল ! বিমূঢ়ের মতো সে কেমন স্তম্ভিত হয়ে রইল মনে হচ্ছিল, সব কলরব সরিয়ে জীবনে জেগেছিল একটিমাত্র সুর···সে সুরে কি আলো, কতখানি বিহ্বলতা ! সে-সুর জমাট বাঁধবার আগে এমন করে ছিন্ন হয়ে গেল !··· ছবির পর্দায় ঐ যে ছায়ার নর-নারীরা চলাফেরা করছিল হাসি-কান্নার দোলায় দুলে···তাদের কথা, তাদের হাসি-ব্যথা বিমলকান্তিকে যেন একেবারে তাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল···চকিতে তাদের সঙ্গে প্রাণের কি অন্তরঙ্গতাই না স্থাপিত হয়েছিল !···আবার কি ঐ ছায়ার নর-নারীদের প্রাণের পাশে এমন করে সে কোনোদিন স্থান পাবে ?

দু'বছরের মধ্যেও বিমলকান্তি সিনেমা ছাখেনি। দু'বছর আগে যা দেখেছে, তাও কালে-ভদ্রে ! সে-ছবি তাকে এতখানি অভিভূত করতে পারেনি ! আজ !···

হঠাৎ পিছন-দিক থেকে জামা ধরে কে টানলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিঠে পড়লো চড় ! বিমলকান্তি চম্‌কে ফিরে তাকালো বললে,—রজত !

রজত বল্‌লে,—তুই হঠাৎ !—আকাশ থেকে নেমে এসেছিস ?

বিমল বল্‌লে,—না রেঙ্গুন-মেল থেকে নেমেছি আজ। তুই—?

রজত বল্‌লে,—আমিও তো কলকাতায় আছি আজ দু'বছর।— পরেশের কাছে শুনেছিলুম বটে, সে মধ্যে একবার এসেছিল— শুনেছিলুম, তুই বর্মায় গেছিস ব্যবসা করতে !

হেসে বিমল বললে,—গিয়েছিলুম এবং আজ ফিরে এসেছি !

—সেখানে কি করছিস ?

বিমলকান্তি বললে,—করেছিলুম অনেক-কিছুই। কাঠের কারবার করেছি, তারপর আরো নানা ব্যবসা,—বর্মার মাটীতে দু'চার হাজার টাকা রেখে শেষে ফিরে এলুম।

রজত বললে,—এখানে কোথায় উঠেছিস ?

—বেঙ্গল হোটেলে।

—রাঁচি ফিরবি ? না, এইখানেই থাকবি ?

বিমলকান্তি বললে,—দু'চার দিন এখানে থাকবো, তারপর রাঁচি ফিরবো।

রজত বল্‌লে—বেশ। সিনেমা ভাঙ্গলে চট্ করে পালাসনি। এতকাল পরে দেখা—আমার সঙ্গে দেখা করবি, বুঝলি ?

বিমলকান্তি বল্‌লে,—আচ্ছা।

ঘণ্টার কাঁপানো-সুরের সঙ্গে আলো নিবলো এবং ছবির পর্দায় ছায়ার নর-নারীরা অবার সেই দুঃখ-সুখের ঝরণা রচনা করে তুললো !

ছবি শেষ হলে রজত এসে দাঁড়ালো বিমলের পাশে, বল্‌লে,—হোটেলে ফিরবি ? না, কোন কাজ আছে ?

বিমলকান্তি বল্‌লে,—কাজ আর কি থাকবে ! 'হেলাফেলা সারা বেলা শুধু খেলা আপন-মনে !'

—তাহলে আমার সঙ্গে আয়।

—কোথায় ?

—প্রথমে যাবো কাশানোভায়। মানে, একটু পান-ভোজন। তারপর there would be many more ships to carry us to other pleasure-islands.'

বিমলকান্তি প্রতিবাদ তুললো না, রজতের সঙ্গে এলো কাশানোভায়।

জীবনে এ এক নতুন অনুভূতি! চিরাচরিত পথে বিমলের আজ কোনো আকর্ষণ নেই, লোভ নেই। আজ সদ্য ছবি দেখে তার মনে জেগেছে দুর্জয় সাহস! কলেজে পড়তে পড়তে অনেকদিন তার মনে হয়েছে, বাঙালীর জীবন নিষেধ-শাসনের চাপে চেপ্টে থেতো হয়ে যাচ্ছে—ও নিষেধ-শাসনের উপর পর্দা ঢেকে দিতে হবে। তারপর বর্মার কারবার করে ফিরেছে দেহে-মনে বিরাট অবসাদ আর ক্লান্তি নিয়ে! মনকে এখন চাঙ্গা করে তুলতে হবে। কাশানোভা? দেখা যাক, সে কেমন জায়গা!

কাশানোভায় আবার নতুন আবহাওয়া! মনে হলো, ছবির ঐ নর-নারীরা এখানে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে! সেই আলো, গান, হাসি, হল্লা···সেই দিল্‌খোলা আনন্দ!

রজত বল্‌লে,—কি খাবি? হুইস্কি? না, বীয়ার?

বিমলকান্তি বল্‌লে,—দুটোর কোনটাই খাবো না। অভিজ্ঞতার অভাব, তাছাড়া ওতে রুচি নেই!

রজত অবাক! বললে,—দু'বছর বর্মায় বসে তবে কি করলি?

বিমলকান্তি বললে,—যা করেছি, তার জন্য মনে প্রচুর মর্মবেদনা ভোগ করছি!···তা না করে যদি বীয়ার-হুইস্কি অভ্যাস করতুম, তাহলে বোধ হয় এতখানি লোকসানের জ্বালা ভোগ করতে হতো না!

হুইস্কি ফরমাস করে রজত বললে,—নিশ্চয় নয়।

হুইস্কি এলো। রজত বললে,—সন্ধ্যার দিকে দুচার পেগ না হলে চলে না।

বিমল বললে,—অনেকখানি এগিয়ে গেছিস দেখছি! এ-রেটে চল্‌লে চট্ করে' পথ যে ফুরিয়ে যাবে রজত!

রজত সে-কথা কানে তুললো না, বললে,—নানাদিকে মাথা

খেলাচ্ছিরে !···অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্য ঐ ব্যবসা !···কিন্তু লোহা-লক্কড়, কোলিয়ারী কিংবা পাট-গালা—ও-সবে নানা ফ্যাসাদ ! অনেক টাকা মূলধন চাই···তেমন পয়সার জোর তো নেই ! ··মূলধনের মধ্যে আছে শুধু এই মাথা ! · বুঝেছিস, শুধু আইডিয়া ! এই মাথা আর আইডিয়া নিয়ে কখনো এম্পায়ারে প্লে প্রোডিউস করছি, কখনো কোনো নাচিয়ে-আর্টিস্ট ধরে স্টেজে নামাচ্ছি ! অর্থাৎ পাবলিক এণ্টারটেন্‌মেণ্ট··· that's my line !

বিমল চম্‌কে উঠলো। বললে,—সারাজীবন এই নিয়ে থাকবি, রজত ? অনিশ্চিতের উপর ভিৎ গড়বি !···আমোদের নেশা ক'জন মানুষের হয় ? হ'লেও সে কতক্ষণের জন্য বা ? দেশে এই বিপুল অর্থ-সমস্যা···দেশ বিপন্ন, মানুষ নিরন্ন !

পেগ্‌টা নিঃশেষ ক'রে হেসে রজত বললে,—নিরন্নবিপন্ন দেশকে দেখলি তো আজ ঐ এম্পায়ারের ম্যাটিনি শোতে !···এ ছবিখানা আমি দেখেছি তিন-বার, আজকেরটা হলো ফোর্থ টাইম !···ছবির থার্ড উইক চলেছে ! আরও তিন উইক যদি চলে, এমনি লোকারণ্য দেখবি। তার প্রমাণ, সাড়ে নয়টার শোতে চল্‌, দেখবি কাতারে কাতারে লোক ঢুকছে এম্পায়ারে। দেখে শুনে সার বুঝেছি, মুদির দোকানে চাল-ডাল কিনতে যদি বা পয়সা আমাদের না জোটে ভাই, সিনেমা কিম্বা নাচের টিকিট কেনবার বেলায় পয়সা ঠিক জুটে যাবে। একালের কিযে নেশা এ—এই নেশার advantage নিয়েই আমি ব্যবসা করতে চাই !

রজত তার প্রমোদ বাণিজ্যের বৃত্তান্ত বিবৃত করতে লাগলো। বিমলকান্তির বিস্ময় মাত্রা ছাপিয়ে উঠেছিল। নিবিষ্ট-মনে শহরের লোকের আর্টিস্টিক-টেম্পারমেণ্টের পরিচয় সংগ্রহ করছিল, এমন সময় তরুণী-কণ্ঠে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হলো—রেজাট্‌বাবু···

সে গুঞ্জন-রবে রজত একেবারে লাফিয়ে উঠলো। বল্‌লে,—হ্যালো ললিতা দেবী···

কম্‌লা-রঙের মিহি জর্জেটের আবরণে পল্লব-তনু দুলিয়ে এক তরুণী! দেখে সলজ্জ সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বিমলকান্তি উঠে দাঁড়ালো।

রজত তার হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিলে, বললে,—বোস্‌ বিমল··· আরো চেয়ার রয়েছে, তোকে স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে হতে হবে না।

একখানা চেয়ার দেখিয়ে তরুণীকে বললে,—বসুন ললিতা দেবী···

তরুণী চেয়ারে বসলো।

রজত বললে,—আলাপ করিয়ে দি। ইনি হলেন শ্রীমতি ললিতা দেবী···নিউ এম্পায়ারে সম্প্রতি নাচের আসর জমিয়ে সারা শহরে সেলাম আদায় করেছেন। নাচে এমন যাদু এ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেনি, বিশেষত ওরিয়েণ্টাল-নাচে। তিন নাইট নেমেছিলেন—দর্শনী আদায় করেছেন আট হাজার টাকা। এবারে টুরে বেরুচ্ছেন,···প্রথমেই যাবেন বোম্বে। আমরা বলি খুব ভালো, বোম্বে থেকে যদি বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা আদায় করে আনতে পারেন, বাঙ্গালীর আমেদাবাদী-মিলের লজ্জা তাহলে কতক ঘুচবে!

বিমলকান্তির সর্বাঙ্গ ঘর্মসিক্ত হচ্ছিল।

রজত আবার বললে,—আর ইনি আমার বাল্যবন্ধু বিমলকান্তি মজুমদার। নিবাস রাঁচি। বাবা ছিলেন ওখানকার মস্ত উকিল। কাজেই ছেলের জন্য টাকার পাহাড় তৈরী করে গেছেন!...নাচের আর্টে কোন রুচি নেই...ব্যবসা-বাণিজ্যে তনু-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন...কাঠের ব্যবসা, চামড়ার ব্যবসা, লোহার ব্যবসা!

সঙ্কোচে বিমলকান্তি যেন এতটুকু হয়ে পড়েছিল! এই ফ্যাশনেব্‌ল সান্নিধ্য...রসশাস্ত্রে নিজের বিমূঢ়তা স্মরণ করে মনে মনে লজ্জাবোধ

করছিল।...ভাবছিল, এখানে বসবার যোগ্যতা তার নেই! সে এ কাশানোভায় ট্রেসপাসার!

ললিতা দেবী হেসে বললে,—ওঁর যে আর্টে রুচি নেই, তা দেখে বোঝা যায়, উনি নাকি!

রজত বললে,—তার মানে?

ললিতা বললে,—জানেন তো, 'যেজন সেবিবে ও চরণযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে!'...আর্ট ভালো, মানি। কিন্তু এই আর্ট নিয়ে যাকে পয়সা রোজগার করতে হয়, তার দুর্ভোগ দুশ্চিন্তা কতখানি, ভাবুনতো! আর্টে রুচি আর প্রীতি এক জিনিষ—সে-আর্ট নিয়ে ব্যবসায় নামা আর-এক জিনিষ!...এক-একটা শো-এর সময় কি সংশয়ে, কি ভয়ে মন ভরে উঠে! মনে হয়, এর চেয়ে নিত্যদিনের প্রথা মেনে বিয়ে করে একজন স্বামীর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেওয়ায় ঢের আরাম ছিল!

রজত যেন আকাশ থেকে পড়েছে—তার মুখে-চোখে তেমনি সচকিত ভাব!

রজত বললে,—না, না...এ-কথা আর যে-কেউ বলে বলুক, আপনার মুখে সাজে না...বলে সিগারেটের টিনটা ললিতার দিকে এগিয়ে দিলে।

ললিতা একটা সিগারেট তুলে মুখে দিলে; রজত ধরলো সে-সিগারেটের মুখে দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি।

বিমলের মনে হলো, বুকের মধ্য থেকে তার প্রাণটা বুঝি ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে! ভদ্র-শিক্ষিতা-কালচার্ড-ঘরের তরুণী মহিলা এমন অসঙ্কোচে সিগারেট টানতে শিখেছেন!

ললিতা বললে,—কেন সাজে না রেজাট্‌বাবু?

রজত বললে,—You are born to rule a million hearts...

মৃদু একটা নিশ্বাস ললিতার বুক থেকে মর্মরিত হয়ে উঠলো। ললিতা বললে,—তা নয় রেজাট্ বাবু…যা দেখছি, মনে হয় শুধু rolling down and down…

সেদিন আলোপ-পরিচয়ের পর কাশানোভা থেকে বিমলকান্তি বা'র হলো…সঙ্গে রজত আর ললিতা।

ললিতা বললে,—বাঃ, কি সুন্দর চাঁদের আলো, রেজাট্ বাবু…যদি মাইণ্ড না করেন, একবার স্ট্রাণ্ডটা ঘুরে না হয়…

রজত বললে,—নো হার্ম!

রজতের ইঙ্গিতে ট্যাক্সি চল্‌লো গঙ্গার ধারে।

ফেরবার সময় ললিতাকে রিচি রোডে এবং রজতকে ওয়েলিংটন লেনে নামিয়ে বিমলকান্তি এলো বেঙ্গল হোটেলে··রাত তখন একটা বেজেছে। ট্যাক্সি মীটারে ভাড়া উঠেছিল এগারো টাকা চৌদ্দ আনা।

এ ভাড়া দিলে বিমলকান্তি।

(২)

পরের দিন বেলা সাড়ে সাতটা। বিমলকান্তি তখনো বিছানায় পড়ে আছে। আলস্যভরে দেহ-মন বিজড়িত। দুপ্ দাপ্ শব্দে তার ঘরে এসে ঢুকলো রজত।

রজত বললে,—এ কি রে! এখনো বিছানায় পড়ে আছিস! আমার চান-টান কখন সারা হয়ে গেছে!

বিমলকান্তি বললে,—অত রাত্রে ফিরেছি!

উচ্চ হাস্যে ঘর প্রকম্পিত করে রজত বল্‌লে,—এখনো এমন

নাবাল্ক! রাত একটা-দেড়টায় শোওয়া···ও তো আমাদের নর্মাল টাইম।

রাত্রের ট্যাক্সি-ভাড়ার ব্যথাটা তখনো বিমলের বুকে টন্‌টন্‌ করছিল। একটা নিশ্বাস সে রোধ করতে পারলো না! নিশ্বাস ফেলে বিমলকান্তি বল্‌লে,—হতে পারে। সবার ধাত সমান নয়।

রজত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো; বসে বললে,—ট্যাক্সি-ভাড়া দিলি কত?

বিমলকান্তির মনে আশার মৃদু উচ্ছ্বাস! ভাবলে, রজত বোধ হয় সে ভাড়ার টাকা দিতে এসেছে! বললে,—তা বেশ ভালোই দিয়েছি। এগার টাকা চৌদ্দ আনা।

রজত বললে—মীটারে কত উঠেছিল?

—এগারো টাকা চৌদ্দ আনা। মীটার দেখে ভাড়া দিয়েছি।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে রজত বললে,—ঠকেছিস্‌। তুই তো এখানকার কায়দা-কানুন জানিস না!

বিমলকান্তির বিস্ময়! ঠকেছে? তার মানে, মীটারে কোনো কারসাজি ছিল না কি? সে বললে,—এর আবার কায়দা-কানুন আছে না কি?

উৎসাহ সহকারে রজত বললে, –নেই? মানে মীটারে যে-ভাড়া ওঠে, তা থেকে টাকায় চার-আনা হিসাবে অর্থাৎ টোয়েণ্টি ফাইভ পার্‌সেণ্ট বাদ দিলেও ওরা খুশী-মনে ভাড়া ন্যায়। তাই দস্তুর! মানে, সর্বত্রই স্ট্রাগ্‌ল চলছে! তা, তোর মীটারে কত ভাড়া উঠেছিল, বল্‌লি?

বিমল বললে,—এগারো টাকা চোদ্দ আনা।

—তাহলে টোয়েণ্টি ফাইভ পার্‌সেণ্ট্‌ বাদ দে ও থেকে।

এগারো টাকায় বাদ যাবে এগারো সিকে, আর চৌদ্দ আনায় সাড়ে তিন আনা—টোটাল হলো ছ'টাকা বার আনা প্লাস সাড়ে তিন আনা, ছ'টাকা সাড়ে পনেরো আনা। তোর দেওয়া উচিত ছিল আট টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা। তুই বেশী দিয়েছিস ছ'টাকা সাড়ে পনেরো আনা—কাথাটা আমার বলে দেওয়া উচিত ছিল।

বিমলকান্তি উঠে বসলো আসায় উদ্‌গ্রীব হয়ে, রজত বুঝি এখনি এ টাকাটা দিয়ে দেবে! কিন্তু সেদিকে রজতের কোনো প্রয়াস দেখা গেল না। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে রজত বললে,—নে, উঠে পড়। মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়েনে। আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে।

—কোথায় ?

ভাবলে, বুঝি সেই ললিতা দেবীর কাছে! ভয় হলো, সন্থ আলাপে নগদ এগারো টাকা চৌদ্দ আনা খশে গেছে পকেট থেকে!

মনকে আক্রোশভরে সে শাসন করলে, খবর্দার অজানা-তরুনীর সঙ্গে লোভে যেমন লোলুপতা...

রজত বললে,—ওঠ্‌রে···

বিমলকান্তি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে শেভ করে স্নান সেরে নিলে। বেয়ারা এলো চা, টোস্ট নিয়ে।

রজত বললে,—এগ্‌পোচ করে আমায় দিতে বল্‌। কখন্‌ ফিরবো তার কিছু ঠিক নেই।

এগ্‌পোচ এলো। রজত বললে,—তুই তৈরী হ।

বিমলকান্তি বললে,—কেন ?

রজত বললে,—মাড্রাস থেকে একজন ড্যান্সার এসেছে শ্রীরঙ্গম্‌ পিলে। সঙ্গে আছে দু'জন ফিমেল আর্টিস্ট লছমী আর পদ্মা। তাদের সঙ্গে দেখা করবো। মানে, ফিক্স করা······

বিমলকান্তির বুকখানা ধ্বশে দু'হাত যেন নেমে যাবার জো! সে বললে,—তা আমি কি করবো তোর সঙ্গে গিয়ে ?

রজত বললে,—একা যাবো, তাই আর কি! তুইও হাল-চাল দেখবি চ'না। মানে, যদি মনে হয়, আমার সঙ্গে বখরায়···

বিমলকান্তি মাথা নেড়ে বললে,—না ভাই, ও-সবে আমার সখ নেই! তা ছাড়া যার কিছু বুঝি না···

রজত বললে,—ব্যবসা রে ব্যবসা! এতে বুঝবার কিছু নেই। ওরা খেট খুটে নাচবে, আমরা স্রেফ নাচের দড়িটি ধরে থাকবো। টাকাটা দেবো টিকিট বিক্রির পার্সেন্টেজ-বেসিসে। পাবলিসিটির খরচ? কতই বা! বড়-জোর এক হাজার টাকা। তেমনি রিটার্ণে পাওয়া যাবে কত! বিনা-মূলধনে এমন লাভের কারবার আর নেই রে···একবার নেমে ছাখ, আমার সঙ্গে···তখন রসের স্বাদ পাবি!

বিমলকান্তি মনকে চকিতে সুদৃঢ় করে ফেলেছে! সে বললে,—না ভাই, ও-সবে আমি নেই। আমি এখানে আর দুচার দিন আছি। তারপর রাঁচি ফিরছি। আমাকে মাপ কর্। তা ছাড়া আমাকে বেরুতে হবে বেলা দশটায়। একবার আমার পিসিমার বাড়ী যাবো·· ভবানীপুরে। পাঁচ বছর দেখা নেই। আমার বর্মা যাবার আগে অনেকবার চিঠি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, একবার আয়।·· আমার যাওয়া হয়নি। তাই যখন কলকাতায় এসেছি, এবারে দেখা করে আসি। আবার কবে আসবো···আসবো কি না···

রজত অনেক অনুরোধ করলে—বিমলকান্তি কিন্তু অটল, অবিচল! কাজেই রজতকে নিরাশ চিত্তে ফিরতে হলো।

বিমলকান্তি বসে রইলো চুপ-চাপ একা। কাশানোভার স্মৃতি মনের মধ্যে লক্ষ বাহু মেলে দাঁড়ালো। বসে সময় কাটাবার পক্ষে

চমৎকার জায়গা! কত রকমের লোক আসছে যাচ্ছে···যেন আলোর প্রোসেশন চলেছে!

কিন্তু না···ও চিন্তা নয়। কাজ আছে। বর্মা থেকে বেরুবার সময় বিভাবরী চিঠি লিখেছিল, সে-চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি।··· বিভাবরীর জীবনের সঙ্গে তার জীবনের সংযোগ সম্বন্ধে যে সুমধুর সম্ভাবনা···

লেটার-প্যাড বার করে সে চিঠি লিখতে বসলো। লিখলো,—

বিভা, আমি কলকাতায় এসে পৌঁচেছি। বর্মা ছাড়বার দিন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম। জাহাজে চিঠি লেখা হয়নি। এখন লিখছি।

আমি ভালো আছি। এখানে আর চার-পাঁচ দিন থাকবো, ভাবছি। তারপরেই রাঁচি।

বর্মায় কি রকম বাণিজ্য করলুম—সে খবর জানতে চেয়েছো। দেখা হলে বলবো বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করতে পারিনি। যা ছিল, কেড়ে-কুড়ে গলা ধরে তিনি আমাকে বর্মা থেকে বিদায় করে দিয়েছেন—ভালোই করেছেন।

ব্যর্থতার সঙ্গে বর্মার কিছু স্মৃতি নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে—সিল্ক, কাপড়ের রকমারী ফুল, নানারকম পুতুল, টুকিটাকি Curios, আর তোমার বাবার জন্য Lacquer-এর জিনিষ।

আশা করি, তোমরা ভালো আছো। আমাকে যে ভোলোনি, সেজন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে বার-বার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

......বিমল

(৩)

সারা দিনটা পিসিমার কাছে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগে বিমলকান্তি হোটেলে ফিরছিল। চৌরঙ্গীর প্রান্তে ট্রাম এসে পৌঁছুলে মন চীৎকার করে উঠলো,—কাশানোভা···কাশানোভা!

···এক পেয়ালা চা, দু'খানা টোস্ট, একখানা কেক্, সেই সঙ্গে সুরের লহর! ললিতা দেবীর মটর-ড্রাইভে সায় না দিলেই হলো! ···জীবনকে একটু চান্‌কে নেওয়া!

তার অজ্ঞাতে কে যেন তাকে কাশানোভার দ্বারে টেনে নিয়ে এলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। কাজেই···

ভিতরে যেন স্বপ্নরাজ্য! হাসি-খুশী আমোদ-প্রমোদের ধারা বয়ে চলেছে। সে-ধারায় বাইরের অভাব-দৈন্য, ব্যথা-বেদনা তিষ্ঠুতে পারে না!

বেয়ারা এলো···চা, টোস্ট, কেক্ এলো···

অর্কেস্ট্রা বাজছে। সুরে-সুরে জীবন-তরঙ্গের লহরী-লীলা!

চুপ-চাপ্ বসে বিমলকান্তি দেখতে লাগলো হিল্লোলিত জীবনের লীলা-রঙ্গ!

সহসা মলিন-মুখী এক কিশোরী তার সামনে· কিশোরীর মুখে-চোখে দারুণ উৎকণ্ঠা! মিনতি-ভরে কিশোরী বললে,—একটা কথা···

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর দু'হাত অঞ্জলি-বদ্ধ···

বিমলকান্তি শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—বসুন···

কিশোরী বললে,—বসবো না। ···মানে, আমার পার্স চুরি গেছে! না হয়, ট্রামে ফেলে এসেছি!

কিশোরীর স্বর অসহায়তার বাষ্পে আর্দ্র, রুদ্ধপ্রায়।

বিমলকান্তির প্রাণে আবার সেই চমক! এখানে যে-কিশোরী আসে, তার দৃষ্টিই কি অপরের পার্সের দিকে!

কিশোরী বললে,—দু'টাকা···লোন্· একদিনের জন্য।· আপনার কার্ড দিন, কাল সকালেই আমি পৌঁছে দেবো।

বিমলকান্তি কোনো জবাব দিলে না; স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

কিশোরী বললে,—আগে জানতে পারিনি। এখানে দেড় টাকার

বিল হয়েছে · টাকা দিতে গিয়ে দেখি, পার্স নেই।

কিশোরীর হাতে ছিল ভ্যানিটি-ব্যাগ। সে ব্যাগ খুলে বিমলকান্তির সামনে কিশোরী মেলে ধরলো।

বিমলকান্তি দেখলো, তার মধ্যে আছে ছোট একখানি আয়না, একটা ছোট কৌটো, একটা পাফ, ছোট একখানি চিরুণী ··

কিশোরীর কম্পিত অধর··মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টি···বিমলকান্তির মন চীৎকার করে উঠলো,—ওরে কাপুরুষ ··

পার্স খুলে বিমলকান্তি তুটি টাকা নিতে গেল···খুচরো টাকা নেই! —নোট রয়েছে। পাঁচ টাকার একখানা নোট্ তুলে সেটি সে দিলে কিশোরীর হাতে। কিশোরীর মুখে-চোখে হাসির দীপ্তি···

নোট্ নিয়ে কিশোরী বললে,—থ্যাঙ্কস্।

বলে, সে এক-নিমেষ দাঁড়ালো না। বিমলকান্তি হতভম্বের মতো তার পানে চেয়ে রইলো।

ঐ চলেছে ··সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা···কাশানোভার বেয়ারার হাতে দিলে নোট—চেঞ্জ—সে-চেঞ্জ নিয়ে···

ফিরে এলো কিশোরী। এসে বললে,—নিন্।

বিমলকান্তির হাতে কিশোরী তিনটি টাকা দিল।

বিমলকান্তি বললে,—যদি আপনার দরকার থাকে, এ তিনটে টাকা না হয় রেখে দিন্···

—না, না, না···তু'টাকারই দরকার। কেন মিছে···

বিমলকান্তি খুশী হলো। সব মেয়েই ললিতা নয়! টাকা তিনটে নিয়ে বিমলকান্তি পার্সে রাখলো।

কিশোরী বললে,—আপনার কার্ড?

—কার্ড নেই।

—নাম-ঠিকানা ?

বিমলকান্তির কৌতূহল হলো। সেই সঙ্গে হয়তো তরুণ বয়সের একটু মোহ! কিশোরীর স্নিগ্ধ লাবণ্যজ্যোতি···ডাগর দুটি চোখে অপরূপ সারল্য···

বিমলকান্তি বললে,—নাম-ঠিকানার কি দরকার ?

—না, না—আমাকে ঋণী রাখবেন না···যেভাবে আজ আমার মান রক্ষা করেছেন...এ দয়ার কথা আমি কোনো দিন ভুলবো না।... বাঙালী ভদ্রলোক এখানে আরো রয়েছেন—তাদের কারো কাছে দয়ার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াবার সাহস পাইনি।...বিপন্ন হয়ে চারিদিকে চাইছিলুম—এমন সময় আপনাকে দেখলুম। সকলের কাছ থেকে দূরে...একেবারে আলাদা রকমের মানুষ! দেখেই মনে হলো, উপায় যদি মেলে তো সে-উপায় মিলবে আপনার কাছে !

এ স্তুতিবাদে বিমলকান্তির মন গৌরবে-গর্বে দুলে উঠলো! সে এদের কারো মতো নয়...এদের অনেক উর্ধে তার স্থান !...

কিশোরী বললে,—নাম-ঠিকানা বলতেই হবে আপনাকে।

বিমলকান্তি বললে,—বিমলকান্তি মজুমদার···বেঙ্গল হোটেল।

ব্যাগে ছিল ছোট পেন্সিল···ক্যাশ-মেমোর পিঠে সে-পেন্সিল দিয়ে বিমলকান্তির নাম-ঠিকানা লিখে কিশোরী বললে,—ধন্যবাদ!···কাল সকালে নিজে না পারি, লোক দিয়ে টাকা দুটো পাঠিয়ে দেবো। দয়া করে' ফেরৎ দিয়ে আমাকে লজ্জিত করবেন না।

চমৎকার কথাগুলি! নাটক-নভেলে কিশোরীদের মুখে যেমন মিষ্ট-মধুর নম্র বচন পড়া যায়, তেমনি!

বিমলকান্তির মন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মুখে সে কোনো কথা বলতে পারলো না।

কিশোরী হাসলো, হেসে বললে,—যে-লোক আপনার দয়ায় আজ মান রক্ষা করেছে, সে-লোক যত তুচ্ছ হোক, তার নাম-ঠিকানা আপনি না জানতে চাইলেও তার নিজে থেকে বলা উচিত। · আমার নাম অলকা সেন। আমি থাকি রসা রোড, কালীঘাট।···কালীঘাট ট্রাম ডিপোর দক্ষিণে চার-তলা মস্ত লম্বা ফ্ল্যাট···সেই ফ্ল্যাটের একেবারে চার-তলায়।···তাহলে ঐ কথা রইলো, কাল সকালে বেঙ্গল হোটেলে···

কিশোরী চলে যাচ্ছিল··বিমলকান্তির মনে হলো, বিদায়-ক্ষণ উপস্থিত ···হয়তো এ-বিদায়···

কি তার মনে হলো · বিমলকান্তি বললে,—শুনচেন ?

কিশোরী ফিরলো, বললো —আমাকে বলচেন ?

—হ্যাঁ।

—বলুন···

ব্যাগ খুলে পাফ বার করে কিশোরী সেটা একবার কপালে গালে বুলিয়ে নিলে···

একটি মিষ্ট সুরভি! বিমলকান্তির সমস্ত মনখানার উপর দিয়ে যেন বসন্ত-বাতাস বয়ে গেল!

কোনো মতে স্খলিত কম্পিত স্বরে বিমলকান্তি বললে,—ওটা হোটেল···যদি কোনো কারণে সে সময় আমি হোটেলে না থাকি··· আপনার লোক যাবে—তাই ভাবছিলুম···

কথাটা কিভাবে বলা যায়, বিমলকান্তি নির্ধারণ করতে পারছিল না! কি করলে সংক্ষেপে কাজের কথাটুকু বলা যায়, অথচ সে কথার অন্তরালে মনের গোপন বাসনাটুকু না প্রকাশ পায়!···

কিশোরী কেমন একটু কৌতুক অনুভব করলে। কিন্তু সে

ভাব সম্বরণ করে অচপল শান্ত স্বরে অলকা বললে,—বলুন···

বিমলকান্তি বললে,—তার চেয়ে · মানে, আমি রোজ সন্ধ্যার সময় কাশানোভায় আসি তো...মানে, যদি আপনার অসুবিধা না হয়, কাল যদি আপনি এই কাশানোভায় আসেন···

বিমলকান্তি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—মানে, আপনার যদি অসুবিধা না হয় ; অবশ্য...

অলকা বললে,—অসুবিধা নয়। তবে কাল···তা কটায় বলুন তো ? এই সময়ে ?

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বিমলকান্তি বললে,—হ্যাঁ···

তার সারা মন উদগ্র হয়ে রইলো অলকার উত্তরের প্রত্যাশায়।

অলকা বললে,—মানে একটু কাজ ছিল। তা হোক আসবো। শুধু আপনার দয়ার পরিচয়ই পেলুম, আর-কোনো পরিচয় তো পেলুম না।···তবে আমার আসতে যদি পনেরো-কুড়ি মিনিট দেরী হয় ?

খুশী-মনে বিমলকান্তি বললে,—তা হোক......একঘণ্টা দেরী হলেও আমাকে এখানে পাবেন।·· আপাতত এখানে আমার কোনো কাজ-কর্ম নেই তো···

স্মিতহাস্যে মিষ্টকণ্ঠে অলকা বললে,—আসবো। নিশ্চয় আসবো···না, পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশী দেরী আমার কখ্খনো হবেনা।

বিমলকান্তির মন থেকে সমস্ত দ্বিধা-সংশয় গেল আকাশের গায়ে মিলিয়ে। সে বললে,—আমি আপনাকে নেমন্তন্ন করছি কাল··· এখানে। চায়ের নেমন্তন্ন !

বিগলিত কণ্ঠে অলকা বললে,—So kind of you ! থ্যাঙ্কস্ !

বিমলকান্তি সারাদিনটা কাটালো শুধু কল্পনায়! বিমলকান্তি কোথাও বেরুলো না—কাছে দু'চারখানা বই ছিল—পেঙ্গুইন-সিরিজের সত্ত-কেনা নভেল। সেগুলো পড়বার চেষ্টা করলে, কিন্তু একটি ছত্রেও মন বসতে চায় না। বইয়ের পাতার পানে চোখের দৃষ্টি সবলে নিবদ্ধ রাখলেও মন ছুটে চলে অলকা সেনের উদ্দেশে!

অজস্র প্রশ্ন জলবিম্বের মতো মনে ভেসে ওঠে, আবার তখনি মিলিয়ে যায়! কে এই অলকা সেন? কথায়-বার্তায়, আচারে-ব্যবহারে বুঝতে দেরী হয় না, শিক্ষিতা! এবং শিক্ষার সঙ্গে ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো যে অহঙ্কার মেয়েদের মনে সেঁটে থাকে, সে অহঙ্কারের বিন্দু-বাষ্প অলকা সেনের আচারে বা কথায়···কোথাও নেই! এর পাশে সেই ললিতা দেবীকে এনে সে বার বার দাঁড় করাতে লাগলো। কিসে আর কিসে···নাচে এম্পায়ার-বিজয়ী প্রতিভা নিয়েও ললিতা দেবী এই অলকা সেনের পাশে দাঁড়াতে পারে না। ললিতার মনে অহঙ্কার, তেমনি কেমন যেন সর্বগ্রাসী লোলুপতা! চাঁদের আলোয় ট্যাক্সিতে চড়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়ায় বিন্দুমাত্র দোষ হয় না, যদি সে-বেড়ানোর ট্যাক্সি-ভাড়াটা পরস্মৈপদী চলার প্রবৃত্তি না থাকে!

অলকার উদ্দেশ্যে বিমলকান্তির মন বলতে লাগলো, চমৎকার!

কিন্তু কি এঁর পরিচয়? মা-বাপ? ঘর-বাড়ী?···একা এসেছেন কাশানোভায়···ল্যাণ্ড-বোট সঙ্গে নেই! দামী মোটরে আসেননি, ট্যাক্সিতে আসেননি! বললেন, ট্রাম!···বড়মানুষীর ছোট একটা ইঙ্গিতও ছাননি···আগাগোড়া বিনয়ে অবনত!

বিভাবরী···? মন বলে উঠলো, না, না, বিভাবরীর সঙ্গে কারো তুলনা চলেনা। পথ চলতে পথে কত লোকের সুন্দর-সুন্দর নানা

ছাঁদের বাড়ী চোখে পড়ে—সে সব বাড়ীর পানে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন আরাম পায়—তবু বিরাম সুখের জন্য পথিক নিজের জীর্ণ ঘরটির মায়াতেই আকুল! এও তেমনি! অলকার মতো মেয়ের সঙ্গে কথা কয়ে আরাম পাওয়া যায়—তাকে দেখতে ভালো লাগে, তার সান্নিধ্য ভালো লাগে! তবুও বিভাবরী বিভাবরী।···এবং অলকা অলকা! এ দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তুলনা করবে, মন তা চায় না। বিভাবরী তাকে ভালোবাসে. সেও বিভাবরীকে ভালোবাসে—দুজনের জীবন একদিন একই গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমগ্রতায় ভরে উঠবে! দুজনের এ ভালোবাসা কোনোদিন উদ্দাম-উচ্ছ্বাসে মুখর বা প্রগল্‌ভ হয়নি···সংযত গৌরবে আপন মর্যাদায় সে ভালোবাসা এক অপরূপ সম্পদ!

তা নয়। অলকার কথায় বিভাবরীর কথা কেন আসবে? অলকা ক্ষণিকের অতিথি···অবসর-যাপনে সে দুদণ্ডের সাথী···বন্ধু!·· জীবনের পথে এমন অতিথির সঙ্গে দেখা আজ-পর্যন্ত মেলেনি! মিললে জীবনের পথ যে স্নিগ্ধ-রমণীয় হয়, তাতে সংশয় নেই!

অলকার মতো অতিথির সমাগমে যেমন অভিনবত্ব, এ-সমাগম তেমনি অপরূপ!

এমনি নানা কল্পনা-জল্পনার মধ্যে ঘরের ঘড়ীটা মাঝে মাঝে কেমন সকচিত করে তোলে!···এবং বাজতে বাজতে ঘড়ি দুটো-তিনটে বাজিয়ে আপন-মনে পেণ্ডুলাম দুলিয়ে চারটের ঘরের দিকে ছোট কাঁটাটা ক্রমে এগিয়ে নিয়ে চললো।

কাশানোভায় উনি কেন আসেন? ঐ গন্ধ-গান-আলো-হাসির উৎসবে···প্রমোদ-মেলার মাঝখানে? একা আসেন!···

বিমল নিজে কেন কাশানোভায় চলেছে?···সেও একা সঙ্গীহীন

তাই। হয়তো বিমলকান্তির মতো উনিও একা—সঙ্গীহীন, তাই ওখানে যান্।

চারটে বাজলো। মন অধীর হয়ে বলতে লাগলো, আর কেন? সাজো—সাজো। এখনি সাড়ে চারটে বাজবে—তার পর পাঁচটা!

বিমলকান্তি চললো স্নান করতে। একবারের জায়গায় আজ দুবার মুখে-গায়ে সাবান মাখলো—তারপর বেশভূষায় আজ মনোযোগ একটু বেশী—সেণ্ট, ফর্শা রুমাল—পার্সে নোটের তোড়া—চেঞ্জ—

সাড়ে পাঁচটায় বিমলকান্তি বেরুলো বেঙ্গল হোটেল থেকে। মন বললে—ট্যাক্সি নাও—ট্যাক্সি —সেলুন-বডি!

বিমল এলো কাশানোভায়। ভিতরের অর্কেস্ট্রা বাজছে...ইংরেজী নাচ চলেছে। সে-নাচে অঙ্গ বয়ে কিশোরী রূপসীদের রূপের বহ্নিকণা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে! বাজনার সুরে মন সত্যই নেচে ওঠে! চারিদিকে হাস্য-কলরব...জীবন-যুদ্ধের দামামা রব এখানকার বাতাসে শোনা যায় না। এখানে শুধুই বিলাস! তাছাড়া যেন জীবনে কামনার সামগ্রী আর-কিছু নেই!

কিন্তু কোথায়...তিনি কোথায়? নবীন অতিথি অলকা সেন?

একখানা চেয়ারে বিমল বসলো...অর্কেস্ট্রার সুরে নিঃসঙ্গ মনসঙ্গীকে চেয়ে আর্ত-আকুল হয়ে উঠলো!

...চারিদিকে চাইতে চাইতে চোখে পড়লো...ঐ যে...

বিমলকান্তি এলো অলকার কাছে, দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে বললে,—নমস্কার!

হাসির বিদ্যুৎ-চমকে মুখচোখ প্রদীপ্ত করে অলকা সেন উঠে

দাঁড়ালো, চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি পুটবদ্ধ করে নমস্কার জানিয়ে বললে,—আপনার একটু দেরী হয়েছে...

দেরী! বিমলকান্তি আরাম বোধ করলো! এখানে আসবার জন্য মনের তীব্র অধীরতা যে ধরা পড়েনি এতে মনে আরাম পেলো!

সে বললে,—হ্যাঁ। মানে একটু কাজ ছিল।

তার কণ্ঠ যেন কে চেপে ধরলো...অকারণ এ মিথ্যা নাই বলতে! মন বললে, পুরুষের মর্যাদা বাঁচলো!

অলকা বললে,—বসুন।

—আপনি বসুন।

দুজনেই বসলো—দু'খানি চেয়ারে সামনা-সামনি।

অলকার দৃষ্টি কেমন উদাস!...বিমলকান্তির মনে ছোট-একটু আঘাত! ওর মন কি তবে আর কোথাও বিচরণ করছে...আর কারো সঙ্গ কামনা করে'?

কোনো মতে সাহসে ভর করে অন্তরঙ্গতা-সাধনের চেষ্টায় বিমলকান্তি বললে,—আপনাকে আজ কেমন উন্মনা দেখছি!

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—ও...হ্যাঁ। মানে, ঐ সুরটা আমাকে কেমন উদাস করে' দ্যায়!...আপনার ভালো লাগছে না? ওটা হলো ব্লু-ড্যানিউবের সুর। শুনলে মনে হয়...আঃ...

বলতে বলতে বিমুগ্ধ চিত্তে অলকা দু'চোখ মুদ্রিত করলো।

বিমল্‌কান্তির মনে যেমন বিস্ময়, তেমনি শ্রদ্ধা!...এঁর মন এতখানি রসিক!

বিমলকান্তি বললে,—চমৎকার সুর—মনকে সত্যি উদাস করে দ্যায়।

বিমুগ্ধ মনে সুরহিল্লোল উপভোগ করতে করতে সহসা চমকে অলকা

হাত-ব্যাগ খুলল, খুলে দুটি টাকা বার করে বললে,—এ ছুটো টাকা রাখুন তো !—দেনা-পাওনার ব্যাপার চুকে যাক্ ! মন হালকা হবে।

শুষ্ক হাস্যে বিমলকান্তি টাকা ছুটি নিয়ে পার্সে রাখলো ; তারপর চাইলো অলকার পানে। অলকা তারি পানে চেয়েছিল—তার ছুচোখের দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ-মাধুর্য !

অলকা বললে.—দেনা-পাওনা বাইরে চুকলেও মনের খাতায় যে-দেনা লেখা রইলো, তা কোনদিন শোধ হবে না !

কথাটা বিমলকান্তির সুস্পষ্ট বোধগম্য হলো না। সে চেয়ে রইলো অলকার পানে—তার চোখে একরাশ প্রশ্ন !

অলকা বললে,—There are moments in life…মহাভারত পড়েছেন নিশ্চয়। কুরুসভায় দ্রৌপদীর উপর যখন পীড়ন চলছে, পঞ্চ পাণ্ডবস্বামী নিঃশব্দে সভায় বসে আছেন…দ্রৌপদী তখন শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছিলেন—ডেকে বলেছিলেন, আমার লজ্জা নিবারণ করো। সে-বিপদে শ্রীকৃষ্ণ করলেন দ্রৌপদীর লজ্জা-রক্ষা ! শ্রীকৃষ্ণের সে-করুণার কথা দ্রৌপদী কোনোদিন ভুলতে পারেননি—ভোলবার নয় ! তাই সারা জীবন দ্রৌপদীর মন শ্রীকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়েছিল।…কাল এখানে আমার দশাও হয়েছিল কুরুসভায় দ্রৌপদীর মতো ! মনে ভক্তি নেই বলে শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক ডাকিনি ·· তবে শ্রীকৃষ্ণের মতো তেমনি দয়ালু জনকেই মন খুঁজছিল।

এ-কথায় বিমলকান্তি একেবারে চমৎকৃত হলো ! তার গায়ে রোমাঞ্চরেখা ··

অলকা চুপ করলো, তার পর মৃদু হেসে বললে,—কুরুসভায় শ্রীকৃষ্ণের মতো আপনিও কাল এই কাশানোভায় আমার লজ্জা রক্ষা করেছেন···

মনের সমস্ত আবেগ জড়ো করে উৎকর্ণ হয়ে বিমলকান্তি শুনলো অলকার কথা—চোখের দৃষ্টি অলকার মুখে নিবদ্ধ।

অলকা একটা নিশ্বাস ফেলে, নিশ্বাস ফেলে বললে,—জীবনে হয়তো আর আপনার সঙ্গে পরে কখনো দেখা হবে না। না হলেও কালকের সেই ক্ষণটুকু আমি জীবনে ভুলবো না।

সামান্য ব্যাপার! তাকে এমন নাটকের মতো গড়ে তোলা হাস্যকর হলেও বিমলকান্তি এ-নাটকে বিমুগ্ধ হলো। ভাবলো, অলকা সেন খুব সেন্টিমেণ্টাল, তাতে ভুল নেই!···হয়তো জীবনে ইনি ··

কথা শেষ করে অলকা মাথা নীচু করে বসেছিল এবং তাকে ঘিরে সহস্র প্রশ্ন নীরবে বিমলকান্তির মনে বিপুল ঘূর্ণীচক্র রচনা করে তুললো!

পাঁচ মিনিট-কাল···তুজনের কারো কথা নেই! বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছিল···হঠাৎ তার পানে বিমলকান্তির চোখ পড়লো।

বিমল বললে,—চা-টা দিতে বলি···

অলকা বললে,—চা আমি খাব না···বেশী চা আমি সহ্য করতে পারি না। আজ সারাদিন এত চা খেয়েছি·· আমাকে বরং এক পেয়ালা কফি দিতে বলুন···

বিমল বললে,— তাহলে আপনি ওকে ফরমাশ করুন···কি-কি চাই। আমার অনুরোধ!

অলকা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল···কিন্তু বিমলকান্তির চোখের দৃষ্টিতে অজস্র মিনতি! প্রতিবাদ করা হল না। অলকা বললে,—আচ্ছা···

খেতে খেতে বিমলকান্তি আশেপাশে চেয়ে দেখছিল···লোক-

জনের পানে।···চোখ পড়লো একটু দূরে টেবিল ঘিরে সবুজ সিল্কের শাড়ী পরা এক তরুণীর পানে। তরুণীর সঙ্গে সাহেবী পোষাকপরা তিনজন তরুণ বাঙালী। তরুণী উল্লাসে প্রমত্ত, লজ্জা-সরম ভুলে গেছে! এবং তরুণ তিনজন প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ঘর প্রকম্পিত করে তুলেছে।

বিশ্রী লাগলো! বাঙালীর মেয়ে এখানে এতখানি স্বেচ্ছাচারে মত্ত হয়েছেন!

অলকার পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ওঁকে চেনেন?

অলকা-সেন বললে,—চিনি। ও হলো প্রতিভা গুপ্ত। ওর বাবা ছিলেন মস্ত ব্যারিস্টার। ছিলেন পুরো-দস্তুর সাহেব···এক-পয়সা সঞ্চয় রেখে যাননি···বিস্তর দেনা! মেয়েকে মানুষ করেছিলেন অসম্ভব স্টাইলে! প্রতিভা এখন সিনেমায় নামছে।

—সিনেমা!

বিমলকান্তি চম্‌কে উঠলো। তার আজন্মের সংস্কারে আঘাত লাগলো। মনে হলো, বাঙলা দেশটা দুবছরে কী-রকম যে বদ্‌লে গেছে··· এ-দেশ যেন ছ'পেনি দামের বিলিতি নভেলের পটভূমি হয়ে উঠেছে এবং বাঙালী তরুন-তরুণী··· ঠিক যেন সেই সব নভেলের পাত্র-পাত্রীর মতো!

অলকা বললে,—আমোদ করে বেড়ায়।···বিস্তর বন্ধুবান্ধব—তাদের সংগে এমনি হল্লা!

বিমলকান্তির মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলে। শাসন-নিষেধ না মানার মানে বুঝি এই···এ দুটো এক্সট্রিমের মধ্যে কি কোনো পথ নেই?—

বিমলকান্তি বললে,—সিনেমা করে?

ম্লান হাস্যে অলকা বললে,—হ্যাঁ। পয়সার অভাব।—অসহায় আর কি করবে, বলুন?

—কেন, আর কোনো উপায় ছিল না ?

অলকা বললে,—আপনি বলবেন, টীচারী, গানের মাস্টারী, সেলাই শেখানো—না হয় সিক নার্স ? তাতে কতই বা পাবে ? এক জোড়া জুতো, পথে বেরুবার মত শাড়ী-সেমিজ-ব্লাউস, টয়লেট—এ-সবের খরচ কি কম ?—যে বাঁচার মতো বাঁচতে চায়—অত কম পয়সায় তার চলবে কেন ?

বিমলকান্তি কি বলতে যাচ্ছিল, অলকা বুঝলো, বুঝে বললে,—ওকালতি করবে ? সে-উপায় নেই ! পুরুষ-উকিলেই খেতে পায় না ।—ডাক্তারী ? তা করতে গেলে যে শিক্ষা-সাধনার দরকার, তার অভাব, কিম্বা তাতে রুচি নেই । কাজেই এই সহজ পথ—! এতে পয়সা মেলে অনেক । এক-একখানা ছবিতে নামবার জন্য প্রতিভা পায় প্রায় হাজার টাকা করে' ।—তবে উড়নচণ্ডী—পয়সা রাখতে শেখেনি ।

বিমলকান্তি বললে,—তা বুঝতে পারছি । কিন্তু—

কথাটা বাধলো । সে বলতে পারলে না ।

অলকা বললে,—বলুন । কি বলছিলেন !

বিমলকান্তি বললে,—পয়সা রোজগার করতে হয়, করুন । তা বলে হল্লা করে বেড়ানো—অপনার বিশ্রী লাগে না ?

প্রশ্নটা অলকার মনে বিঁধলো কাঁটার মতো । একটা উষ্ণ নিশ্বাস... সে-নিশ্বাস রোধ করে' অলকা বললে,—যার যেমন রুচি !—আপনাদের মধ্যেও তো অনেকে এমন হল্লা করে বেড়ান—আবার কেউ-বা খুব শান্ত—হল্লা করে' বেড়ানো দেখতে পারেন না !

বিমলকান্তির মনে হলো, ঠিক ! ভাবলে, বলে,—পুরুষের ইমরালিটি দোষের হলেও মেয়েদের ইমরালিটির মতো শকিং নয় !

বলা হলো না—হয়তো অলকা বলবে, —ওটা আপনার সংস্কার !

বিমল চুপ করে বসে রইলো।

আশেপাশে আরো এমনি প্রমোদের তুফান-বন্যা! বিদেশী-বিদেশিনীদের লাস্য-ভাস্য। বাঙালীও আজ ওদের সংগে খাশা পাল্লা রেখে চলেছে।

পান-ভোজন শেষ হলে বেয়ারাকে দাম চুকিয়ে বিমলকান্তি বললে,—আমাকে ক্ষমা করুন—এখানকার এ-গোলযোগ আমার ভালো লাগছে না।

—কি করবেন?

—সিনেমায় ভালো ছবি নেই?

—যাবেন?

—চলুন?

কাশানোভা ছেড়ে দুইজনে বাইরে এলো।

বিমলকান্তি বললে,—কাল গিয়াছিলুম এম্পায়ারে...

অলকা বললে,—তাহলে আজ চলুন এলফিন্‌স্টোনে...একখানা জাঙ্গল পিক্‌চার আছে...বেশ wild romance—মন্দ লাগবে না... pleasant diversion হবে একটু!

—চলুন।

দুজনে এলফিন্‌স্টোনে এলো। অলকা যাচ্ছিল টিকিট কিনতে, বিমলকান্তি বললে,—না। আমি টিকিট কিনবো...আমি হোস্ট, আপনি আমার গেস্ট।

মৃদু হেসে অলকা বললে,...বেশ।

বায়োস্কোপ ভাঙ্গলে দুজনে বেরিয়ে এলো। বিমলকান্তি বললে,—ছবি দেখে আনন্দ হয়! কিন্তু বাস্‌রে, ঐ বদ্ধঘরে ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ

থাকা...মাথা যা ধরেছে—ওঃ !

কথাটা বলে সে চাইলো অলকার পানে ; বললে,—আপনারো মাথা ধরেছে নিশ্চয় ?

অলকা বললে,—না !

বিমলকান্তি বললে,—আমি বনদেশে থাকি, দেখা অভ্যাস নেই ! বুনো মাথা...শহরের বাতাসে মাথা ঠিক সুস্থ থাকে না !

হেসে অলকা বললে,—আমার মাথাও একদিন ভয়ঙ্কর অসুস্থ হতো...অবশ্য প্রথম-প্রথম ! এখন ঠিক হয়ে গেছে। বদ্ধ-অন্ধকার বলুন, আর ড্যাজ্‌লিং-ব্রাইট আলো বলুন, এখন সব সয়।

দেশী-বিদেশী নর-নারী ভিড় করে' গায়ের উপর দিয়ে চলেছে ! তাদের সচল গতির বেগে বিমলকান্তি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল ! তার আর অলকার মাঝে লোক এসে পড়ে। যেন উত্তাল তরঙ্গমালা ! অলকাকে সে পাশে দেখতে পায় না। ভয় হয়, এ ভিড়ে কলহাস্যময়ী অলকাকে বুঝি হারিয়ে ফেলবে ! কিন্তু অলকা হারায় না···ভিড়ের লোকজন ঢেউয়ের মতো সরে গেলে বিমল দেখে, অলকা ফিরে ঠিক এসে বিমলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

বিমলকান্ত বললে,—আসুন এক পাশে একটু দাঁড়াই। একজন ভদ্রমহিলা তাঁর জুতোর উঁচু হীল দিয়ে আমার ডান পা যে-জোরে মাড়িয়ে দিয়ে গেলেন, তাঁর পদমর্যাদা যে খুব বেশী, তাতে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করবার সুযোগ আমাকে দ্যাননি !

অলকা বললে,—সত্যি ? তাহলে একটু দাঁড়ানো যাক।

লাউঞ্জের কোণে দুজনে সরে দাঁড়ালো।···উচ্ছ্বসিত প্রমত্ত জন-তরঙ্গ চোখের উপর দিয়ে চলেছে···চলেছে···এগিয়ে চলেছে ! তাদের গতিবেগ

দেখলে মনে হয়, এখানকার আমোদ ফুরিয়েছে, তাই মত্ত-মন অধীর হয়ে তাড়া দিয়েছে—এখন চলো, যত শীঘ্র পারি, এখান থেকে সরে পড়ি!

বিমলের মনে হচ্ছিল ঘরে সকলে ফিরছে···তার জন্য এত তাড়া কেন? সামনের লোককে ঠেলে, পাশের লোককে ধাক্কা দিয়ে চেপ্‌টে পিষে সবার পুরোবর্তী হবার জন্য এ যেন নেশা লেগেছে!

অলকাকে সে বললে,—যেভাবে এরা ছুটে চলেছেন, দেখে মনে হচ্ছে, বাইরে যেন আরো কিছু মজার প্রোগ্রাম দেখবার ব্যবস্থা আছে! আগে-ভাগে না গেলে সেখানকার সব সিট দখল হয়ে যাবে···সে-মজা দেখতে এরা আর সিট পাবে না!

অলকা হেসে জবাব দিলে,—আপনি ভারী চমৎকার কথা বলেছেন! সত্যি, সব কাজেই দেখি মানুষের কী ছুটোছুটি! বসে দাঁড়িয়ে গল্প করবে, তারো সময় নেই!

সহসা পাশে একটি কণ্ঠস্বর জাগলো অলকাকে উদ্দেশ্য করে'। ভিড়ে চল্‌তে চল্‌তে একজন মহিলা বললেন,—অলকা যে!

অলকা বললে, —হ্যাঁ।

মহিলাটি দাঁড়ালেন না। দাঁড়াবার জো নেই! ইচ্ছাও নেই! চলতে চলতেই তিনি বললেন,—একদিন আসিস্ রে···কতদিন দেখা হয়নি। অনেক কথা জমে আছে!

অলকার উত্তর দেবার আগেই মহিলাটি ভিড়ের মত্তস্রোতে ভেসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

বিমলকান্তি বললে,—চমৎকার আপনাদের আলাপ হলো তো!

অলকা বললে,—কেন?

বিমলকান্তি বললে,—কথা যেটুকু কানে এলো, তাতে মনে হলো, আপনার সঙ্গে ওর অনেক কথা আছে···

অলকা বললে—ওর নাম সুনন্দা···ফাস্ট ইয়ারে এক সঙ্গে পড়তুম। অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখা···

বিমলকান্তি বললে,—আমরা হলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইতুম। কিন্তু যে-রকম গতিবেগে উনি চলে গেলেন, মনে হলো, আপনারা যেন দুটি ঘূর্ণায়মান নক্ষত্র···হঠাৎ দেখা হলো! এবং পরের-বারের দেখা হবে বোধ হয় সেই দু'শ-পাঁচশো বছর পরে! সেদিনও দুজনে বোধ হয়, এমনি কথা হবে!···

অলকা হাসতে লাগলো। তারপর এক-সময় বললে,—ভিড় কমেছে···চলুন এবারে বেরিয়ে পড়ি।

বিমলকান্তি বললে,—আপনি বাড়ী যাবেন নিশ্চয়?

অলকা বললে,—হ্যাঁ।—আপনি?

বিমলকান্তি বললে,—ভাবছি, মাঠে গিয়ে খানিক বসবো...কার্জন গার্ডন্‌সে।

অলকা বললে,—ওটা বসবার মতো জায়গা নয়। ভিড়, ধুলো, তাছাড়া ভারী নোংরা। ওখানে বসলে মাথার উপকার হবে না। তার চেয়ে বসতে চান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের সামনে বরং···

বিমলকান্তি বললে,—বেশ, তাই যাই!

অলকা বললে,—তাহলে আমার সঙ্গে চলুন...ঐ টালিগঞ্জের ট্রাম... থিয়েটার রোডের সামনে, আপনি নেমে যাবেন আর আমি সোজা চলে যাবো। · ভালো কথা, আজকের এই আনন্দের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিইনি...দেবো না! দিলে আপনার অমর্যাদা করা হবে। কেন না, যে-সব বন্ধুর সঙ্গে নিত্য দেখা শুনা হয়, আপনি তাদের মত নন্—সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। · তাই আপনার সঙ্গে ফর্মালিটি

করতে মনে বাধে।...

এ-কথায় বিমলকান্তির বুকের মধ্যে যেন বিদ্যুতের কাঁপন জেগে উঠলো! অলকার মত কিশোরী···অনেকের সঙ্গে যে মেলামেশা করেছে, অনেককে সে দেখেছে···এ-যুগের একজন অগ্রবর্তিণী কিশোরী...বিমলের মধ্যে সেই অলকা পেয়েছে স্বাতন্ত্রের পরিচয়! এই স্বাতন্ত্রের কথায় যে-ইঙ্গিত...দেশীবিদেশী নাটক, নভেল পড়ে' বিমলকান্তি সে-ইঙ্গিতের অর্থ বোঝে! এ বয়সে কিশোরীর মুখে এত-বড় সার্টিফিকেট পেয়ে বিমলকান্তি অনেকখানি গর্ব এবং সুখ অনুভব করলে।

অলকার কথায় সে বললে,—আপনি যদি ধন্যবাদ দিতেন, তাহলে আপনার সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলে যেতো!···ধন্যবাদ কথাটাকে আমি lip-deep বলে' জানি···ওর শিকড় কোন দিন বুকে থাকে না!

অলকা খুশী হলো।

এবং কথায়-কথায় দুজনে এলো চৌরঙ্গ প্লেসের মোড়ে।

ট্রামের পর ট্রাম চলছে—বাসের পর বাস—সে-সবে ভীষণ ভিড়!

দুজনে দাঁড়িয়ে ছবির আলোচনা করছিল।

বিমলকান্তি বললে,—ওদের জীবনই হলো জীবন! ও-জীবন নিয়ে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খেতে ভয় হয় না! এরোপ্লেনের প্যারাসুট ধরে লাফাতে বুক কাঁপে না! ও-জীবন নিয়ে সারা পৃথিবীকে যেন ওরা ফুটবলের মতো পায়ে-পায়ে মারতে মারতে চলেছে! আমরা তো মরে আছি—ইটকাঠ পাথরের মতো—

অলকা বললে,—মডার্নিজ্‌মের স্রোতে আমাদের জীবন জাগতে শুরু করেছে—এবার আমাদের পঙ্গুতা ঘুচবে!

বিমলকান্তি বললে,—অসম্ভব! আমাদের এ-পঙ্গুতা ভাঙ্গতে প্রচণ্ড

আঘাতের দরকার এবং সে-আঘাত খুব সাবধানে দিতে হবে। বেহুঁশিয়ার আনাড়ির মতো আঘাত দিতে গেলে ওপরকার পঙ্গু-আবরণটা ভাঙ্গার সঙ্গে ভিতরের আসল বস্তুটুকু না ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়!

—তার মানে?

বিমলকান্তি বললে,—এ-স্রোতে ময়লা-মাটি কাটছে' ভাবছেন? এ-স্রোতে যে-ময়লা ভেসে আসছে তাতে ভয় হয়, 'মরালিটি'-বস্তুটি তার শুচিতা হারিয়ে 'ইমরালিটি' হয়ে না দাঁড়ায়! ওদের জীবনের উদ্দামতাটুকু নিলেই তো চলবে না—

বলতে বলতে চলন্ত ট্রামের দিকে নজর পড়লো। বিমলকান্তি বললে,—ইস্, এখনো ট্রামে এত ভিড়! কি করে যাবেন?

হতাশকণ্ঠে অলকা বললে,—তাই দেখছি!—

বিমল বললে,—একখানা গাড়ী নিই—আমাকে নামিয়ে দিয়ে তারপর —

তীব্র প্রতিবাদ তুলে অলকা বললে,—না, না। অনর্থক কেন ট্যাক্সি ভাড়া দেবেন! পয়সাটাকে খুব সস্তা ভাবেন, বুঝি?

এ-কথায় যে দরদ, বিমলকান্তি তাতে খুশি হলো। কিন্তু বেচারী অলকা! বিমলের জন্য পথে সে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? সে পুরুষ-মানুষ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে—অলকার না জানি কত বেশী কষ্ট হচ্ছে! তবু গাড়ীর কথা তুলতে বাধলো।

বিমলকান্তি বললে,—কি করে যাবেন শুনি?

অলকা বললে, আরো খানিকক্ষণ দেখি—কিম্বা আপনার যদি কষ্ট না হয়, তা'হলে পায়ে পায়ে চলুন, আপনাকে না হয় থিয়েটার রোডের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিই। ততক্ষণে ট্রামের ভিড় খানিক হাল্কা হবে'খন—একটা লেডিস্ সীট অন্তত খালি পাবো।

বিমলকান্তি বললে,—আমার পা ধরে গেছে—দাঁড়াতে পারছি না। আমি যদি একখানা ফিটন ভাড়া করি এবং সে-ফিটনে যদি চড়তে আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে ভাবছি, আপনাকে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে, সে-ফিটন নিয়ে আমি আমার হোটেলে যাই—

অলকা বললে,—আপনার কথার কত প্রতিবাদ করি, বলুন ? বেশ, তাই করুন !

ফিটন নেওয়া হলো। ফিটনওয়ালার সঙ্গে ভাড়া ঠিক করলো অলকা—অলকাকে রসা রোডের ফ্ল্যাটে পৌঁছে পার্ক-সার্কাসে বেঙ্গল হোটেলে দেড় টাকা।

অলকাকে ফিটনে তুলে সামনের সীটে বসলো।

সসঙ্কোচে অলকা বললে,—ওকি—না—না—ওসীটে কেন !

বিমলকান্তি বললে,—ঠিক আছি। আপনি চুপ করে' বসুন তো !

অলকা আর কোন কথা বলে না—

দুজনে গাড়ীতে কথাবার্তা বড়-একটা হলো না। শুধু মামুলি-গোছের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে' অতি সাধারণ কথা।

বিমলকান্তি বললে,—এখানে ট্রামে কি ভীড় ! এত লোক এতক্ষণ পর্যন্ত কোথায় ছিল ? কি করছিল ?

অলকা বললে,—এক একদিন এমন হয় রাত দশটাতেও ট্রাম এমনি লোক ঠাশা থাকে। পাদানীতে পর্যন্ত ভীড় ! সে-ভীড় ঠেলে ট্রামে উঠিতে পারি না।—তবু বাস নিতে পারি না। হোক দেশী ইণ্ডাস্ট্রী !—শিখ-ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টারগুলোকে আমার কেমন অসহ্য লাগে।

(৫)

ফিটন এসে দাঁড়ালো রসা রোডে, অলকার ফ্ল্যাট-বাড়ীর সামনে।

অলকা নামলো। নেমে বিমলের পানে চেয়ে বললে,—আমি—থ্যাঙ্কস দেবো না—আপনি বলেছেন, ও ফর্মালিটি খুব বিশ্রী হবে। তবে মনের মধ্যে 'থ্যাঙ্কস্' কথাটাই জাগছে—বদ অভ্যাসের দোষ !

বিমল বললে,—মনে এলেও মুখে প্রকাশ করবেন না। সাবধান !

বলতে-বলতে সেও নেমে পড়লো। বললে,—আলাপ হলো—আপনাকে একেবারে যদি আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাই, আপনার আপত্তি হবে ?

সম্মতি কণ্ঠে অলকা বললে,—আপত্তি ? কি যে বলেন—তাহলে আমি খুব খুশী হবো।—সেই ভাল হবে—গাড়ীটা বরং ছেড়ে দিন। এখান থেকে অনেক গাড়ী মিলবে।

দর-দস্তুর করে' ফিটনওয়ালাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারপর ফ্ল্যাটটার দিকে তাকিয়ে বিমলকান্তি বললে,—এই পুরীতে আপনি থাকেন ! উঃ—এ যেন নোয়ার আর্ক !—বোধ হয় ট্রাম-ভর্তি ঐ সব লোক এই পুরীতে বাস করে !—কত লোক থাকে, বলুন তো ? বিশ-পঁচিশ হাজার ?

হেসে অলকা বললে,—বিশ-পঁচিশ হাজার না হলেও দেড়শো-দুশো তো বটে !

বিমল শিউরে উঠলো। বললে,—এতেও যদিনা সোশ্যালিজম্ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তাহলে তার দাঁড়াবার আর কোনো আশা থাকবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, এই ভিড়...এর মধ্য থেকে আপনি নিজের ঘর খুঁজে নিতে পারেন ঠিক ? এ ভিড়ে কোনোদিন হারিয়ে যান্ না, আপনার বাহাদুরী আছে, বলবো।

অলকা বললে,—আপনি এ-বাড়ীতে থাকলে হারিয়ে যেতেন বোধ হয় ?

বিমল বললে,—নিশ্চয়। তাছাড়া নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে কতবার যে পরের ঘরে ঢুকে গলাধাক্কা খেতুম, সে আর কহতব্য নয়!

অলকা বললে.—যাক্, সে-ভয় আপনার নেই। কারণ এ-বাড়ীতে আপনি বাস করেন না এবং কোনোদিনই বাস করবেন না!...এ-বাড়ী হলো আমাদের মতো পায়রা-শ্রেণী লোকদের খোপ্!

বিমল বললে,—আমার কিন্তু ভারী কৌতূহল হচ্ছে। ভাবছি এর মধ্য থেকে আপনার নিজের ঘরটি খুঁজে কি করে আপনি সে-ঘরে প্রবেশ করেন···

—এখনি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন'খন। আসুন··

অলকা ফটকের মধ্যে প্রবেশ করলে, বিমলকান্তি ঢুকলো তার পশ্চাতে। ফটকের পর ল্যাণ্ডিং। সেই ল্যাণ্ডিংয়ের এক প্রান্তে সিঁড়ি।

অলকা বললে,—আপনার কষ্ট হবে। আমি একেবারে সেই চারতলায় থাকি।

বিমল বললে,—স্বর্গের একেবারে কাছাকাছি তাহলে...বলুন!

হেসে অলকা বললে,—এক-রকম তাই।—এখন দেখুন, এ-স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারবেন তো?

বিমল বললে,—স্বর্গ সুনিশ্চিত পাবো জেনে সিঁড়ি-ভাঙ্গার কষ্ট গায়ে লাগবে না, মনে হচ্ছে।

দুজনে সিঁড়িতে এলো। অলকা বললে,—রোজ এ সিঁড়ি কতবার যে ওঠা-নামা করি···

বিমলকান্তি বললে,—লিফ্ট্ নেই?

অলকা বললে,—আছে—সে শুধু ঐ নামে। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন লিফ্ট অচল থাকে—আমরা খুব চেঁচামেচি করলে মিস্ত্রী আসে—তখন আবার লিফ্ট চলে। দুদিন চলে' আবার বন্ধ হয়।

বিমলকান্তি বললে,—বাড়ীওয়ালা তাহলে খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি, বলুন। আপনারা ধর্মঘট করেন না কেন?

হেসে অলকা বললে,—ধর্মঘট করে' ওপরে ওঠা বন্ধ করবো? না, নীচে নামা বন্ধ করবো?—বলুন—

বিমলকান্তি বললে,—ধর্মঘট করে' সকলে এ-ফ্ল্যাট ছেড়ে দিন।

অলকা বললে,—বাড়ীর যা দুর্দশা শহরে—মানে, ভাড়া খুব বেশী। তার তুলনায় এ ফ্ল্যাট বেশ সস্তা।—সামনে ট্রাম—বাজার—পোস্ট অফিস—সব একেবারে হাতের নাগালে।

কথায়-কথায় দুজনে ততক্ষণে প্রায় তেতলার মাঝামাঝি এসে পৌঁচেছে—দুজনেই হাঁপাচ্ছে—

বিমল বললে,—একটু দাঁড়ান...দম নিন্‌ —ভগবান যখন বুকের মধ্যে প্রাণটুকুকে পূরে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি এ-সব ফ্ল্যাট-বাড়ীর কল্পনাও করেননি! কাজেই এ-দুর্ভোগ সইতে প্রাণ সহজে নারাজ হবে!

শান্তস্বরে অলকা বললে,—হাঁফিয়ে পড়েছেন?

বিমল বললে,—হাফানোর অপরাধ কি, বলুন?—ভগবানের দেওয়া দমের পুঁজির পনেরো-আনা যদি আপনারা এই সিঁড়ি-ওঠা-নামায় নষ্ট করেন, তাহলে বাকী এক-আনা দম নিয়ে কদ্দিন বাঁচবেন ভাবুন?

অলকা বললে,—সে-কথা ভাববার সময় কৈ?

বিমল বললে,—আশ্চর্য স্বভাব করে' ফেলেছেন তো!—বোধ হয় স্বর্গের কাছাকাছি বাস করেন বলে' পার্থিব-প্রাণের ভাবনা বা ভয় প্রাণে জাগে না!

ওপর থেকে একদল নর-নারী প্রচণ্ড দুপ্‌দাপ্‌ শব্দে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বয়ে নীচে নামছিল—যেন আল্পস-পর্বতের গা বেয়ে নীচের দিকে

সবেগে গড়িয়ে আসছে আভালান্স ! তাদের মধ্যে আছে ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী—

তারা চলে গেলে বিমল বললে,—এ দেখছি হল্‌ অফ্‌ অল্‌ নেশন্‌স্‌—ইংরেজ আছে ?

—না—

বিমল বললে,—সারা ভারতবর্ষে এপিটোম—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস !—সেই গানটা বোধ হয় এই ফ্ল্যাট-বাড়ীতে বসে কিম্বা এই ফ্ল্যাট-বাড়ী দেখে লেখা হয়েছিল—সেই গুর্জর-পাঞ্জাব-মদ্র-কলিঙ্গ-উৎকল বঙ্গ-বুম্বই-রাজপুতন—নামো হিন্দুস্থান !

অলকা উচ্চ হাস্যে যেন ফেটে পড়লো, বললে,—যা বলেছেন ! এক তলার বাইরের দিকে ক'জন কাবুলীওয়ালা আছে আর রসা রোডের দিকে আছে একটা ইস্‌লামিয়া হোটেল !

বিমল বললে,—এ খবরটা দিকে দিকে প্রচারিত হওয়া দরকার। তাতে ফ্ল্যাটের আর্থিক উন্নতি হবে। মানে আমেরিকান টুরিস্টরা তাহলে ভারত-পর্যটনে এসে ওয়াইল্ড-গুজ্‌ চেজ্‌ না করে' একেবারে এই ফ্ল্যাটে এসে ভারতের বিভিন্ন জাতের পরিচয় নিতে পারবে ! তাতে তাদের বহু পয়সা এবং সময় বাঁচবে।

সিঁড়িতে খানিক দাঁড়িয়ে পা'গুলোকে স্বচ্ছন্দ করে' এবং বেদম বুকে আবার দম নিয়ে দু'জনে বাকী সিঁড়ি পার হয়ে চার-তলায় এলো।

উপরে উত্তর থেকে দক্ষিণে টানা দালান সুদীর্ঘ প্রসারিত এবং এ-দালানের পূর্ব-পশ্চিম-দু'দিকে সার-সার কামরা। এক-প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তে চেয়ে দেখলে মনে হয়, যেন থিয়েটারের সীনে আঁকা রাজপথ—

অলকা বললে,—আমার ঘর একেবারে ঐ-প্রান্তে দক্ষিণে। অর্থাৎ দক্ষিণ-দ্বার বলে' কথা আছে না? সেই দক্ষিণ-দ্বার পার হলেই পরলোক—আমার ঘর ঠিক সেই দক্ষিণ-দ্বারে।

দালান মাড়িয়ে দুজনে চললো। দু'ধারের ঘরগুলোয় কি মিশ্র কলরব! ডান দিকের ঘরে ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচাচ্ছে, বাঁ দিকের ঘরে চলেছে বেতারের নাট্যাভিনয়! কোনো কামরায় দিনান্তে মিলিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী যা-ভাষায় বাক্যালাপ করছে, শুন্‌লে হৃৎকম্প হয়! একটা ঘরে একটি ছেলে মোটা গলায় হিস্ট্রি মুখস্থ করছে—**And William the** Conqueror landed in Enland in 1066.

বিমলের মনে হলো, উইলিয়াম দি কঙ্কারারের প্রেতাত্মা যেখানেই থাকুক, এ নামকীর্তনে নিশ্চয় খুশী হয়ে হাতে লাল পেন্সিল তুলেছে এগজামিনেশন-পেপারে ছেলেটিকে ফুল মার্ক দেবার জন্য!

এমনি বিচিত্র কলরব শুনতে শুনতে দুজনে উপনীত হলো অলকার কামরার দ্বারে। হাত ব্যাগ খুলে চাবির রিং বার করে' অলকা ঘরের তালা-চাবি খুললো, বিমলের পানে তাকিয়ে বললে,—দাঁড়ান, আগে আমি ঘরে আলো জ্বালি।

ঘরে ঢুকে অলকা সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলে, দিয়ে বিমলকে ডাকলে,—আসুন...

বিমল এলো ঘরের মধ্যে; অলকা বন্ধ শার্সি-খড়খড়ি খুলতে লাগলো।

বিমল দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে চাইলো।

ছোট ঘর। ছোট হলেও অল্প স্বল্প আসবাব-পত্র সজ্জিত। এক ধারে দক্ষিণের ছোট খড়খড়ির গা ঘেঁষে ছোট একখানি স্প্রিংয়ের খাট; খাটে শুভ্র শয্যা। শয্যায় একটা মাথার ও একটা পায়ের

বালিশ ; এবং শয্যার প্রান্তে একখানি নক্সাদার সুজনি। খাটের ছৎরীতে ফর্সা নেটের মশারী। কোণে ছোট একটি টেবিল! তার সামনে কুশনে-ঢাকা ছোট একখানি চেয়ার। আর-এক-কোণে ছোট টেব্‌ল-হার্‌মনিয়ম—তার সামনে চৌকোণা একটা টুল। একদিকে ছোট ড্রেসিংটেব্‌ল্—তার উপরে ব্রাশ-চিরুণী, সেণ্ট, পাউডারের কৌটে, নেইল-ব্রাশ, রুজ, লিপস্টিক্ পর্যন্ত...অর্থাৎ সর্ববিধ আপ্‌ টু ডেট প্রসাধনী।

খাটের পাশে ছোট র‍্যাক! র‍্যাকে সাদা ও রঙীন কখানা শাড়ী সেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট; র‍্যাকের পায়ায় তিন-চারটে জুতোর বাক্স, এক জোড়া লাল-রঙের চটি। দেওয়ালে কখানা ছবি, ফটোগ্রাফ। ক'জন সৌখীন নর-নারীর এবং ফিল্ম-স্টারের ফটো। এঘরের পাশে আর-একখানি ঘর। দু'ঘরের মাঝে দরজা। দরজায় পর্দা। কাজেই ও-ঘরে কি আছে, দেখা যায় না।

বিমল বললে,—কখানা ঘর?

অলকা বললে,—এইখানি আর পাশে ঐ একখানি। ও-ঘরের গায়ে একদিকে বাথ-রুম, আর-দিকে ছোট একটা ঘর। সে-ঘরে বাক্স তোরঙ্গ রাখি। সেটাকে ঘর বলা চলে না।

বিমল বললে,—রান্নাবাড়া?

অলকা বললে,—সে হয় পাঁচতলার ছাদে। আমি পাশের বাড়ীর সঙ্গে ভাগে খাই।

—তার মানে?

অলকা বললে,—ওদের বামুন আমার জন্য রাঁধে। সে জন্য ওঁদের আমি মাসে বারো টাকা করে দিই।

ভ্রূকুঞ্চিত করে বিমল বললে,—ওঁরা যদি কোনাদিন শাক-চচ্চড়ি খান, আপনাকেও তাই খেতে হবে! আর ওঁদের যেদিন কালিয়া-

পোলাও খাবার সখ হবে, আপনার ভাগ্যেও সেদিন জুটবে ভালো খানা !...এ ব্যবস্থা ভাল নয়। তার কারণ, নিত্য দিনের আহার সম্বন্ধে নিজের রুচি মেনে চলতে না পারলে খাওয়াটা হয় বিড়ম্বনা !

এ-কথায় ম্লান দৃষ্টিতে অলকা চাইলো বিমলের পানে ; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—এ-ব্যবস্থা ছাড়া অন্য ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়।

কথায় বেদনার আভাস ! সে-আভাসে বিমলের বুকের কোথায় যেন একটু চাড় পড়লো !

বিমল বললে,—আপনার মা ? বাবা ?

নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—নেই।

—ভাইবোন ?

—কোনোদিন ছিল না।

এই হাস্যময়ী কিশোরীর জীবনের অন্তরালে নিঃসঙ্গতার কি প্রচণ্ড ট্রাজেডি !

বিমল কোনো কথা বললে না...চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো।

অলকা বললে,—একটা কথা শুনুন তো...

—বলুন।

অলকা বললে,—দয়া করে' বাথরুমে যান...আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি···সেখানে জল আছে, সাবান আছে, তোয়ালে আছে...মুখ হাত ধুয়ে আসুন।...গায়ের চাদরখানা এখনো খোলেননি !

নিজের হাতে বিমলকান্তির গায়ের উপর থেকে অলকা চাদরখানা টেনে নিয়ে তার র‍্যাকে রেখে দিলে—নিজের শাড়ীর পাশে। তারপর বললে,—যান্।...আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। আমি আপনার চায়ের ব্যবস্থা করি।

বিমল বললে,—তার চেয়ে বাড়ী যাই···আপনার ঘর তো দেখা হলো।

অলকা বললে,—তা হবেনা। দয়া করে' যখন পয়ের ধূলো দিয়েছেন সামান্য পাদ্য-অর্ঘ নিবেদন করতে দিন। আসুন আমার সঙ্গে... বাথরুমে আলো জ্বেলে দি...পাশের ঘরে আমি চা তৈরী করি, আপনি মুখ-হাত ধুতে যান।

চায়ের পেয়ালা ধরে দিয়ে অলকা বিমলের সামনে দাঁড়ালো; বললে,—যদি আমার আস্পর্ধা আর একটু বাড়ে, রাগ করবেন?

বিমল বললে,—আস্পর্ধা যদি সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে কে না রাগ করে, বলুন? আপনি করেন না?

অলকা বললে,—আমি!...কিন্তু আমার কাছে কার আচরণ আস্পর্ধার কোঠায় দাঁড়াতে পারে, আমি জানি না।

এ কি প্রশ্ন! হঠাৎ অলকা নিজেকে একেবারে সকলের নীচে নামিয়ে ধরলে কেন?

বিমল বললে,—যদি আমার আচরণ আস্পর্ধার কোঠায় দাঁড়ায়?

অলকা বললে,—দাঁড়াবে না, দাঁড়াতে পারে না। আপনার আচরণে সব সময়ে আমার মনে জাগবে কালকের সন্ধ্যার কথা!

তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অলকার নাটক গড়ে' তোলা—বিমলের ভালো লাগলো না। সে বললে,—কি যে আপনি বলেন।—ঐ তুচ্ছ কথাটা আপনি যদি বার-বার বলেন, তাহলে আমি ভয়ানক লজ্জা পাবো।—আপনার এ-কথা যদি আর কেউ শোনে, তাহলে কি ভাববে জানেন?

—কি?

—ভাববে, আপনার ইজ্জতের দাম খুব সামান্য।

অলকা বললে,—সত্যিই তাই, বিমলবাবু।—আমার কাহিনী যদি শোনেন তাহলে আপনি চম্‌কে উঠবেন।

সর্বনাশ! বিমলকান্তি শিউরে উঠলো। একালের ছেলে হলেও কলকাতা থেকে বহু দূরে তার চিরকাল বাস। এবং এ-যুগের মডার্নিজ্‌মের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, কাজেই বাঙালী-ঘরের সমস্ত সংস্কারগুলো এখনো তার মন থেকে শিকড় ছিঁড়ে সাফ্‌ হয়ে যায়নি,...শিকড় সংলগ্ন আছে! সেই সংস্কার-বশে বিমল ভাবলে, অলকার জীবনের অন্তরালে তাহলে এমন ইতিহাস আছে, যার পাতা মসীময়?

নিজের অজ্ঞাতে বিমল বলে' উঠলো—তার মানে?

বেশ সহজ-স্বরেই অলকা বললে,—আমার ন পিতা ন মাতা, ন বন্ধু, ন ভ্রাতা। সামান্য একটু আর্থিক সাহায্যের উপরে আমার নির্ভর!...মারা যাবার সময় আমার মাতামহ একখানি বাড়ী সম্বন্ধে দলিল করে' দিয়ে গেছেন, যতদিন বাঁচবো, সেই বাড়ীর ভাড়া থেকে মাসে-মাসে কিছু টাকা সাহায্য পাবো। মামারা বড়লোক। তাঁরা আমার কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। যতদিন মাতামহ বেঁচে ছিলেন, তাঁর দয়ায় বোডিংয়ে থেকে কিছু লেখাপড়া শিখেছিলুম। তিনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে পাঠ উঠে গেছে।—অথচ আমি বাঁচতে চাই—বাঁচার মতো বাঁচতে চাই!

এ-কথায় বিমলকান্তি ব্যথা অনুভব করলো, বললে,—এ-বয়সে আপনার উপর দিয়ে এত-বড় ঝড় বয়ে গেছে!

হেসে অলকা বললে,—সে-ঝড় এখনো মাঝে-মাঝে বয়।...কিন্তু চা খান্‌ তো—চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে!

বিমলকান্তি বললে,—কথায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না। এ-চা আমি খাবো না।

করুণ কণ্ঠে অলকা বললে,—কেন ?

বিমলকান্তি বললে,—আগে আপনি মুখ-হাত ধুয়ে আসুন। তারপর আবার তৈরী করবেন। দু'পেয়ালা চা। এক পেয়ালা আপনার জন্য, আর এক পেয়ালা আমি খাবো।

অলকা বললে,—সত্যি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন, রাত্রে আমি চা খাই না। তার মানে, খাই না বলে খাওয়া চলবে না, তা নয়।—আজ সারাদিন এত বেশী চা খেয়েছি যে, তার উপর আর এক চামচ খাওয়া চলে না। খেলে সহ্য হবে না।

বিমলকান্তি বললে,—বিশ্বাস করলুম।···বেশ, আমি এ-পেয়ালা খাচ্ছি। আপনি কিন্তু আর বসবেন না। মুখ-হাত ধুয়ে আসুন গিয়ে। যতক্ষণ আপনি না আসেন, আমি বসবো'খন।

—বেশ !

অলকা উঠলো এবং র‍্যাক থেকে একটা তোয়ালে টেনে পাশের ঘর দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

(৬)

এ এক সম্পূর্ণ নূতন অনুভূতি ! বিমলকান্তির মনে হচ্ছিল, সে যেন বাস্তবের রাজ্য ছেড়ে উপন্যাসের কল্পলোকে প্রবেশ করেছে ! অচেনা-অজানা ঘরের কিশোরী মেয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল সে এমন অসঙ্কোচে নির্দোষ ও মিষ্টমধুর আলাপ করছে ! এ আলাপে কি প্রগাঢ় প্রীতি...কি দ্বিধাহীন বিশ্বাস !

মুখ-হাত ধোবার সময় ভালো সাবান এবং ব্রাকেটে-রক্ষিত কেশতৈল বাথ-শল্‌ট অলকার সুরুচি ও সৌন্দর্য-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। সে-পরিচয়ের সঙ্গে তার মনে অলকার সম্বন্ধে কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছিল। অলকা কি করে ? কাশানোভায় কেন যায় ?

বন্ধু বান্ধব আছে না কি ঐ ললিতা দেবীর মতো ? কিম্বা প্রতিভা গুপ্তর মতো ? ...অলকার প্রশ্নে বিমলের চিন্তা গেল ফেঁশে।

চা-পান শেষ হলে চেয়ার ছেড়ে বিমলকান্তি এলো ছোট একটি টেবিলের সামনে। টেবিলের উপরে ক'খানা চিঠি। কৌতূহল এত উদগ্র হলো যে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করে চিঠিগুলো সে হাতে নিলে। কোনো চিঠি ডাকে এসেছে ; কোনো চিঠি এসেছে লোকের হাতে। খামের উপরে নাম লেখা—শ্রীমতী অলকা সেন। একখানা কার্ড, "সখা-সমিতি"র বার্ষিক-অধিবেশনের কার্ড।·· একখানা খামের উপরে পুরুষের হাতে ইংরেজি হরফে লেখা নাম—Miss Alaka Sen...

এ খামখানি বেশ সৌখীন রকমের। এ খামখানি নিয়ে নাম-লেখা হরফগুলোর পানে বিমল তাকিয়ে রইলো—খামের ভিতরের চিঠিতে হয়তো অলকার জীবনের একটা পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যাবে !

মন বলে উঠলো,—এ-চিঠি খুলবে না কি ?

বুক কাঁপলো। হাত কাঁপলো। সে কোথাকার কে...পথের হাজার পথিকের মধ্যে একজন পথিক মাত্র ! বিশ্বাস করে অলকা তাকে ঘরে এনে বসিয়েছে ! সে-পথিকের মনে এতখানি স্পর্ধা কি জন্য জাগে ? কি সাহসে ? দুদিন পরে কোথায় চলে যাবে বিমল—অলকা সেনও তার জীবনের সঙ্গে নিত্য স্রোতে ভেসে চলবে...অলকার জীবন-পথে কত পথিক এমনি বিমলের মতো নিমেষের জন্য হয়তো এসে পাশে দাঁড়াবে—আবার তারি মত দূরে চলে যাবে চিরদিনের জন্য।···তা ছাড়া অলকা যদি এ-ঘরে এসে দেখে, তার সরল বিশ্বাস নষ্ট করে বিমল অলকার চিঠিপত্র হাতড়াচ্ছে ?

চিঠিগুলো ভয়ে-ভয়ে সে রেখে দিলে।· টেবিলের উপরে ছিল খান চার-পাঁচ বই। বাঙলা উপন্যাস···বাঙলা কবিতার বই···নিকল্সের

লেখা একখানা ইংরেজী নভেল···একখানা বাঙলা সাপ্তাহিক "চলন্তিকা"।

ওদিকে বাথরুম থেকে জল ঢালার যে-শব্দ আসছিল, সে-শব্দের বিরাম ঘটেছে···অলকার মুখ-হাত ধোওয়া তাহলে শেষ হয়েছে।

"চলন্তিকা" পত্রিকাখানা নিয়ে ফিরে সে আবার চেয়ারে বসলো; বসে "চলন্তিকা"র পাতা উল্টোতে লাগলো। শুধুই ফিল্মের কথা··· পাতায়-পাতায় ফিল্মস্টারদের নানা বেশের ছবি···

বিমল ভাবলে,—এ সব ছবি-গল্পে তার কি লাভ?

অলকা এলো,···মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেল।

অলকা বললে,—বড্ড দেরী হয়ে গেছে···

অলকার পানে বিমল চাইলো। অলকার দিব্য বেশ···দীপ্ত শ্রী···

বিমলের মন আবেশে পরিপূর্ণ হলো।

অলকা বললে,—আপনার হয়তো খুব আশ্চর্য লাগছে, না?··· আমি একা থাকি···ভয় করে না···তাছাড়া সারাদিন এমন হৈ-হৈ করে বেড়াই···

বিমল বললে,—এ যুগে অর্থ-সমস্যা খুব প্রবল। অর্থ সম্বন্ধে আমরা যতখানি আকুল হয়ে চিন্তা করি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা হয় তো কখনো এতখানি চিন্তা করেনি!···বিশেষ, এ দুদিনে শহরের যে মূর্তি দেখলুম··· তার উপর আপনি বললেন, বড়-বড় ঘরের মেয়েদের মধ্যে কেউ-কেউ সিনেমায় প্লে করতে নামছেন!···আমার মনে কেমন আতঙ্ক জেগেছে!··· হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় মেয়েরা বদ্ধ ঘরের কোণে বসে অর্থ কষ্ট ভোগ করেন, ধনী আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে লাঞ্ছনায় জর্জরিত হন, অভাবে দারিদ্র্যে পিষে মারা যান—এ আমি চিরদিন ঘৃণা করি। তবে ভয় হচ্ছে, বাইরের গর্জন মত্ত পথ—এ পথে আপনারা কত নৈরাশ্য, কত অপমান, কত গ্লানি নিগ্রহ ভোগ করবেন আমাদের মতো!···আপনাদের সে

দুর্ভোগের কথা মনে হলে আমি কেমন শিউরে উঠি !...তাছাড়া বাইরের জগৎকে আপনারা কিছুই জানেন না...চেনেন না ! ভদ্রতার মুখোশ এঁটে সাধুবেশে কত শয়তান যে এ-পথে ওৎ পেতে বসে আছে ! এ-পথে আপনাদের বেরুনো...

নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—আর কি উপায় হবে, বলুন ?

—সত্যি !

অলকা বললে,—বাঁচার মতো বাঁচতে চাইলে দুবেলা দুমুঠো অন্ন আর পরণের জামা-কাপড় পেলেই শুধু চলবে না ! দেহের মধ্যে যে মন রয়েছে, সে-মন উপবাসী রেখে মানুষ বাঁচতে পারে না...মানে, যাকে আমরা বাঁচার মত বাঁচা বলি...

বিমল বললে,—তাই ভাবছিলুম—আগের যুগের মেয়েরা যেভাবে বাস করে গেছেন, দুর্ভাগ্যকে জন্মগত, নিয়তির অকাট্য দুর্লঙ্ঘ্য বিধান মনে করে' তা আর চলে না ! কারণ, দুর্ভাগ্যের পনেরো আনা ভাগ আমরা নিজেদের কর্মফলে ভোগ করি এবং তা থেকে যদি মুক্তিলাভ ঘটে তো সে ঘটবে শুধু আমাদেরি চেষ্টায় ।...এ কথা ঠিক...কিন্তু বাইরে এই নিষ্ঠুর উত্তাল তরঙ্গ...যাকে বলে, জীবন সংগ্রাম...

হেসে অলকা বললে,—আমি আর ও-সব ভাবি না ।...প্রতিদিন নিজেকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দি । ভাবি, দেখি আজকের যাত্রা কোথায়, কিভাবে শেষ হয়...এ স্রোতে কত দূর ভেসে যাই !

বিমল বললে,—কিন্তু এমন করে ভাসাতো ঠিক নয়...হাত-পা ছেড়ে কোনো লক্ষ্য না রেখে !

অলকা বললে,—লক্ষ্য নিয়েও ভেসে দেখেছি...সেধারে কখনো ঘেঁষতে পারলুম না !

কথায়-কথায় স্থান-কাল-পাত্র সব সে-কথার সঙ্গে বিজড়িত

গেল।··· হয়ে

ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারটা বাজলো। তখন চমকে বিমল বললে,—কি সর্বনাশ! ··রাত এগারোটা! ভালো অতিথিকে পাদ্য-অর্ঘ দিয়েছেন বটে! উঠি···

এ-কথায় অলকার মন নিরবলম্ব হয়ে যেন ঝুপ করে আকাশ-পথ থেকে কঠিন পৃথিবীতে পড়লো! তার মুখ মলিন হলো। সে বললে,—কথায়-কথায় এতক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলুম! অন্যায় হয়েছে!

বিমল বললে, অন্যায় নয়, ভালো হয়েছে।···এ-সব কথায় মনের অনেকখানি অস্পষ্টতা কেটে যায়। কত অজানা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হলো!

—এ পরিচয়ে লাভ?

বিমল বললে,—এ পর্যন্ত আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে দেখেছি, কোনো জ্ঞানই পৃথিবীতে মিথ্যা হয় না।···যে অভিজ্ঞতা আজ লাভ করলুম, হয়তো জীবনে একদিন কাজে লাগবে!

হেসে অলকা বললে,—লাগলেই ভালো!··সেদিন হয়তো এই তুচ্ছ অলকার কথা আপনার মনে পড়বে!

এ কথা শুনে বিমল একবার অলকার পানে চাইলো। স্পষ্ট লক্ষ্য করলে, অলকার মুখে ঐ হাস্য-দীপ্তির পিছনে মলিন ছায়া!···সে ছায়া বিমলের মনের আলোটুকুকে যেন নিষ্প্রভ করে দিলে!

অলকা বললে,—আপনার সঙ্গে জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না!

বিমল বললে,—হয়তো!...কেন না, আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

—কলকাতায় আপনি আর ক'দিন আছেন?

—বড়-জোর দু-তিন দিন।

—তারপর ?

—বাড়ী যাবো, রাঁচি।...তারপরে কি করবো, জানি না।

অলকা কি বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না...অধরে শুধু মৃদু কম্পন !

বিমল বললে,— আমার কথা হয়তো ভুলে যাবেন।...আজ খানিকটে বকে' জ্বালাতন করে গেলুম...

এ কথায় অলকা মনে ব্যথা পেলে ! সে বললে,—আমি ভুলে যাবো না...ভুলবেন আপনি ! পুরুষ মানুষ যেমন ভোলে, রি না। তার কারণ, আপনাদের জীবনে ভিড়ের পর ভিড় জমে। আপনাদের মন যেন মস্ত শহর ! তার তুলনায় আমাদের মন ছোট গ্রাম···সেখানে খুব অল্প লোকজন আসা যাওয়া করে। তাতে বৈচিত্রও কম !

বিমল হাসলো। হেসে বললে,—সেই অল্প ক'জন লোকের সঙ্গে আপনার ও-গ্রামে আমারো একটু ঠাঁই থাকবে তাহলে ?

লজ্জায় অলকার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি সে বললে,—আমার পক্ষে আপনাকে ভোলা শক্ত হবে···পরশু সন্ধ্যার সময় যে দায়ে আপনি রক্ষা করেছিলেন...

বিমল বললে,—না ; আপনি আমাকে লজ্জা দিতে কোমর বেঁধেছেন দেখছি।

অলকার পানে চেয়ে বিমলের মনে হতে লাগলো, এই অলকা সেন যদি তার আপনজন হতো—তার সঙ্গে দুদিনের এ-আলাপ বিচ্ছিন্ন করা যদি অসম্ভব হতো—

কিন্তু কেন—কেন এ কথা মনে হয় ? জীবনের নিত্যস্রোতে পাশাপাশি কত লোক এমন এসে দাঁড়ায়, মনকে ছুঁয়ে যায়, দোলা দিয়ে আবার

কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে !

বর্মায় কত সাথী এসেছে—মা-পান্, মা-লুন্—চেং-লিন্——কৈ, তাদের পানে তো মন ফিরে তাকায় না !

—কিন্তু এ সব ভেবে লাভ নেই ! এখন তাকে যে-পথে যাত্রা করতে হবে, সে-পথ তার অজানা ! সে-পথে এ স্মৃতি হয়তো ভারী বোঝার মতো বয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না ।

বিমল ঘড়ির পানে তাকালো——সাড়ে এগারটা বাজে । না, আর নয় !—মনে হলো কুমারী কিশোরী—এত রাত্রি পর্যন্ত তার সংগে বসে গল্প-আলোচনা—কে জানে, বাড়ীতে নানা মনের নানা জন বাস করে—

বিমল বললে,—তাহলে চললুম ।

অলকা বললে,—আপনার সঙ্গে সত্যি আর দেখা হবে না !

বিমল বললে,—মনে হচ্ছে—কেন না, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—কোথায় থাকবো, কি করবো, জানা নেই ।

অলকা বললে,—একটা অনুরোধ করতে পারি !

—স্বচ্ছন্দে ।

—যদি কখনো কলকাতায় আসেন, মনে করে আমার খোঁজ নেবেন । —এ আশ্রয়ে আমি কতদিন থাকবো, জানি না ।——এখানকার বাস আমার খুব অনিশ্চিত । ছ'মাসের মধ্যে তিনবার বাসা বদল করতে হয়েছে ! …পয়সা রোজগার…সে আমার পদ্মপত্রের জল !…এত ভয় হয়…

বিমল বললে,—এ ভয় অনায়াসে ঘুচতে পারে…

—পারে ? সত্যি…এমন উপায় জানেন ?

বিমল বললে,—জানি ।…বলবো ?

—বলুন ।

বিমল বললে,—বিয়ে করুন !…আপনাকে বিয়ে করবার মত যোগ্য

পাত্রের অভাব হবে না। আমাদের দেশের মেয়েরা ঘর-সংসারের আশা বিসর্জন দিয়ে উদরান্নের জন্য হাহাকার করে বেড়াবেন, এ কথা মনে হলে আমি শিউরে উঠি!

অলকার মুখ নিমেষে পাংশু হলো। কোনমতে সে বললে,—কত নিরুপায়ে এ হাহাকার, এ-দায়ে যে পড়েছে সেই শুধু তা বোঝে মর্মে মর্মে...অপরকে বোঝানো যায় না!

৭

সারা পথ মনের মধ্যে শুধু অলকা আর অলকা!.. জোর করে' সে মন থেকে অলকাকে সরিয়ে দিয়ে বিদায় দিতে চায়, অলকা বিদায় নেয় না!

হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সে করলে না...একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে মনে নানা কল্পনা করতে লাগল! রসা রোডের ফ্ল্যাটে সেই ভ্রম শয্যায় অলকা হয়তো দেহ ভার লুটিয়ে দিয়েছে!...কি করছে অলকা?...ঘুমিয়েছে? না, তারি কথা ভাবছে? কেন ভাববে? বিমলের জীবনে অলকার আবির্ভাব তো যেমন অপরূপ অভিনব, অলকার জীবনে বিমলের আবির্ভাব তো তেমন নয়!...ঐ চিঠি যে লিখেছে...টেবিলের উপরে খামে ইংরেজী হরফে লেখা অলকার নাম!...অলকা হয়তো এখন সে-চিঠির জবাব লিখছে! এতদিন জবাব দেওয়া হয়নি। এখন নির্জন অবসর পেয়ে হয়তো জবাব লিখছে। কি জবাব লিখছে?...কাকে?...হয়তো জবাবে লিখছে,—একজন ভদ্রলোক গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিল, তার জন্য জবাব দিতে দেরী হলো!...

এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের তরঙ্গে মন ভেসে চলে! এ-সব প্রশ্নে উত্তর চেয়ে নিমেষের জন্য দাঁড়াতে চায় না!...

ঘড়িতে ঢং ঢং করে' দু'টো বাজলো।

চম্‌কে সে তখন মনকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ধরলো, ওরে মূঢ়, ওরে নির্বোধ...এ কি নেশা তোর! অলকা যেমন হোক, যাই করুক, তার জন্য তোর কেন এ-অধীরতা!

চোখ দু'টোকে সবলে সে মুদ্রিত করলে, প্রশ্নগুলো তবু মনে জাগে।···নিবিষ্ট-মনে বিমলকান্তি ঘড়ির পেণ্ডুলামের দোলন গুণতে লাগলো ...এক···দুই···তিন চার···

পথে ট্যাক্সি চলেছে, নীচে কাবলী-হোটেলে এখনো লোকের কলরব —পাসের বাড়ীর ঝাঁজরী-নলে জল-পড়ার একঘেয়ে শব্দ···

মনকে বার-বার বলতে লাগলো, অলকার কথা ছাড়া আর কি কোনো চিন্তা নেই? ওঁর চিন্তায় বিভ্রম আছে · সে বিভ্রম তোর সাজে না!— —রাঁচি—রাঁচি! সেখানে বিভাবরী আছে···যাকে তুই জানিস কত·· কতদিন থেকে! যার মনের প্রত্যেকটি কোণ তোর সুপরিচিত!— অলকা নয়··অলকা নয়! কারো কথা যদি ভাবতে চাস্ তো ভাব্ বিভাবরীর কথা···

দীর্ঘকাল তার সঙ্গে দেখা হয়নি! কালই রাঁচি চল্—তোর চির পরিচিত রাঁচি! এ শহরে আর নয়!

কোনমতে বহু বিচিত্র রঙীন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে রাত কাটিয়ে বিমল যখন জেগে চাইলো, বেলা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা।

মন কেবলি বলতে লাগলো, অলকা তাকে ভোলেনি! স্বপ্নে বার-বার এসে দেখা দিয়েছে! যে সব প্রশ্নে বিমলের মন সমাচ্ছন্ন আকুল ছিল, সে সব প্রশ্নের উত্তর কাল রাত্রের স্বপ্নে অলকা দিয়ে গেছে।—স্বপ্নে বিমল যেন অলকাকে সেই ইংরেজী নাম-ঠিকানা লেখা চিঠির কথা জিজ্ঞাসা

করেছিল এবং অলকা তার সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছে,—বন্ধু নয়—একটা কাজের জন্য চিঠি লিখেছিলুম, ও-চিঠি তারি জবাব!

কিন্তু অলকা চাকরি করবে, সত্য? কার কাছে? চাকরির ছলে সে-লোক গূঢ় অভিসন্ধি-বসে যদি প্রলোভনের ফাঁদ পাতে? এবং সরল বিশ্বাসে অলকা যদি সে-ফাঁদে পা ছায়? তাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত তো!

পরক্ষণেই বিদ্রূপের হাসিতে মন মুখর হয়ে উঠলো! স্বপ্নকে ভিত্তি করে এ কি-বাড়ী সে গ'ড়ে তুলছে? সে— কি পাগল হয়ে গেছে?

না, এখানে বিমলের আর এক নিমেষ থাকা উচিত নয়! আজই সে রাঁচি পালাবে!

অলকা? অলকার মতো কত মেয়ে আজ ট্রামে-বাসে পথে-পার্কে স্বচ্ছন্দে নিঃসংশয়-মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তারাও হয়তো এমনি ফ্ল্যাটে অলকার মতো একা বাস করে এবং হয়তো এমনি তাদের জীবনের ইতিহাস—তাদের সকলকে ডেকে বিমল যদি তাদের মনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে, সে হবে নিছক পাগলামি!

সেইদিনই বিমল ছুটলো রাঁচি

পরের দিনের অপরাহ্ণ-বেলার কথা বলছি।

বিমল এলো প্রিয়শঙ্করের গৃহে। প্রিয়শঙ্কর গৃহে ছিলেন না···বিভাবরী বসে' একটা টেব্‌ল্-ক্লথের উপর নক্সার কাজ তুলছিল, বিমল এলো বিভাবরীর কাছে।

বিভাবরী বললে,— বর্মা দেখা শেষ হলো!

চেয়ে বিমল বললে,—হলো।

বিভাবরী বল্‌লে,—কত টাকা দণ্ড দিলে!

বিমল বললে,—একে দণ্ড বলে না বিভা। শিক্ষার দাম। বর্মায় আমি জীবন সম্বন্ধে যে শিক্ষা লাভ করেছি, তার মূল্য দিয়েছি। তুমি বলবে দণ্ড, আমি বলবো শিক্ষার দাম!

—হুঁ—

বিভাবরী ক্ষণকাল তার সেলাইয়ের কাজে তন্ময় রইলো, তারপর একটা পাতার রঙ শেষ করে' অন্য এক-রীল স্থতো টেনে নিয়ে বিমলের পানে চাইলো, বললে,—এখন কি করবে? মানে, তোমার next programme?

বিমল বললে, এখনো ভেবে কিছু ঠিক করিনি।—তুমি কি করতে বলো?

বিভবরী বললে,—আমি!

—হ্যাঁ।

বিমল চেয়ে রইলো বিভাবরীর পানে। অলকা এসে দাঁড়ালো চোখের সামনে। তার পানে চকিতের জন্য চেয়ে মন আবার বিভাবরীর উপর নিবদ্ধ হলো। বিমলের সে-দৃষ্টিতে বিভাবরী সলজ্জ হয়ে উঠলো। সে মুখ আনত করলে।

বিমলের মন দুজনের তুলনায় তখন প্রবৃত্ত হলো। বিভাবরীতে যে স্নিগ্ধ-শান্তি শ্রী, অলকার তা নেই! অলকা যেন একট তীব্র দীপ্তি··· তার হাস্যে-ভাষ্যে একটা গতিবেগ আছে—চাঞ্চল্য আছে। অলকা যেন নিজের জোরে মনের বদ্ধ দ্বার এবং মহলগুলোকে মুক্ত করে তোলে। আর বিভাবরী? মনের মুক্ত-দ্বারের সামনে এসেও সে যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। না ডাকলে সে-দ্বারে প্রবেশ করে না। সঙ্কোচ সরমে বিভাবরী সর্বদা যেন নুয়ে আছে। চলতে গিয়ে সে যেন কারো হাত ধরতে চায়—যেন তার ভয় হয়, একা

যেতে যদি কিছু ঘটে—যদি ঠিক পথ ধরতে ভুল হয়।

তবু—না বিভাবরী ভালো—অলকার চেয়ে অনেক ভালো। অলকা যেন খানিকটা সত্য—খানিকটা কল্পনা। যেটুকু সত্য সেটুকুর নাগাল মেলে না। সেটুকু মনকে বিমল করে তোলে। অলকার খানিকটা খুব স্পষ্ট—সে স্পষ্টতায় যেন বিদ্যুতের দীপ্তি —বাকীটুকু এমন রহস্য-কুহেলিতে ঢাকা যে ওদিকটায় কি না আছে, ভেবে মন দিশাহারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়।

তার আগাগোড়াই সুস্পষ্ট—কোথাও এতটুকু হেঁয়ালি নেই, কুহেলিবাষ্প নেই। মন বললে,—অবিচার করছো। বিভাবরীর দিকে তোমার একটু পার্শিলিটি আছে—এবং এ পক্ষপাতিত্বের কারণ বিভাবরীর সঙ্গে বিমলের জীবনের সংযোগ বন্ধনের কথা পাকা হয়ে আছে, তার উপর বিভাবরীর বাবার বিষয় সম্পত্তি অগাধ এবং বিভাবরী তাঁর একটিমাত্র সন্তান।

মনের এ অভিযোগে বিমলকান্তি তুলনা সম্বন্ধে চুপচাপ রইলো।

বিভাবরী সেলাই থেকে মুখ তুলে বললে,—বাবা বলছিলেন—

কথাটা শেষ হলো না, আপনি-হতে কেমন বেধে গেল !

বিমল বললে,—কি বলছিলেন ?

—বলছিলেন, বিমল অমন টো-টো করে' বেড়ায় যদি তাহলে কোনকালে মানুষ হতে পারবে না।···আর···

বিমল বললে,—আর কি ? বলো ··

মাথা নীচু করে' বিভাবরী বললে,—জানো তো বাবার মত ! তিনি বলেন, টাকা কড়ি বেশী থাকলেই লোক মানুষ হয় না···যে লোক গভর্ণমেণ্ট পেপারের সুদ আর জমিদারীর আয়ের উপরে নির্ভর করে' মোটা তাকিয়া ঠেশ দিয়ে বা গাড়ী চড়ে বাবুয়ানা ক'রে বেড়ায়, তার চেয়ে

পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাইনেয় খেটে যে-লোক পরিবার প্রতিপালন করে—সে ঢের বড় ।···তাঁর মেয়েকে তিনি বড়লোকের নন্দদুলাল বা হুজুগে-ছেলের হাতে কখনো দেবেন না !

বিমল বললে,—আমার সঙ্গে যদি তোমার বিবাহ হয়—যেমন চিরদিন কথা আছে—তাহলে তোমাকে যে কোনো বিষয়ে আমি কষ্ট দেবো না, সে-সম্বন্ধে গ্যারান্টি দিতে পারি। এবং বর্মায় গিয়ে যত টাকাই লোকসান করে আসি না কেন, সেখানে কাকেও ফাঁকি দিইনি, জাল-জুচ্চুরি করিনি বা বদখেয়ালের প্রবৃত্তিও আমার কোনদিন হয়নি, এ-কথা বিশ্বাস করো।

বিভাবরী বললে,—সে কথা নয়।···তুমি ভুল বুঝচো !

বিমল বললে,—আমাদের সম্বন্ধে নিশ্চয় তিনি কিছু বলেছেন ! শুনি সে-কথা···

বিভাবরী বললে.—বাবা চান, যাঁর হাতে আমাকে দেবেন, তিনি যেন কাজকর্ম করেন।···এই কাজকর্ম করার সম্বন্ধে বাবার ঝোঁক খুব বেশী এবং এদিকটায় তিনি নিঃসংশয় হতে চান।

ক্ষুব্ধ অভিমানে বিমলের মন ফুঁশে উঠলো ! out of sight out of mind ? বিমল বললে,—তাহ'লে বর্মায় আমার যে-ব্যর্থতা লাভ হলো, তার জন্য আমাকে উনি ত্যাগ করবেন ?

—তা নয়। তুমি হয়তো শুনেছো, আমার দাদাবাবু যখন মারা যান, তখন তিনি অনেক টাকা দেনা রেখে গিয়েছেন। বাবা নিজের চেষ্টায় সে দেনা শোধ করে' আবার সব গড়ে তুলেছেন। উনি চির কালকাজ করেছেন। আজ এ-বয়সেও কাজ ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে চান্ না ! ··এ সম্বন্ধে বাবা প্রায় বলেন, যে যত সামান্য টাকাই রোজগার করুক, রোজগার করার প্রবৃত্তি আর সামর্থেই সে মানুষ !···

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিমলকান্তি চেয়ে রইলো বিভাবরীর পানে।

বিভাবরী বললে,—আমি যা বলি শুনবে?

—বলো···

বিভাবরী বললে,—বাবার কাছেই তুমি বলো যে, আপনার কারবারে যে-কোনো একটা কাজ আমায় দিন···তুমি নিজে তাঁকে না বললে বাবা এ সম্বন্ধে নিজে থেকে তোমাকে তা বলবেন না!···তাঁর স্বভাব তো তুমি জানো!···ওঁর ইচ্ছাও তাই, তুমি ওঁর কাছে কাজ শেখো···

বিমল কান্তি বললে,—একটা কথা সত্য বলবে?

—কেন বলবো না?

বিমলকান্তি বললে,—আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবার ইচ্ছা ওঁর নেই?

বিভাবরী বললে,—পাগলামী করো না। শোনো, মানে, জীবনটা ঠিক উপন্যাস নয়। তোমার সংগে আমার বিবাহের কথা হয়ে আছে আমাদের খুব ছোটবেলা থেকে। কিন্তু সেজন্য আমি অধীর হয়ে বাবাকে বলবো, হ্যাঁ! আর বাবা যদি বলেন' 'না—এ বিয়ে হবে না' তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো···এ সব কথা যদি ভেবে থাকো, তাহলে তোমার বুদ্ধি লোপ হয়েছে, মনে করবো! তা নয়···তবে এ-কথা যখন হয়ে আছে এবং তুমি-আমি পাশাপাশি মানুষ হয়েছি···এবং আমাদের দুজনের মধ্যে যখন···মানে···

বিমল বললে,—যদি বলি, ভালোবাসা···

বিভাবরীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। সে বললে,—না হয় তাই··· তবু বাবা চান্···তাতে আমি বিদ্রোহ করবো, এমন মন আমার নয়!··· কোনো কারণে যদি বিবাহ না হয়, দুঃখ পাবো···তা বলে' বাবার উপর বিদ্রোহী হবো না। তাঁর ইচ্ছা নিশ্চয় আমি শিরোধার্য করবো!

একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—হুঁ !

তারপর সে চুপ করে' রইলো !

বিভাবরী বললে,—কি ভাবছো ?

বিমল বললে,—যদি বিবাহ হয় ?

বিভাবরী বললে,—তাহলে আমি খুশী হবো।...বাবা আসছেন...

৮

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে-ঘরে প্রিয়শঙ্করের প্রবেশ। বিমলকান্তি উঠে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

প্রিয়শঙ্কর চেয়ারে বসলেন, বললেন,—অনেকগুলো টাকা লোকসান করে' এলে !

কুণ্ঠিতস্বরে বিমল বললে,—অজানা দেশ...ব্যবসার কিছুই জানতুম না !

প্রিয়শঙ্কর বললে,—হুঁ।...তোমার বয়সে risk করা মন্দ নয় !... তবু সে-রিস্কে একটা লিমিট থাকা দরকার।...যাক, সময় থাকতে ফিরেছো !...একটা অভিজ্ঞতা লাভ হলো।...জানো তো সেই প্রবাদ বাক্য Failures are but pillars of success.

কথাটা বলে' প্রিয়শঙ্কর হাসলেন।

বিভাবরী বললে,—তোমাদের চা দিতে বলি বাবা...

বিভাবরী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

প্রিয়শঙ্কর সিগার ধরালেন, ধরিয়ে বললেন,—এখন কি করবে, ঠিক করেছো ?

বিভাবরীর সেই ইঙ্গিত...

বিমলকান্তি বললে,—আপনার কাছে আমি সেই জন্যই এসেছি।... আমাকে আপনি সুযোগ দিন্, যাতে আমি কাজের মানুষ হতে পারি।

মৃহু হাস্তে প্রিয়শঙ্কর বললেন,—কি রকম সুযোগ, বলো···

বিনয়ের ভঙ্গীতে বিমলকান্তি বললেন,—মানে, আপনার এত জায়গায় এত অফিস, তার যে-কোনো অফিসে যদি আমাকে চান্স দেন !···যে কোনো রকম কাজ আপনি বলবেন। আমি আর এক দিনও চুপ করে' বসে থাকতে পারছি না।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—হুঁ···

তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি বললেন,—বিভাকে বিবাহ করবে, এ-আশা বা ইচ্ছা মনে রাখো ?

বিমল এ-কথার জবাব দিল না—মাথা নীচু করে' বসে রইলো।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—জানো বাপু, সংসারের নিয়ম ? স্ত্রীকে সুখে রাখবার জন্য যে-স্বামী নিষ্ঠাভরে কাজকর্ম করে, নিজের হুঃখ কষ্টকে হুঃখকষ্ট বলে মনে করে না, তেমন স্বামীকেই মেয়েরা শুধু ভক্তিশ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। যে-স্বামী তা করে না, করতে পারে না, সে-স্বামী কোনো কালে স্ত্রীর ভক্তি-ভালবাসা পায় না··· পাবার যোগ্যতা তার থাকে না। অবশ্য যে-স্ত্রীর প্রাণ আছে, মন আছে···জীবন্ত মন···এমন স্ত্রীর কথাই আমি বলছি···a wife worth having···I mean, a wife who has spirit and ambition. বিভা হলো ঠিক সেই-মনের মেয়ে। আমার অনেক টাকাকড়ি আছে। ধররো, তার কিছুই আমি তোমাদের দিয়ে গেলুম না···তুমি হয়তো সামান্য কেরাণীগিরী বা মাস্টারী করে দিন কাটাতে লাগলে, মাসে চল্লিশটি টাকা হয়তো রোজগার কর এবং এ-চাকরিতে তুমি মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছো, তাহলেও তোমার সংসারে রেঁধে বেড়ে দাসীবৃত্তি করেও বিভা সুখে থাকবে, আনন্দ পাবে···

আর তার বদলে আমার টাকাকড়ির আশ্রয়ে তুমি যদি তাকিয়া ঠেশ দিয়ে বাবুয়ানা করে' দিন কাটাও, বিভাকে অবহেলা না করে' মাথায় তুলে রাখো, তেমন বিলাসী-স্বামীকে বিভা কোনাদিন ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারবে না। তাতে সে এতটুকু সুখী হবে না, এমনি শিক্ষাই বিভা পেয়েছে। তার মনের এ'পরিচয় আমি জানি এবং সে পরিচয়ে যেমন গর্ব, তেমনি গৌরবও আমি বোধ করি।...

পিতৃগর্বে প্রিয়শঙ্করের মুখ উচ্ছ্বসিত, প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। বিমলকান্তি সে উচ্ছ্বাস দীপ্তি সুস্পষ্ট লক্ষ্য করলে।

বিমল বললে,—আমাকে গ্রহণ করতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে এইভাবেই যোগ্য হবার সুযোগ আপনি আমাকে দিন...

প্রিয়শঙ্কর গভীর স্বরে বললেন,—হুঁ...

তারপর তিনি ক্ষণকাল অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বিমলকান্তির পানে; বললেন,—শুনে খুশী হলুম।...বেশ, আমার হাতে তুমি তাহলে সমর্পণ করতে রাজী আছো?

বিমল বললে,—এ সৌভাগ্য-সম্ভাবনা না থাকলেও আমি আপনার হাতে নিজেকে আজ সমর্পণ করতেই এসেছিলুম! আপনি আমার বাবার বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে আমাকে দেখছেন...আমাকে স্নেহ করেন, আপনি আমাকে যে-উপদেশ দেবেন, তেমন আর কেউ দেবেনা।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—হুঁ—হুঁ...

প্রিয়শঙ্কর আবার কি ভাবলেন; তারপর বললেন,—বেশ তাহলে এক কাজ করো...তোমার মত বয়সের ছেলেরা মানুষ হচ্ছে, আমি দেখতে চাই।...অর্থসঙ্কটের দিনে দেখতে পাচ্ছি তো, বিদ্বান-

বুদ্ধিমান ছেলেরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দিকবিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। সকলের লক্ষ্য, একেবারে লক্ষপতি হবে।··· লক্ষপতি হতে গেলে পাই-পয়সারও সংস্থান করতে হবে এবং এই পাই-পয়সা জড়ো হয়ে তবে লক্ষ টাকা হবে, এ-কথা মনে জাগে না।··· পাই-পয়সাকে অবহেলা করে' তারা লক্ষ টাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছুটোছুটি করে—ফলে শ্রান্ত হয়, নিরাশ হয়, লক্ষ লক্ষ পাই-পয়সা তাদের পায়ের তলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।···লক্ষ টাকার মূলে আছে অসাধারণ ধৈর্য···কাজে অনলস নিষ্ঠা। পারবে তুমি অফিসে একেবারে সব-নীচের ধাপ থেকে কাজ শুরু করতে? মানে সেজন্য তোমার গর্ব ক্ষুণ্ণ হবে না? আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগবে না? মনে কোনো রকম ক্ষোভ···লজ্জা···বিরক্তি···

বিমল বললে,—না···সব-নীচের ধাপেই আমাকে কাজ দিন। আমি শুধু কাজ চাই···

—বেশ। আমাদের কলকাতার অফিসে চালানী-ডিপার্টমেণ্টে কাজ দেবো···

বিমলকান্তি খুশী হলো। খুশী-মনে সে বললে,—কালই যদি আমাকে জয়েন্‌ করতে বলেন, আমি রাজী।

—যদি বলি পিয়নের কাজ করতে হবে? নকল-নবীশের কাজ করতে হবে?

—তাতে আমি কোন দ্বিধা করবো না।

—খুশী-মনে সে কাজের দায়িত্ব নেবে?

—নেবো।

—অল্‌ রাইট্‌!···তার আগে আর একটা কথা আছে।

—বলুন···

বিভাবরী এলো, বললে,—চায়ের কথা বলে' এসেছি। তোমার জন্য ফল আনবে তো বাবা?

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—আনুক।···বিমলকেও কিছু খেতে দাও মা··· শুধু চা দেবে, এতদিন পর ফিরে এসেছে···

বিভাবরী বললে,—দেবো। যাকে যা দেবার, আমার ভুল হবে না, বাবা।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—জানি মা···ভুল তোমার কখনো হয় না।···

তারপর তিনি বিভাবরীর পানে চাইলেন, চেয়ে বললেন,—বিমলের সঙ্গে কাজের কথা হচ্ছিল...ও কাজ চায়। আমি ওকে কলকাতায় পাঠাচ্ছি। আমাদের চালানী-ডিপার্টমেণ্টে লোকের দরকার—লিখেছে। এখন অন্য কোনো কাজ নেই···তুদিন এ কাজই করুক।—তুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় হবে।···তারপর দেখে শুনে ভালো কোনো কাজের ভার দেবো।—কিন্তু আমাদের আর একটু পরামর্শ আছে বিভা···বিজ্‌নেস্ টক্···তুমি একবার এখান থেকে যাও তো···দশ-বারো মিনিটের জন্য···

বিভাবরী চলে' গেল।

সে চলে গেলে প্রিয়শঙ্কর বললেন,—যে কথা এখন বলবো, সে-কথা তোমার আর বিভার সম্বন্ধে।...মানে, ছেলেবেলা থেকে একটা কথা হয়ে আসছে...তার উপর তোমরা রক্ত-মাংসের জীব...সে-কথা তোমাদের মনে প্রাণে মিশে আছে···মানে, তুজনের উপর একটা ভালোবাসা—একটা আকর্ষণ···তার উপর বিভা বাইরের করো সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করে না। না করার কারণ, মেলামেশার ব্যাপারে আমার নিষেধ ছিল, তা নয়। মানে, মেলামেশা করবার মতো লোকের এখানে

অভাব।···সেজন্য ছেলেবেলা থেকে যে-কথা শুনে আসছে, তা থেকে ওর মনে হয় তা এমন ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে, তুমি হবে ওর স্বামী! এবং সেজন্য তোমাকে হয়তো ও ভালোবাসে···নাটক নভেলে আমরা যে ভালোবাসার কথা পড়ি, হয়তো সেই রকম! তা যদি হয়ে থাকে, ওর দোষ নেই···she may think, she is love with you, তা ওকেও আমার এখন একটু সতর্ক করা দরকার।···এখন ওর বিবাহ দিতে হবে... জীবনে সব-চেয়ে বড় ব্যাপার···এই বিবাহের উপরেই ওর সমস্ত জীবন নির্ভর করেছে!···

প্রিয়শঙ্কর চুপ করলেন। বিমল নিবিষ্ট মনে তাঁর কথা শুনছিল—

প্রিয়শঙ্কর আবার কথা আরম্ভ করলেন, বললেন,—এই যে তুমি কলকাতায় চলেছো···এখন ও নিজের মনকে collect করুক!···এখন থেকে তোমাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া আমি ইচ্ছা করি না...there be no meeting and no writing to each other কেউ কাকেও চিঠি লিখবে না—এক বৎসর···I mean for another twelve months···বুঝলে!

বিমল চমকে উঠলো···মুখে কোনো কথা বলতে পারলো না৷

প্রিয়শঙ্কর বললে,—একখানি পোস্টকার্ড পর্যন্ত নয়। বর্মা থেকে তুমি বিভাকে যে-সব চিঠি লিখতে, আমি দেখেছি···বিভা আমাকে দেখতো··· they were quite good letters···সে-সব চিঠি পড়ে তোমার মনের যে-পরিচয় পেয়েছি, তা ভালই···nothing silly, nothing frivolous. এক-বছর কেন চিঠি লেখা বারণ করছি, বলি। তার মানে, তুমি অফিসের কাজে সমস্ত মন ঢেলে দেবে···বিভা যদি তোমাকে সত্য-সত্য ভালোবাসে, তাহলে তোমার চিঠি না পেলেও সে-ভালোবাসা ঠিক থাকবে! এটা যদি

তার বয়সের মোহ মাত্র হয়, তাহলে সে-মোহের উপর মানুষ জীবন গড়তে পারে না। এই চিঠি না লেখা আর দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ার ফলে তোমরা তোমাদের মনকে ঠিক বুঝতে পারবে। এ-চান্স তোমাদের নেওয়া উচিত বলে' আমি মনে করি।

উদাস নয়নে বিমল চেয়ে রইলো বাইরের দিকে...নিরুত্তর! এক বৎসর একখানি চিঠি লেখা...?

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—কি বলো?—আমার হাতে নিজেকে যদি সমর্পণ করতে চাও, তাহলে এই আমার সর্ত···terms...ছাখো, do you accept?

একটা উদ্গত নিশ্বাস চেপে বিমল বললে,—তাই হবে।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—তাহলে পরশুই কলকাতায় যাবার জন্য তৈরী হও—আমি চিঠি দেবো অজিতকে···সেখানকার ম্যানেজার। সেই চিঠি নিয়ে তুমি গিয়ে অজিতের সঙ্গে দেখা করবে। তারপর সে তোমাকে যে-কাজ ছায়—

বিমলের মনে হলো, একনিমেষে তার ভাগ্য নির্ণীত হয়ে গেল!—দু'দিন আগে যে-ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত, অবিদিত—কি করবে, সে সম্বন্ধে কোনো কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেনি···আজ চকিতে তা স্থির হয়ে গেলো।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—অজিতকে আমি তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো রেকমেণ্ডেশন জানাবো না···শুধু লিখে দেবা, এ-ছেলেটিকে আমি মানুষ করে' তুলতে চাই। এর বেশী আর একটি কথাও নয়।... তোমার আর বিভার সম্বন্ধে আমার মনে যে-ইচ্ছা আছে, আশা করি, অজিতের কাছে তুমি তার কোন আভাস-ইঙ্গিত দেবে না!

গম্ভীর স্বরে বিমল বললে,—তাই হবে।

(৯)

বিমল এলো কলকাতায়।

প্রিয়শঙ্করের কলকাতায় অফিস ডালহৌসি স্কোয়ারে।

এসে সে প্রথমে উঠলো সেই আগেকার বেঙ্গল হোটেলে। স্থির করলে, অফিসের কাজকর্ম বুঝে নিয়ে অফিসের কাছাকাছি কোথাও ভালো দেখে আস্তানা বেছে নেবে। এত দূরে এবং বেপাড়ায় বাস করার মধ্যে না ছিল তার আকর্ষণ, না কোন সার্থকতা!

কলকাতায় পৌঁছে হোটেলে নাম লিখিয়ে একটি কামরায় জিনিষপত্র রেখে বেলা দশটার মধ্যে স্নানাহার সেরে বিমল বেরিয়ে পড়লো প্রিয়শঙ্করের ডালহৌসি স্কোয়ার অফিসের উদ্দেশে।

মস্ত একটা বাড়ীর তিন-তলার উপরে অফিস। অফিসের নাম ইস্টার্ণ ট্রেডার্স।

মস্ত একটা হলকে কাঠের বেড়ায় ভাগ করে নিয়ে কতকগুলি ছোটবড় কামরা—তারি একটায় ম্যানেজারের ঘর। স্লিপ্ পাঠিয়ে বিমল ঢুকলো ম্যানেজার অজিত চ্যাটার্জীর কামরায়।

সামনের টেবিলে বসেছেন ম্যানেজার চ্যাটার্জী—তাঁর একপাশে লেডি টাইপিস্ট। অপর কামরাগুলিতে আছেন একাউণ্ট্যাণ্ট; এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার এবং নানা বিভাগের অন্য কর্মচারী ও কেরাণী প্রভৃতি।

অজিত চ্যাটার্জী সাহেব-লোক—ছ'চার বছর আগে একবার কন্টিনেণ্ট ঘুরে এসেছেন। অফিসে তাঁর নাম চ্যাটার্জী সাহেব।

বিমল তাঁর হাতে প্রিয়শঙ্করের চিঠি দিলে চ্যাটার্জী সাহেব চিঠি পড়লেন। পড়ে বললেন,—আপনি বিমলবাবু!

বিমল বললে,—হ্যাঁ

চ্যাটারর্জী সাহেব বললেন,—আচ্ছা, একটু বসুন।

চ্যাটার্জী সাহেব একখানা চিঠি হাতে নিয়ে ডাকলেন—মিস ওয়েস্ট···

লেডি-টাইপিস্ট মোটা একখানা কাগজের প্যাড নিয়ে চ্যাটার্জী সাহেবের সামনের চেয়ারে বসলো। চ্যাটারর্জী সাহেব চিঠি ডিকটেট্ করতে লাগলেন এবং মিস ওয়েস্ট তার সর্টহ্যাণ্ড নোট তুলতে ব্যস্ত। চিঠি শেষ হলে চ্যাটার্জী বললেন,—চিঠিখানা টাইপ করে আমার সই হলে তুমি নিজে দেখবে, এ চিঠি এখনি যেন ডেচপ্যাচ করা হয়।

তরুণী-টাইপিস্ট মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসলো।

তারপর অজিত চ্যাটার্জী চাইলেন বিমলের পানে; চেয়ে বললেন, —চিঠিতে যা লেখা আছে, আপনি জানেন।

বিমল বললে,—ও-চিঠি আমাকে তিনি পড়ে শুনিয়েছেন।

—অল্ রাইট! আমাদের দু'তিনটে নতুন স্কীম হচ্ছে। এখন সেগুলি বিবেচনাধীন। তারপর আপনাকে শিখতে হবে নানা রকম টেকনিক্যাল ব্যাপার। জমি কেনা-বেচার কাজ আছে। আমাদের কলকাতায় জমি কেনা-বেচা হয়, মফঃস্বলেও হয়। এজন্য আপনাকে শিখতে হবে জমির ভ্যালুয়েশনের কাজ; সার্ভে, কনভেয়ান্সিং; তবে গিয়ে কমপ্যানিশ-এ্যাক্টখানাও পড়ে বুঝে ফেলতে হবে। তাছাড়া য়ুরোপে আমেরিকায় মালপত্র চালান যাচ্ছে, সেজন্য বিদেশী রেল-স্টিমারের মাশুল টাকা-পয়সার দাম, অর্থাৎ খুঁটিনাটি নানা কাজ। তার উপর লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, কথা-বার্তা বলা, এগুলো সবই সময়-সাপেক্ষ। মিস্টার রায় লিখেছেন, আপনাকে সব দিককার কাজে opportunities দিতে হবে।

এ কথায় বিমল প্রচুর আনন্দ এবং গর্ব বোধ করলো। তার উপর প্রিয়শঙ্কর ভবিষ্যতের কত বড় সম্ভাবনা-স্বপ্ন রচনা করেছেন। সে-স্বপ্ন সে সফল করবে নিশ্চয়—সেজন্য যদি পুরাকালের তপশ্চর্যার মতো তাকে কঠোর সাধনা করতে হয়, বিমল তাতে অবহেলা করবে না। প্রিয়শঙ্করের মনোভাব স্মরণ করে বিমল যেন মানস-নয়নে দেখতে পেলে, ভবিষ্যতে এ অফিসে সর্বময় প্রভুর আসনে সে বিরাজ করছে এবং আজ যে ম্যানেজার সাহেব মুরুব্বির ভঙ্গিতে তার সঙ্গে কথা কইছেন, সে-সাহেব তার সামনে আদেশ প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন!

আঃ, সেদিন হবে? কবে? সে কবে? এক বছরের মধ্যে নয়, নিশ্চয়! কিন্তু কে জানে, হয়তো আজ থেকে দেড় বছর পরে···

সেই সঙ্গে মনে পড়লো পৌরাণিক যুগের কথা! সে যুগে নায়ক-অধিনায়কেরা সাধনায় বধূ লাভ করে গেছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে হরধনু ভাঙ্গতে হয়েছিল, অর্জুনকে লক্ষ্য ভেদ করতে হয়েছিল। সে'ও তেমনি শ্রীরামচন্দ্রের মতো, অর্জুনের মতো কর্মসাধনায় সাফল্য দেখিয়ে বিভাবরীকে বধূরূপে লাভ করবে!

যদি তার এ সাধনা ব্যর্থ হয়?

কেন তা হবে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্···
সেকালের ব্রহ্মচর্য সে পালন করবে। আমোদ-প্রমোদ, লঘু চাপল্য বিসর্জন দিয়ে সে করবে এখানকার কাজ নিয়ে উগ্র তপশ্চর্যা!

আশায় উৎফুল্ল হয়ে মন বললে,—আর পাঁচজনে যখন সাফল্য লাভ করছে, তুমিই বা কেন পারবে না? তোমার চেয়ে তাদের শক্তি এতই বেশী?

অজিত চ্যাটার্জী বললেন,—নানা জাতের লোকের সঙ্গে আমাদের কারবার। বিদেশী—মানে, বিশেষ করে জাপানিদের ট্যাক্‌ল্ করা দরকার—তাতে অনেকখানি ট্যাক্ট চাই। সেজন্য তাদের মনস্তত্ব আয়ত্ত করা দরকার। তারপর ঐ ভাটিয়া, মাড়োয়ারির দল...ওদের মন বুঝে চলা ভয়ঙ্কর শক্ত। সেজন্য চাই ভালো মেজাজ, অসাধারণ ধৈর্য। তা আপনি এখানে কোথায় আছেন ?

বিমল বললে,—এসে উঠেছি পার্ক সার্কাশের ওদিকে একটা হোটেলে···একটা বাসা দেখে নেবো।

অজিত চ্যাটার্জী বললে,—সে-বাসা ওদিকে না দেখে বালীগঞ্জ অঞ্চলে, না হয় উত্তরাঞ্চলে···মানে, বিডন স্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার কিম্বা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ অথবা ভবানীপুর—এমনি কোথাও বাসা নিন। সামাজিকতার দরকার এবং চাল-চলনে খানিকটা স্মার্টনেস্ !

কথার সঙ্গে সঙ্গে অজিত চ্যাটার্জী তার পানে চেয়ে বিমলের আপাদমস্তক নীরিক্ষণ করে নিলেন ; নিয়ে বললেন,—স্মার্টনেসের অভাব হবে না। You look quite clever—তা হ্যাঁ, আজ থেকেই যদি বলেন, মিস্টার রায় লিখেছেন, মানে immediate entry—কিন্তু কোথায় আপনাকে বসাই, ভাবনার কথা !

বিমলকান্তি বললে,—যে-কাজ বলবেন। উনি বলে দিয়েছেন, জেটিসরকারী করতে হয় যদি, তাও করবে।

হেসে অজিত চ্যাটার্জী বললে,—ওঁর কাছে কাজের দাম এতখানি ! ওঁর নিজের জীবনের একটা গল্প শুনবেন ?

—শুনবো।

অজিত চ্যাটার্জী বললেন,—তখন কারবারে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

ডক থেকে মাল নামছে—কি কারণে কুলিরা করলে ধর্মঘট। আমাদের ক্লিয়ারিং-এজেণ্টস্‌রা হঠাৎ বলে বসলো, রেট বাড়িয়ে না দিলে মাল ডেলিভারী নেওয়া শক্ত। উনি বললেন,—তোমাদের সঙ্গে যে-টার্মসে কন্‌ট্রাক্ট...you are bound to get my goods cleared. তারা বললে,—রেট বাড়িয়ে দিন। না হলে লোক পাবো না। উনি বললেন,—না পান, আপনারা চলে যান—এ-মাল আজই আমার চাই। দাঁও বুঝে রেট বাড়াবেন, তাতে আমি প্রশ্রয় দেবো না। এই কথা বলে কোট ফেলে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিজে মালপত্র বইতে লেগে গেলেন। ওঁর দেখা-দেখি আমরাও শেষে মাল বইতে লেগে গেলুম। উনি বললেন, কোনো কাজে অপমান নেই···ভিক্ষা করাই শুধু গর্হিত !

বিমল বললে,—আমাকে যদি মোট বইতে দেন, তাতেও আমি দ্বিধা করবো না।

অজিত চ্যাটার্জী বললে,—আপনাকে দিই আমার সেক্রেটারীর হাতে। কদিন ওঁর পাশে-পাশে থাকুন...তিনি আপনাকে যে-কাজে জুতে দেবেন, করুন। বুঝলেন, আপনারা জানেন না, আমি জানি ···তখন আমরা স্কুলে পড়ি, কলকাতায় তখন ইলেকট্রীক-ট্রাম চলতো না, ঘোড়াতে ট্রামগাড়ী টানতো। এক-একটা মোড়ে আলাদা একটা করে ঘোড়া থাকতো। যে-ঘোড়ারা ট্রামগাড়ী টানতো, তারা প্রায় ট্রামশুদ্ধ মোড় বাঁকতে পারতো না, তখন তাদের সঙ্গে ঐ আলাদা ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হতো। সে দিত ট্রামের মোড় বাঁকিয়ে। মানে, এ ঘোড়া ট্রামগাড়ী টানতো না—এর শুধু ঐ এক ডিউটি—প্রত্যেক গাড়ীকে মোড় পার করে দেওয়া। আপনিও আপাতত ট্রামের সেই স্পেশ্যাল-ডিউটি-ঘোড়ার মতো

কাজ করুন। অর্থাৎ যে-কাজ যখন দরকার, তখনি সে-কাজে নামা। সেক্রেটারীকে আমি ডাকি!

অজিত চ্যাটারজী ঘণ্টা টিপলেন। বেয়ারা এলো। অজিত চ্যাটার্জী বললেন,—বেহারীবাবু···

মোটা-গড়নের এক ভদ্রলোক এলেন। বাঙালী পোষাক।

অজিত চ্যাটার্জী বললেন,—এই ছেলেটিকে আপনি নিন। যে-কাজে লাগাতে চাইবেন, লাগিয়ে নেবেন। অর্থাৎ উনি এখানে আপাতত jack of all trade···বুঝলেন?

কথা শেষ করে অজিত চ্যাটার্জী হাসলেন।

বেহারীবাবু বললেন,—আজ থেকেই কাজ করবেন?

অজিত চ্যাটার্জী বললেন,—ইয়েস! ফ্রম দিস আওয়ার! আচ্ছা বিমলবাবু, আপনি তা হলে বেহারীবাবুর সঙ্গে যান। আমার এখন কাজ দেখছেন···ঐ চার তাড়া ফাইল···ওগুলি দেখে আজই তার বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে।

বিমল এলো বেহারীবাবুর সঙ্গে তাঁর কামরায়। বেহারীবাবু বললেন,—আপনি এক কাজ করুন, পে-বুকটার সঙ্গে শুধু টাকা পয়সার ব্যাপারগুলো বেছে আলাদা মার্কা দিয়ে যান। এগুলো তোলা হবে আমাদের পাকা এ্যাকাউণ্ট বুকে।

বিমলের জন্য কাজের সৃষ্টি হলো। তার আসন হলো বেহারীবাবুর আসনের কাছে আলাদা টেবিলে। অফিসের হাজ্‌রে-খাতায় নাম সই করে আজই সে কর্মচারী-তালিকাভুক্ত হলো। তার কাছে এলো ম্যানেজারের সই-করা নিয়োগপত্র...জেনারেল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট। বেতন নির্ধারিত হলো মাসে একশো টাকা এবং ট্রাভলিং ও হাউস-

এ্যালাউন্স বাবদ পঁচাত্তর টাকা—মোট একশো পঁচাত্তর টাকা!

এ-পত্র মঞ্জুর করে বিমলকান্তিকে একটা ছাপানো-স্লিপ সই করে দিতে হলো।

পাঁচটায় ছুটি। বিমলকান্তি ভাবলো, হোটেলে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে চ্যাটার্জী সাহেবের প্রস্তাব-মতো ঐ সব মহল্লায় বেরুবে পাকা আস্তানার সন্ধানে।

লিফ্টে ঢুকেছে নীচে নামবে বলে—সেই লিফ্টে আলাপ হলো সুবেশ সুদর্শন এক তরুনের সঙ্গে। এ-তরুণটি এই অফিসেই কাজ করে—এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের অধীনে! তরুণের নাম সুব্রত গাঙ্গুলি। সম্পর্কে সুব্রত হচ্ছে এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টবাবুর সম্বন্ধী।

সুব্রত বললে,—এ-অফিসে আজ আপনি জয়েন করলেন!

বিমল বললে, হ্যাঁ।

—কোন ডিপার্টমেণ্টে?

বিমল বললে,—জেনারেল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে। কোনো ডিপার্টমেণ্ট ঠিক হয়নি। মিস্টার চ্যাটার্জী বললেন, যে দিকে আটকাবে সেই দিকেই আমাকে লাগাবেন।

সুব্রত বললে,—মালিক আপনাকে পাঠিয়েছেন, শুনলুম...আপনার জন্য পোস্ট ক্রিয়েটেড হবে।

বিমল বললে—তার আভাস পাইনি। রাঁচি থেকে তিনি বলে দিয়েছেন, জেটি-সরকারী থেকে কুলির কাজ...যা পাবে, তাই করতে হবে।

সুব্রত হাসলো, হেসে বলে,—That proves your indispensibility...ভালো।...তা, এখানে আপনি কোথায় থাকেন?

বিমল বললে,—এখনও পাকা আস্তানা ঠিক হয়নি। দু'চার দিনের মধ্যে একটা গাছ দেখে তার ডালে বাসা বেঁধে নেবো।

সুব্রত বললে,—তাহলে ঐ লেকের দিকে চলুন। ভালো ভালো নতুন বাড়ী পাবেন।···ফ্ল্যাট আছে!...একা থাকবেন? না, ওয়াইফ নিয়ে?

বিমল বললে,—আমি এখনও বিয়ে করিনি।

—ও...ব্যাচিলর!···আমিও ব্যাচিলর। আমি থাকি রাসবিহারী এভেন্যুতে। নিজেদের বাড়ী আছে···তিন তলা। একতলা আর তিনতলা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, আমরা থাকি দোতলায়।

বিমল বললে,—ও···

সুব্রত বললে,—আমাদের বাড়ীতে ঘর নেই, থাকলে আপনাকে ঐখানেই ধরে নিয়ে যেতুম!

বিমল বললে,—ভালো হতো। আমি এখানে fish out of water···মানে, চেনাশোনা লোক বড় কেউ নেই··আত্মীয়ের মধ্যে আছেন এক পিসিমা আর পিসতুতো ভাই। তাঁরা ভবানীপুরে থাকেন।

—সেখানে থাকতে পারেন তো!

বিমল বল্‌লে,—কারও বাড়ীতে থাকা মানে, তাঁর উপর উপদ্রব করা! ··তার চেয়ে একা থাকা ভালো···

সুব্রত বললে,—তা বটে···

লিফ্‌ট এসে একতলার ভূমি স্পর্শ করলে। দুজনে বেরিয়ে এলো।

সুব্রত বললে,—আপনি ধরবেন ওয়েলেসলি-ট্রাম, আর আমার বালিগঞ্জ-ট্রাম···

বিমল বললে,—এখনি আবার বাসার সন্ধানে বেরুবো।

—কোন্ দিকে বেরুবেন?

—ভবানীপুর বালিগঞ্জের দিকে।

সুব্রত বললে,—তাহলে এক কাজ করুন—of course if it suits you—মানে, আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে এসে এক পেয়ালা চা খেয়ে নেবেন। তারপর দু'জন বেরুবো' বাসার সন্ধানে।...আপত্তি আছে ?

বিমল বললে,—একটুও না…

সুব্রত বললে,—তাহলে আসুন, বালিগঞ্জ-ট্রাম ধরি…

—বেশ !

(১০)

লেক রোডে পাঁচতলা ফ্ল্যাটের সব-উপরতলায় বিমল বাসা বেঁধেছে। ঘরখানি দক্ষিণ দিকে—ছোট একটু বারান্দা আছে। অফিস থেকে ফিরে এই বারান্দায় ডেক-চেয়ার পেতে বসে চেয়ে থাকে সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই দিকে।

অফিসের পথে দু'বেলা রসা রোডের উপর অলকার ফ্ল্যাট পার হয়… ট্রামে এধারকার সীট বেছে এই দিকেই সে বসে। ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ী এলে দু'চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সে তাকায় সব-উপরতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটির পানে · কোনোদিন দেখে, পথের ধারের ছোট সার্শি-খড়খড়ি খোলা…কোনোদিন দেখে বন্ধ! মনের উপরে ছায়া-শরীরে যেন নেমে আসে! তার বুক দুড়্‌দুড়্‌ করে ওঠে।…ট্রাম এগিয়ে যায়—ত্রস্ত-নয়নে সে চেয়ে দেখে গাড়ীর সহযাত্রীদের পানে · কেউ দেখেছে না কি তার ঐ নির্লজ্জ বিমূঢ় দৃষ্টি ?

নিশ্বাস ফেলে ভাবে, আশ্চর্য ! কোনোদিন অলকাকে সে দেখতে পেলে না ?…তার শাড়ীর অংশটুকুও নয় !…যদি কোনোদিন দেখা হয় !…

অফিসে পাঁচ-রকম কাজে কোনোমতে সময়টুকু কেটে যায়। এ

কাজে মন যেন তিক্ত হয়, তবু জোর করে সে-তিক্ততা মুছে মনকে সে কাজের মধ্যে নিমগ্ন রাখে। ··একটি বৎসর...একটি বৎসর তাকে এমনি ধৈর্য ধরে এখানে সাধনা করতে হবে।

সে-সাধনার মাঝখানে অলকা···অলকার স্মৃতি এমন দীপ্তি বিস্তার করে' উদয় হয়! বিমল শিউরে ওঠে! না, না···অলকা এলে সব গোলমাল হয়ে যাবে!

বিভাবরীর উপর আক্রোশ...প্রিয়শঙ্করের উপর বিরক্তি···অলকার উপর অভিমান...সবগুলো মিলে তাকে কঠিন করে তুলেছে! কেন? বিভাবরী বলতে পারলে না, মাঝে মাঝে চিঠি লিখলে কি ক্ষতি হবে, বাবা? প্রিয়শঙ্কর ভাবলেন, কাজের মধ্যে বিভাবরীকে সে লিখবে প্রণয়-পত্রিকা!...

আর অলকা?···বিমল না হয় মনে-মনে পণ করেছে কর্মসাধনা নিয়ে সে থাকবে, তার মধ্যে হাসি নয়, কথা নয়, আমোদ নয়! অলকা কিন্তু কি কারণে নিজেকে এমন দুর্লভ করে রেখেছে যে, ভুলেও একদিন পথের ধারের ঐ খোলা খড়খড়ির পাশে দাঁড়ালো না!

কাজের রুটিন ক্রমে নীরস অসহ্য হয়ে উঠলো। এতে হিসাব-নিকাশ, রাজ্যের ভাড়াটিয়া-মাড়োয়ারী নিয়ে মানুষকে বাস করতে হবে? এক-একবার মনে হয়, বিভাবরীকে দু'ছত্র চিঠি লিখে জানায়—পৃথিবীতে রূপ-রস-গন্ধ কিছু আর নেই···শুধু মাড়োয়ারীর ময়লা পাগড়ী, জাপানী-দের শতেক মুদ্রাদোষ, আর অফিসের মোটা-মোটা খাতা!

কিন্তু একটুও লেখবার উপায় নেই! প্রিয়শঙ্করের নিষেধ—একখানি পোস্টকার্ড পর্যন্ত নয়!

অভিমানে মন ফুঁশে উঠলো। মনে মনে সে কঠিন পণ করলে, বিভাবরীর সম্বন্ধে নিষেধ? বেশ··এ নিষেধকে সে খুব প্রচণ্ড উগ্র

করে তুলবে! আমোদ-আহ্লাদ, বিশ্রাম...সব সে দু'হাতে ঠেলে রেখে কৃচ্ছ্রসাধন! সিনেমা নয়, থিয়েটার নয়! অলকা তো নয়ই!

কোনমতে এক বছর কাটিয়ে সাধন-সংযত শীর্ণ দেহ-মন নিয়ে সে যখন ফিরে গিয়ে দাঁড়াবে প্রিয়শঙ্করের সামনে, তখন জোর গলায় তাঁকে বলবে—এক বৎসরের কৃচ্ছ্র সাধন শেষ করে আমি এসেছি ···দিন আমাকে সাফল্যের বিজয়-মাল্য—বিভাবরী!

সুব্রত মাঝে মাঝে আসে, সিনেমার রঙীন বর্ণনায় তার তপস্যারত মনকে প্রলুব্ধ করে তোলে! রেসের উত্তেজিত কাহিনী বলে। শুনতে শুনতে বিমল মানস-নয়নে দেখে, একরাশ ঘোড়া ছুটেছে মাঠের বুকের উপর দিয়ে—সে সব ঘোড়ার ক্ষুরে-ক্ষুরে ধূলার উপর টাকা-বৃষ্টি হচ্ছে!

সুব্রত বলে, সিনেমায় চলুন আজ। খুব ভালো ছবি আছে।

বিশুষ্ক মনে বিমল বলে,—আমার ভালো লাগে না।

সুব্রত বিস্মিত হয়ে বলে,—তাহলে চলুন এই সামনের শনিবার রেসে···বিমল বলে,—না···

—রিভারট্রিপ? রাজগঞ্জ? না হয় শিবপুরের বাগান?

বিমল বলে,—তার বয়স গেছে···

সুব্রত পরাজয় মেনে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে ভাবে, এমন নিষ্ঠা আছে বলে বিমল অফিসে নিশ্চয় খুব উন্নতি করবে! কিন্তু অফিসের কাজে মত্ত হয়ে জীবনকে উপভোগ থেকে বঞ্চিত করা···সে জীবন নিয়ে কি সুখ? কি-বা আরাম?

বিমলের নিঃসঙ্গ মন অফিসের ছুটির পর ঘরে গিয়ে হাহাকার

করে! ছ'মাস পরে এ-নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠলো।

বাড়ী ছেড়ে বিমল বেরিয়ে পড়ে। কোনাদিন যায় লেকের দিকে, কোনোদিন মাঠে। পথে দেখে, লোকজনের জীবন-হিল্লোল—আনন্দ-উচ্ছ্বাস! সকলের পানে সে তাকায়। পুরুষের দল তার মনে এতটুকু রেখাপাত করে না! আর মেয়েরা অন্দরের পর্দা-ফেলে দিয়ে দ্বার পার হয়ে যারা আজ পথে বেরিয়েছে, তাদের সে মনের মধ্যে কোনোদিন তেমন গ্রহণ করতে পারে না! তাদের মধ্যে যারা প্রগল্‌ভা…পথের মাঝখানে হাস্যে-ভাস্যে দিগন্ত মুখরিত করে চলেছে—তাদের পানে চেয়ে সে কেমন শিউরে ওঠে! ভাবে, জীবনের পথ কি এতই সহজ, স্বচ্ছন্দ যে, এমনি হাস্যে-ভাস্যে, লঘু চপল-চটুলতায় প্রমত্ত হয়ে চলেছে! যারা নির্বাক-মৌন হয়ে পথে চলে, তাদের মুখেচোখে গাম্ভীর্য ফুঁড়ে সে দেখে ফুটে বেরুচ্ছে অহমিকার অগ্নিশিখা!…চপলা-চটুলাদের দেখে মনে পড়ে সেই ললিতা দেবীর কথা। ললিতা বলেছিল, এর চেয়ে বিয়ে করে' গরীব স্বামীর আশ্রয়পুট-অবলম্বনে ছিল ঢের সুখ! ঢের আরাম! বিমল ভাবে, এরা পথে বেরিয়েছে যেন মস্ত অভিসন্ধি নিয়ে…

সে-অভিসন্ধি? মৃগয়া!…জানে না, পুরুষকে আজও চেনেনি! পুরুষ কতখানি ধূর্ত, চতুর—সকল কাজে তার হিসাবী-মন কতখানি হিসাব কষে চলে!

তাদের মধ্যে নির্বোধ কি নেই? আছে!…কিন্তু সে ক'জন? তাছাড়া নির্বোধকে যে আশ্রয় করে, তার সে-আশ্রয় কতখানি ভঙ্গুর, তা যদি নারী বুঝতো!

সবার পানে সে তাকায়। তাকিয়ে অনেক কথা ভাবে। ভাবে, বাঙলার বুকে যে-শালীনতা, যে-শান্ত-শ্রী, যে-লজ্জানম্র স্নিগ্ধতা বিরাজ

করতো · যার বর্ণচ্ছটায় বাঙলার আকাশ-বাতাস কমনীয়-রমণীয় ছিল, সে সৌন্দর্যশ্রী, সে শালীনতা ছায়ার মতো মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! তরুণ-তরুণীর জটলা আর উল্লাস-মত্ততায় সে কেমন দিশাহারা হয়! এদের দলকে যখনি চোখে পড়েছে, লেকে, বাসে, ট্রামে, পথে, পার্কে—তখনি দেখেছে, হাসি-গল্পে উৎকট উচ্ছাস · উগ্র প্রমত্ততা! ভাই নয়, স্বামী নয়···কলেজের সহপাঠী, না হয় প্রতিবেশী-বন্ধু··· এ-সম্পর্ক নিয়ে হাতে হাতে গ্রন্থি বেঁধে, পাশাপাশি বসে' এই কলরব-হাসি...

কঠিন বিরাগে বিমলের মন ভরে ওঠে!

(১১)

আরো এক মাস কেটে গেছে। নিজেকে যথাসম্ভব সংযমের রাশে বেঁধে বিমল চলেছে জীবনের পথে।

পূজার ছুটি। বিজয়া-দশমীর দিন কি খেয়াল হলো, বিমল পথে বেরিয়ে পড়লো। ভাবলো, আজ একটা বিশেষ দিন! বিজয়া-দশমী! আজ আর ঘরের কোণে পড়ে থাকা উচিত হবে না!

এ-ট্রামে ও-ট্রামে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে খানিকটা ঘুরে রাত্রি প্রায় আটটা...বিমল এলো চৌরঙ্গীর মোড়ে। হোয়াইটাওয়ের দোকানের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। বাজনার সমারোহ করে' প্রতিমার পর প্রতিমা চলেছে ভাসানে। লোকের ভিড়ে বিরক্ত ক্লান্ত হয়ে বিমলের কি মনে হলো, সে এলো কাশানোভায়। এসে দেখলে, সে-কাশানোভা আজো ঠিক তেমনি আছে! ওধারকার বাজনাবাদ্যি লোকের ভিড় এড়িয়ে বাঙালী ঘরের ক'জন তরুণ-তরুণী এইখানেই বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যাবেলা প্রমোদ-প্রমোত্ততায় মশগুল করে' তুলেছে!

বিমল বসলো কোণের দিকে একটা চেয়ারে। বেয়ারা এসে

সেলাম করে দাঁড়ালো।

বিমল বললে,—কফি ঔর স্যাণ্ডউইচ লাও...

বেয়ারা এনে দিলে...বিমল বসে' কফি পান করতে লাগলো। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকায় আশে-পাশে...

আশে-পাশে তেমনি প্রমোদের বন্যা...নানা-রকম ভোজ্যপানীয়...হাসি-গল্প···নাচ···অর্কেস্ট্রা···বিমল ভাবলো, না এলেই ভালো হতো! একটা পণ করেছিলুম··· সেপণ এত শীঘ্র···

উঠলো। মার্কেটে যাওয়া যাক! দেখে-শুনে দুচারখানা নূতন বই সংগ্রহ করবে। এ নিঃসঙ্গ জীবনে অমন বন্ধু আর কোথায়ও মিলবে না। বেয়ারাকে ডেকে বিল চুকিয়ে বিমল বাইরে এলো! বাইরে কাশানোভার দ্বারের সামনে ·· এক তরুণীর মূর্তি!

চিনতে দেরী হলো না। ও-মূর্তি তার মনের দ্বারে এসে দাঁড়ায় সর্বক্ষণ। সে মূর্তির পানে চোখ পড়ে, মন তাকে পেয়ে উল্লসিত হয়। বিমল সবলে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়···মূর্তি সরে না—বার বার ফিরে আসে মনের দ্বারে!

কিন্তু সে ছায়া · এখানে ছায়া নয়! সত্য-কায়াদেহে সে

বিমলের মনে চকিতের দ্বিধা! · দেখা দেবে? ডাকবে?···না···

মনে অলকা সেন বিরাজ করলেও প্রত্যক্ষভাবে তার সামনে বিমল দাঁড়াতে চায় না! স্মৃতির রেখাকে জীবন্ত করে তোলা···না!

পাশ কাটিয়ে সরে পড়বে ভেবে বিমল অন্য দিকে মুখ ফেরালো। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস!

অলকা বললে,—আপনি!···সত্যি তাহলে কলকাতায় আছেন?

অলকার মুখে চোখে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি! বিমল তা লক্ষ্য করলে, মনে মনে খুশী হলো।

বিমল বললে,—ও—আমি দেখতে পাইনি !

অলকা বললে,—তা কেন পারবেন !...আপনি চলে যাচ্ছেন বুঝি ?

হ্যাঁ।—মানে একটু কফি খেতে এসেছিলুম।—ঘুরে-ঘুরে ভারী শ্রান্ত হয়েছিলুম—

অলকা বললে—ও !—আজ বিজয়া-দশমী—একটা প্রণাম করা উচিত আমার। তা—এখানে—

বিমল বললে—মনে-মনে প্রণাম করুন।

অলকা বললে,—মনে-মনে প্রণাম সর্বক্ষণই করছি—তবু মুখে জনাই—প্রণাম নিন—

বিমল দেখলো, অলকার মুখে-চোখের সে দীপ্তির উপর যেন একটু মলিন ছায়া···

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—কোথায় যাচ্ছিলেন ?

—মার্কেটে।

অলকা বললে,—বাঃ। আমারো যে ঐ প্রোগ্রাম।...মানে, মার্কেটে যাবো ছুচারটে জিনিষ কিনতে।

বিমল কিন্তু নিষ্কৃতি চায়। অলকার কত বড় ফাঁদ—সে তা মর্মে মর্মে জানে ! ছুদিনের সে-দেখা, সে আলাপের ফলে মন কেবলই চাইছে অলকা ! অলকা !—সে বলে উঠলো,—কিন্তু আমার তাড়া আছে মিস্ সেন !

হাতব্যাগ থেকে পাফ্ বার করে চট্ করে সে পাফ মুখে বুলিয়ে আবার হাত-ব্যাগে রেখে অলকা বললে, ট্রামে যা ভিড় বড্ড টায়ার্ড ফীল করছিলুম ! ভাবলুম, এখানে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা শরবৎ খেয়ে মার্কেটে যাবো··· ! কতক্ষণ বা...আমি এখানে বাস করতে বা আমোদ করতে আসিনি বিমলবাবু !

কথায় খানিকটা শ্লেষ, খানিকটা অভিমান...কথাটা বিমলের বুকে বিঁধলো। বিমল কোনো কথা বলতে পারলো না, বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

কথা শেষ করে অলকা যে দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাইলো, বিমলের মনে হলো, অলকাও যেন তার মতো এতকাল দারুণ নিঃসঙ্গতার চাপে দলিত জীর্ণ হয়ে আছে! সে নিঃসঙ্গতার বেদনা মোচনের জন্য তাকে যেন নিমিষের জন্য অবলম্বন চায়!

কিন্তু না—

সে বললে,—এখানে কেউ বাস করতে আসে না, সে জ্ঞান আমার আছে মিস্ সেন!

অলকা বললে,—আপনাকে আজ অন্য রকম দেখছি। সত্যি।—যেন আমাকে চেনেন না! যেন আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করছি, আপনি তা চান না!

এ-কথায় বিমল একেবারে এতটুকু হয়ে গেল।

অলকা বললে,—আপনাকে আমি জ্বালাতন করতে আসিনি। জানতুম না, আপনি এখানে আছেন। হঠাৎ দেখা হলো! আমি সত্যি রাক্ষুসী নই যে আপনার ভয় হবে, পাছে আপনাকে খেয়ে ফেলি!

এ-কথায় এক-রাশ লজ্জা কোথা থেকে বোঝার মতো বিমলের মনের উপরে পড়ে তাকে যেন পিষে দিলে! লজ্জা পেয়ে সে বললে,—না, না, তা নয়। মানে—

অলকা বললে,—মানে—বেশ, আমি না হয় শরবৎ নাই খেলুম! আপনি মার্কেটে যাচ্ছেন—আপনার দরকার। মার্কেটে আমারো দরকার আছে। আপনাকে দেখলুম—মনে হলো, যে-জিনিষ কিনবো, শুধু নিজের পছন্দে না কিনে সে-সম্বন্ধে যদি আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ

করে কিনি, ভালো হয়!

কথাটা বলে সে চাইলো বিমলের পানে। বিমল তার পানেই চেয়েছিল—নির্বাক দৃষ্টি!

অলকা বললে,—মানে একখানা শিল্কের শাড়ী কিনবো, কোনোমতে হাতে কিছু পয়সা এসেছে। অনেকদিন থেকে সখ্! তা আমার যা অবস্থা, একখানা ছাড়া দু'খানা কেন্‌বার সামর্থ নেই! ভাবছিলুম, যেখানা কিনবো, সেখানা আমার সামর্থের মধ্যে হওয়া চাই, ভালো হওয়া চাই। পয়সা খরচ করে যা-তা না কিনে বসি! যাদের পয়সা আছে, যা-তা একখানা শাড়ী কিনলে তাদের এসে যায় না! কিন্তু আমার...

যেভাবে এ-কথা সে বললে,—বিমলের মমতা হলো! ভাবলো, সত্যি, অলকা কোনো অপরাধ করেনি! তার আচরণে কোথাও এতটুকু কটুতা সে লক্ষ্য করেনি, তবু এমন রূঢ় অস্বীকারে তাকে আঘাত দেওয়া অন্যায় হয়েছে!

বিমল বললে,—দুঃখ করবেন না। আমাকে শীগগির ফিরতে হবে, শুধু এই কথাটাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম। তাছাড়া জানেন তো, কাশানোভার বাতাস আমি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারি না! তিন মাস কলকাতায় এসেছি, বিশ্বাস করুন তার মধ্যে আজ এই প্রথম আবার এখানে এলুম!

এ-কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে অলকা বললে,—তিন মাস এখানে এসেছেন অথচ ঘুণাক্ষরে আমাকে তো জানান্‌নি!

বিমল বললে,—এসেছি কাজকর্মের চেষ্টায়। তাতে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়—বিশ্বাস করুন সত্যি, আমার পিসিমা থাকেন ভবানীপুরে, তাঁর কাছেও একটিবার যেতে সময় পাইনি!

অলকা বললে,—তা হলে কি করবেন?

বিমল বললে, চলুন, আপনি শরবৎ খেয়ে নিন—আমি একটু বসবো’

অলকা বললে,—থাক গে, চা-কফি খাবো না।

—না, না—তা হয় না!

অলকা বললে,—বাপরে, আপনি কি রকম ভয়ঙ্কর ইমোশনাল লোক! আচ্ছা, আচ্ছা, শরবৎ খাবো—খাচ্ছি—

দুজনে কাশানোভায় ঢুকলো। এবং অলকার চা-পান শেষ হলে দুজনে চললো মার্কেটে।

অলকা বললে,—আপনি কি কিনবেন?

—বই।

—কিনে নিন্।

বিমল বললে,—থাক্। আগে আপনার শাড়ী পছন্দ করা যাক্। Ladies first—তার পর আমার বই।

অলকা বললে,—তাই হোক—আপনি যখন বলছেন!

শাড়ীর দোকান। বোম্বাইওয়ালা রাশি-রাশি সিল্কের শাড়ী টেবিলের উপর ডাঁই করে সাজিয়ে দিলে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে বিশ-পঁচিশখানা শাড়ী ঘেঁটে একখানি আসমানী রঙের শাড়ী বেছে বিমল বললে,—এইখানা নিন্—

অলকা বললো—ও-শাড়ী আমাকে মানাবে?

—খুব মানাবে।

—না বিমলবাবু, আপনি ঠাট্টা করবেন না—আমারও চোখ আছে—অন্য মেয়েদের পরতে দেখি তো।—এ-শাড়ী মানায় তাদের যারা রূপসী!

কোনো কিছু চিন্তা না করে বেশ সহজ সাবলীল স্বরে বিমল

বললে,—আপনাকে মানাবে না, তার মানে আপনি বুঝি—

এই অবধি বলা মাত্র কে যেন বিমলের মুখের উপর চাবুক মারলো! সে আঘাতে বিমলের চেতনা হলো! এ সে কি বলছিল? যা বলতে যাচ্ছিল, সে কথা শোভন হতো না।

অলকা হেসে উঠলো; হাসতে হাসতে বললে,—আমি বুঝি কি বলুন! কথাটা শেষ করুন—লজ্জা করছেন কেন?

বিমল কোনো কথা বলতে পারলে না! তার কানের ডগা দুটো লাল হয়ে রীতিমত জ্বালা করছিল!

অলকা বললে,—মিথ্যা কথাটা মুখে বেধে গেল না? সত্যি—সত্যের মর্যাদা খুব রক্ষা করেছেন!

নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—এখন কথার ছল ধরবার সময় নয়। শাড়ী পছন্দ করুন। আধ ঘণ্টার উপর ওরা আপনার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে!

শাড়ীখানা নিজের গায়ের উপর যথাসম্ভব মেলে ধরে অলকা বললে,—দেখুন মানাচ্ছে? দেখুন না দয়া করে' আপনার চোখে ময়লার ছোপ্ ধরবে না।

বিমল ভাবলে, সত্যই তো এত কেন নিষ্ঠা। সামান্য একটা সহজ কথায় এতই বা লজ্জা কেন?

বিমল চেয়ে দেখলো। অলকা তার পানে চেয়েছিল—দুচোখে বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

বিমল বললে,—চমৎকার মানিয়েছে।

দোকানের লোক বললে,—আপনার স্বামীর যখন পছন্দ হয়েছে, তখন এখানাই নিন।

কথার শেষাংশ দুজনের কারো কানে গেল কি না, সন্দেহ।

প্রথমাংশে দোকানীর যে অনুমান প্রকাশ পেলো, তার লজ্জা চকিতে দুজনকে পাথরের স্ট্যাচুতে পরিণত করে দিলে। বিমলের মনে যেন হাজার তোপ্ একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো। আর অলকা—

নিজকে সংযত করে বিমল বললে,—এইটে তাহলে নিচ্ছেন?

সলজ্জ মৃদু হাস্যে অলকা বললে,—নেবো। কিন্তু দাম?

দোকানী বললে,—পঁয়তাল্লিশ টাকা।

—উঃ।

অলক একেবারে চমকে উঠলো। তার ঐ ছোট স্বরে কতকখানি আর্তি—বিমল তার পানে চাইলো।

অলকা বললে,—দাম ঠিক করে দিন বিমলবাবু।

কষাকষিতে দাম নামলো সাইত্রিশ টাকায়। দোকানদার বললে,—শুধু আপনার খাতিরে বাবুজী—নাহলে এ শাড়ী বিয়াল্লিশ টাকার কমে কোথাও পাবেন না।

বিমল বললে,—না, সাঁইত্রিশের নীচে আর নামবে না।

অলকা মৌন মূক মুখে—স্বেদবিন্দু। কম্পিত মৃদু কণ্ঠে সে বললে,চলুন, বাইরে যাই।

শাড়ী নেবেন না?

বিমলের বিরক্তি হলো।

স্বর আরো মৃদু করে' অলকা বললে,—আমার দৌড় পঁচিশ টাকা পর্যন্ত। তার বেশী চাইলে কোথা থেকে দেবো?

বেশ একটু কঠিন স্বরেই বিমল বললে,—আগে সে-কথা বলতে হয়। চল্লিশ মিনিট ধরে' এত শাড়ী ঘাঁটাঘাঁটি করে এখন—

অপরাধের কুণ্ঠায় অলকা যেন মরে গেছে। কোনোমতে সে বললে,—আমার ভুল।

সেস্বরে বিমল একটু বেদনা বোধ করলে। বললে,—শাড়ীর মতো শাড়ী কিন্তু—

অলকা বললে,—তা বলে বামনের পক্ষে চাঁদে লোভ উচিত নয় বিমলবাবু!

বিমল বললে,—এতক্ষণ ওদের দিয়ে এত শাড়ী বার করিয়ে—

অলকা বললে, আমার খুব অন্যায় হয়েছে—আমি না হয় ক্ষমা চেয়ে আমার পুঁজির কথা বলি

সম্মান-জ্ঞান ফুঁশে উঠলো। বিমল বললে,—না, না, সে ভারী silly হবে। তার চেয়ে আমার কথা শুনুন···

অসহায়ের মত অলকা বললে,—বলুন···

আপনি পঁচিশ টাকা দিচ্ছেন, তার উপর আর বারো টাকা বেশী···

অলকা বললে,—কিন্তু আমার যে ওর বেশী আর একটি টাকা দেবার সামর্থ নেই।

বিমল একটি নিশ্বাস ফেললে। দোকানী তার পানে চেয়েছিল, তার চোখে মর্মভেদী দৃষ্টি!

বিমল বললে,—আমি দিচ্ছি বারো টাকা··এর পর যখন হোক আমার এ-টাকা শুধে দেবেন!

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে অলকা বললে,—কিন্তু ও বারো টাকা শোধ দেবার সামর্থ যে আমার কবে হবে···

—বেশ তো···না হয় ও মাসে দেবেন...না হয় তার পরের মাসে!

কোনমতে এ-দায় থেকে মুক্তি পেলে বিমল যেন বাঁচে!

অলকা বললে,—কিন্তু ও বারো টাকা কোনো কালে শোধ দেবার সামর্থ যদি না হয়?

বিমল বললে,—তাহলে আমার ও বারো টাকা না হয় আমি

কোনো দিন পাবো না!…কিন্তু এ বারো টাকার দৌলতে এখান থেকে আমরা ছ'জনে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যেতে পারবো।

অলকা একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলে বললে,—আজকের বিজয়া দশমীর দিনে মা-তুর্গা আমাকে খুব শিক্ষা দিয়ে গেলেন!—যাক, আপনার অপমান করতে পারবো না—সেজন্য আমাকে যা বলবেন, করবো। কিন্তু আজ আপনাকে যে-জ্বালাতন করলুম, তার গ্লানি জীবনে আমি ভুলবো না।

বিমল বললে,—আমাকে বলেছিলেন ইমোশনাল্—আপনিও কম সেন্টিমেণ্টাল নন্! এখন কথা রেখে শাড়ীখানা নিন্—

অলকা বললে,—যে-ঋণে আপনি আমাকে ঋণী করলেন—পদে-পদে নিজেকে অপরাধী জেনে কুণ্ঠিত থাকবো! ও-শাড়ী লজ্জার মতো আমাকে ঘিরে থাকবে।

বিমলের রাগ হলো—বারোটা টাকা বার করে সে অলকার হাতে দিলে; দিয়ে বললে,—আপনার পঁচিশ টাকা বার করুন—

তারপর বোম্বাইওয়ালার পানে চেয়ে বললে,—শাড়ীখানা বাক্সে ভরে দিন।

অলকা নিঃশব্দে দাম দিলে। বিমল নিলে শাড়ী। তার পর ছজনে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। মলিন-মুখে অলকা বললে,—আপনি খুব রাগ করেছেন বিমলবাবু—

না—

—আপনাকে দণ্ড দিতে হলো।—কিন্তু যেমন করে পারি, সামনে মাসে এ-টাকা আমি শোধ করে দেবই।—আপনার টাকায় বিলাস-ভূষণ করবো, গরীব হলেও এত ছোট মন আমার নয়!—বারো টাকার চেয়ে আপনার বন্ধুত্বের দাম অনেক বেশী।

বিমল বললে,—এখন কি প্রোগ্রাম, বলুন ?

অলকা বললে,—আপনার বই কিনবেন না ?

বিমল বললে,—থাক গে ! রাত হয়ে গেছে !

বিমল আবার বললে,—এতখানি মনস্তাপ করবেন না। বই কাল কিনবো। এখন অর্ধেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।—চলুন, বাড়ী যাই।

অলকা বললে,—বাড়ী ?

—না হলে আর কোথায় যাবো ?

অলকা বললে,—সেই বেঙ্গল হোটেল ?

বিমল বললে,—না। বেঙ্গল হোটেলে আমি থাকি না !

অলকা বললে,—কোথায় থাকেন ?

বিমল তার ঠিকানা বললে।

শুনে অলকা চমকে উঠলো ! বললে,—বাঃ ! আমিও যে ঐ রাস্তায় থাকি। আমার ফ্ল্যাট ১২ নম্বরে।

বিমল বললে,—রসা রোডের সে ফ্ল্যাট ?

—সে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছি আজ তুমাস। এ ফ্ল্যাটের ঘর আরো ভালো। তবে ভাড়া পাঁচ টাকা বেশী দিতে হয়। তা হলেও এ ফ্ল্যাটের ঘরে হাত-পা মুড়ে থাকতে হয় না—হাত-পা ছড়ানো যায়।...একদিন আসবেন অফিসের পথে। আপনার ফ্ল্যাটের নম্বর ২৬—আমার হলো ১২।—মাঝখানে কখানা বাড়ীর বা তফাৎ !

বিমল কোনো জবাব দিলে না

লিণ্ডসে স্ট্রীট ধরে তুজনে আসছিল চৌরঙ্গীর দিকে। সামনে একখানা খালি-ফিটন দেখে বিমল বললে,—ফিটনটাকে ডাকি। ট্রামে তো সেই ভিড়—বিশেষ আজকের রাতে ও-ভিড় কমবে না।

সহজ স্বরেই অলকা বললে,—তাই দেখছি।

ফিটন নেওয়া হলো—দুজনে ফিটনে উঠে বসলো।

বিমল যাচ্ছিল সামনের সীটে বসতে, অলকা বললে—না বিমলবাবু, আমি তাহলে নেমে যাবো।

বিমলকে পাশে বসতে হলো। গাড়ী চললো।

গাড়ীতে দুজনেই নিঃশব্দ-নীরব।

আগে ১২ নম্বর বাড়ী তারপর ২৬ নম্বর।

১২ নম্বরের সামনে গাড়ী থামলো। অলকা নামলো। বললে,—নমস্কার। আর কোনো কথা নয়।

গাড়ী আবার চললো।

পিছন-পানে তাকিয়ে বিমল দেখলো, অলকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করেছে। মনে আঘাত লাগলো—একবার নামতে বললো না অলকা?

কেন বলবে? অলকার সঙ্গে সে আজ যে-ব্যবহার করেছে, তাকে ভদ্রতা বলে না! পরিচয় আছে! শুধু পরিচয় কেন? খানিকটা বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্বে নির্ভর করে অলকা সাদরে তাকে ডেকেছিল শাড়ীর দোকানে তাকে একটু সাহায্য করতে! বিমল যে রূঢ় ভাষায়—তারপর সারা গাড়ী এই কঠিন নিঃশব্দতা—

অন্যায় করেছে! বিমল খুব বেশী অপরাধ করেছে—

পরক্ষণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ভরে মন বলে উঠলো, তুমি ভেবেছো কি? তোমার মতো বন্ধুর অভাব নেই? তোমাকে ডেকেছিল, তোমার মধ্যে একদিন স্বাতন্ত্র লক্ষ্য করেছিল, তাই! নাহলে তুমি ভাবো, তোমার উপরে অলকার—

লজ্জায় ধিক্কারে বিমলের মন যেন কালি হয়ে গেল! কোচম্যান

বললে,—২৬ নম্বর বাড়ী বাবু

গাড়ী থেমেছে! বিমল গাড়ী থেকে নেমে পড়লো।

(১২)

মনের উপর কালো মেঘের ছায়া!

বারান্দায় চেয়ার টেনে সেই চেয়ারে বসে মনের কালো মেঘের গায়ে কল্পনার তুলি বুলিয়ে বিমল নানা রঙে রঙীন ছবি আঁকতে লাগলো।

হঠাৎ মনে পড়লো, না ছবি আঁকা নয়! রঙ-তুলি নিয়ে এখানে লাল-সবুজ-হলদে রঙের খেলা সে খেলতে আসেনি! কাজ করতে এসেছে! কর্ম-সাধনা! দুরন্ত উদ্দাম ঘোড়ার মত মনকে খেলার মাঠে ছেড়ে দিলে চলবে না! কর্ম-সাধনায় তাকে জুতে রাখতে হবে সংযমের লাগাম পরিয়ে!

কাজে সে মন দিলে।

কবে কি করতে হবে, আগে থাকতে তার নির্দেশ নেই! আজ হয়তো লোকজন নিয়ে খিদিরপুরের ডকে ছুটলো ইনভয়েসে কি-না কি গোল হয়েছে! কাল চলেছে কোন শিপিং-কোম্পানীর সাহেবের ভুল ভাঙ্গাতে! কোনোদিন বিশ-পঁচিশখানা চিঠি ড্রাফট্ করেছে—কোনোদিন বা সারাদিন চেয়ারে বসে হাই তুলে আলেস্য-ভরে কেটে গেল!

থেকে থেকে মন বিদ্রোহ তোলে! প্রিয়শঙ্কর তাকে নিয়ে এ কি খেলা খেলাচ্ছেন? তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করে এমনি অনিশ্চিতভাবে তাকে একটি বৎসর কাটাতে হবে? আর সকলে অফিসের কাজ করছে —তাদের কাজের নির্দিষ্ট ধারা আছে! তার বেলায় এমন আলাদা ব্যবস্থা কেন? চ্যাটার্জি সাহেব বলেন, জ্যাক্-অব্-অল্ ট্রেডস্! তার যা মানে, সে-মানে ধরলে মানুষ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা বিমলের কস্মিনকালে থাকবে না। অফিসে তার গ্রেড্ নেই পোস্ট নেই,! মাসে-মাসে টাকা

পায়! মনে হতে লাগলো, এ যেন ভিক্ষা!

বিভাবরীকে দান করবেন—তাই টাকা দিয়ে তাকে বশ করা হচ্ছে যেন! বিভাবরীকে পাবার জন্য তাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে!

কিন্তু সে যোগ্যতা-অর্জনের কি এই উপায়?

কিসের জন্য মনকে সে এমন উপবাসী রাখবে?——বিভাবরীকে চিঠি লেখা বারণ——

মন হুঙ্কার তুলে বলতে লাগলো,—কেন? কেন?

বিভাবরীকে আগে যে চিঠি লিখেছে, ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে সে চিঠিতে বিমল কখনো এতটুক চপলতা প্রকাশ করেনি। প্রিয়শঙ্কর তা জানেন!——তবে?

প্রায়ই সে বসে-বসে অফিসের এবং ঘরের প্রত্যেকটি দিনের কর্মের হিসাব-নিকাশ করে! ভেবে পায় না, যে-ভাবে কাজ করছে, এই কাজের সিঁড়ি পার হয়ে কেমন করে একদিন এই অফিসের জামাতৃ-যোগ্য পদের যোগ্য হবে! ভবিষ্যতে কি করে এই এত বড় অফিস-পরিচালনার কাজে সুদক্ষ হবে!

অফিসে বড়-বড় কাজ নিত্য হয়। সে-সব কাজের সঙ্গে পরিপূর্ণ সংযোগ ঘটে না!——

মার্কেটে অলকার শাড়ী কেনা ব্যাপারের পর আরো দু'মাস কেটে গেছে। অফিসে সে আছে আজ পাঁচ মাস।

অলকার দিক থেকে মনকে ফিরিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে আগের কারণ ছিল, প্রিয়শঙ্করের উপর অভিমান আর আক্রোশ! এখন সে-কারণের সঙ্গে অন্য কারণ এসে মিশেছে। সে কারণ, অলকার উপর

অলকার ওখানে সে যায়নি, সত্য—কিন্তু অলকা তো তার ঠিকানা জানে ! ক'খানা মাত্র বাড়ীর ব্যবধান !

অলকার না-আসার বিচার করতে বসলে মন হঠাৎ নরম হয় ! বলে, বেচারী ! ইচ্ছা থাকলেও হয়তো সে আসতে পারছে না সেই বারোটা টাকার দায়ে ! হয়তো সে-টাকা এখনো সংগ্রহ করতে পারেনি। সেই লজ্জায় সে আসে না—আসতে পারেনি !

তা যদি হয়, তাহলে সে টাকা তাকে দিয়ে সাহায্য করা দূরে থাকুক, অলকাকে সে দস্তুরমতো বিপন্ন করেছে ! উপায় ?

তাকেই একদিন যাওয়া উচিত। গিয়ে অলকাকে বলবে, তুচ্ছ সেই টাকাগুলোর জন্য আসতে পারিনি, মিস্‌ সেন ! ক'টা টাকার জন্য আমাদের বন্ধুত্ব এমন ক্ষুণ্ণ হবে, এ উচিত নয়। মনে করো, ওটা ঋণ নয় ! কোনোদিন দু'চার টাকার দরকার হলে তোমার কাছে চাইতে কুণ্ঠা করবো না ! তুমিও তেমনি—

কিন্তু তা হয় না ! অলকা যদি এ-কথায় অপমান বোধ করে ? যদি বলে, এ ভিক্ষা আমি কেন নেবো ?

প্রত্যহ অফিস থেকে ফেরবার সময় বিমল ভাবে, বাসায় ফিরে আজ নিশ্চয় দেখবে, অলকা তার প্রতীক্ষায় বসে' আছে ! সে পৌঁছুবামাত্র সলজ্জ-হাস্যে বলবে,—মাপ করবেন বিমলবাবু, এই টাকাগুলোর জন্যে আসতে পারিনি। কিন্তু কোনোদিনই তার এ-আশা আর পূর্ণ হয় না !

সেদিন বেলা তিনটের সময় চ্যাটার্জী সাহেবের ঘরে বিমলের ডাক পড়লো। বিমল এলো। চ্যাটার্জী সাহেব বললেন,—একটা ইয়ে হয়েছে। মানে, আজ রাত্রের মেলে আমি বোম্বে যাচ্ছি—যে ক'দিন

বাইরে থাকবো, কর্তা লিখেছেন, অফিসের চার্জে থাকবে তুমি।

বিমলের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো ! বিমল স্বপ্ন দেখছে ? না, এ সত্য ?

চ্যাটার্জী সাহেব বললেন,—মানে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্ট যেন সচল থাকে। কেউ না ফাঁকি ছায় বা কোনো রকম গলদ না কোথাও ঘটে।

বিমলের কানে গেলেও মনে এ-কথা কতখানি পোঁছুলো, বোঝা গেল না। মন আনন্দে নৃত্য করছিল—মনের মধ্যে প্রচণ্ড-মুখর হয়ে উঠলো শুধু একটা কথা—চার্জ ! চার্জ !

চ্যাটার্জী সাহেবের দ্বিতীয় বাক্য শুনে বিমল চম্‌কে উঠলো। তিনি বললেন,—প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্ট যেন সুশৃঙ্খল-সচল থাকে !

এতদিনের মধ্যে কোনোদিন কি এই অফিস-যন্ত্রের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ?—যেন সচল থাকে। কোন্ সুইচের সঙ্গে কোন্ ডিপার্টমেণ্টের যোগ-সূত্র গাঁথা—কোন্‌টা টিপলে গতি সঞ্চালিত হবে, তার কোনো হদিশ তো তাকে ছায়নি !

চ্যাটার্জী সাহেব বললেন,—বিলিতী আর জাপানী 'ডাক' যা আসবে, না দেখে তেমনি যেন সে 'ডাক' বম্বেতে আমার নামে পাঠানো হয়। অন্য চিঠিপত্র সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই। যতদিন আমি এসে না ফিরি, তাড়াবন্দী ক'রে আমার ড্রয়ারে রেখে দেবেন। আমি এসে তার ব্যবস্থা করবো। তবে কাজের কথা নিয়ে যত লোক অফিসে আসবেন, তাঁদের সঙ্গে আপনি কথাবার্তা কইবেন। কন্‌ট্রাক্টের কাজ আছে—নতুন এবং পুরানো, দুই। বিল চেক্ করা, পেমেণ্ট করা, চেক্ সই—এ-সব কাজের ভার আপনার উপর দেওয়া হচ্ছে। এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট প্রত্যহ আপনার হাতে টাকাকড়ি বুঝিয়ে দেবেন টাকা বুঝে নিয়ে তাঁর খাতায় সই দেবেন। এ-সব টাকা রাত্রের মতো থাকবে আমার ঘরের ঐ বড় আয়রন-

সেফে। পরের দিন সকালে ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাবেন কিন্তু সব সময় ছ'হাজার টাকা নগদ সেফে রাখবেন—ছোটখাট ক্যাশ-পেমেণ্ট যদি দরকার হয়, সেজন্য। ছ'শো টাকায় উপর যা-কিছু পেমেণ্ট, তা হবে চেকে। ছ'শো টাকার নীচে যত পেমেণ্ট, তা হবে চেকে কিম্বা ক্যাশে! —এ সম্বন্ধে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট আপনাকে সাহায্য করবে।

বিমল বিশুষ্ক-মুখে শুধু মাথা নাড়লো—যেন নিজের সজীব সচেতনতা উপলব্ধির জন্য।

চ্যাটার্জী সাহেব বললেন,—সিন্দুকের চাবি কারো হাতে দেবেন না—অফিসে অবিশ্বাস করবার মতো লোক আছে, তা বলছি না। তবে এ-ট্রাস্ট with vigour রক্ষা করা হয়। অফিসের রীতি তাই, যাকে বলে, discipline। সিন্দুকের চাবি আপনার হাত ছাড়া অন্য কারো হাতে যাবে না এবং সিন্দুক খুলবেন শুধু আপনি! এখন আসুন, সিন্দূকের contents বুঝিয়ে চাবি আপনার হাতে তুলে আমি এ-পোস্টের চার্জ আপনাকে দিই।

এ-সব আচার-রীতি পালন করে' চ্যাটার্জী সাহেব তাঁর আসনে বিমলকে বসিয়ে চলে গেলেন। বিমল হলো অফিসের ম্যানেজার।

১৩

মন থেকে বাইরের জগৎ যেন ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিভাবরী, প্রিয়শঙ্কর, অলকা সেন, কাশানোভা—সমস্তই গেল ছায়ায় মিলিয়ে!

এত বড় দায়িত্ব—নিষ্কলঙ্ক হাতে এ দায়িত্ব সম্পন্ন করে আবার এ দায়িত্ব নিজের হাত থেকে সরিয়ে চ্যাটার্জী সাহেবের হাতে তুলে দেবে—

দিতে পারবে তো ?—এ চিন্তায় তার বুক ভারী হয়ে উঠলো।

রাত্রে বিমল দুঃস্বপ্ন দেখে—বার-বার ঘুম ভেঙে যায়। যেন শহরের যত চোর খবর পেয়েছে অফিসের সিন্দুকের চাবি আজ চ্যাটার্জী সাহেবের কাছে নেই—সে-চাবি বিমলের কাছে আছে! এবং এ-খবর জানতে পেরে তারা যেন দল বেঁধে ঐ দেওয়ালে সিঁধ লাগিয়ে—খড়খড়ি ভেঙে আক্রমণ-উদ্যত! ঐ বুঝি বারান্দা ডিঙ্গিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

ভয় পেয়ে বিমল বারান্দার দিককার খড়খড়িটা চেপে বন্ধ করে।

ভয় তবু ভাঙ্গে না—ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুন ভেঙ্গে বিমল দেখে, সে নেয়ে উঠেছে! চাকর ছিল সিধু। বিমল শেষে তাকে বললে, আমার ঘরের মেঝেয় রাত্রে বিছানা করে' তুই শুবি!—যদি কোনোরকম অসুখ-বিসুখ করে—

অফিসে ক'দিনই তার কাটলো কেমন মোহাচ্ছন্নের মতো!

লোকজন আসে ম্যানেজারের কাছে। রাজ্যের নানা আলোচনা বলে। কত রকমের প্রস্তাব চলে, পরামর্শ চলে।

এ-সব কাজ করে' সাড়ে পাঁচটায় অফিস বন্ধ হলে সিন্দুকের চাবি পকেটে নিয়ে বিমল বাসায় ফেরে—ট্রামে নয়—মোটরে করে'। অফিসের মোটর। ম্যানেজারের জন্য এ-গাড়ী মজুত। মাথা হয়ে থাকে ভারী পাথরের মতো।

ড্রাইভার রোজ বলে,—কোঠী ?

চম্‌কে বিমল বলে,—না, না, ময়দানে—স্ট্রাণ্ড—

গাড়ী কোনদিন ময়দান ঘুরে, কোনদিন স্ট্রাণ্ড ঘুরে বিমলকে এনে নামিয়ে দ্যায় তার ফ্ল্যাটের সামনে।

মাঠে নেমে বিমল খানিক ঘুরে বেড়ায়—বেঞ্চে বসে। তাকে

ঘিরে শ্রান্ত-শহরের কলরব-গুঞ্জরন গুঞ্জরিত হয়। সে-গুঞ্জরণে বিভ্রান্ত বিমলের মন ভবিষ্যতের পথে কল্পনা-কুসুম-চয়নে তন্ময় হয়ে ওঠে!

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হ'লে বিমলের হুঁস, হয়—বিমল গাড়ীতে এসে বসে। বাড়ী ফেরে।

চুপচাপ বিমল ঘরে বসেছিল। সামনে ক্যালেণ্ডার। দিনের পর দিন একটা করে' তারিখের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে! ক্যালেণ্ডারের পানে চেয়ে দেখে, বড়-বড় হরফ জ্বল্‌জ্বল করছে—সান্‌-ডে—জানুয়ারি ২২—বুকখানা ধ্বক করে উঠলো। অফিসে সে জয়েন্‌ করেছে আগস্ট মাসে। ছ'মাস পূর্ণ হয়েছে! এখনো ছ'মাস এমনি কৃচ্ছ্রসাধন চলবে! আর ছ'মাস কাটলে বিভাবরী অফিস—এ-সবে তার অধিকার জন্মাবে!

এ-কল্পনার নেশা তাকে চকিতে বিবশ-বিহ্বল করে' তুললো।

সামনের বাড়ীতে রেডিয়োর গান চলছে—রবীন্দ্র-সঙ্গীত—

গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটীর পথ
আমার মন ভুলায় রে!
(ওরে) কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধূলায় রে!

বিমল চমকে উঠলো! কার পানে বিমলের গ্রাম-ছাড়া মন হাত বাড়িয়ে আজ রাঙ্গামাটীর পথে ছুটে চলেছে! শেষে যদি ধূলায় লুটায়? চিন্তার তরঙ্গ উঠলো এবং সে-তরঙ্গ বয়ে আবার মনে এসে লাগলো গানের কথা—

(ও যে) কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্‌ চুলায় রে।

চুলা! শেষে বিভ্রান্ত মন চুলায় যাবে? কি করে'? গ্রাম-ছাড়া এ রাঙ্গামাটীর পথে সে তো লক্ষ্য হারায়নি! তবে?

বাতাসে সুরের মালায় গান চলেছে--

(ও যে) কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে,
কোন্‌খানে কি দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে!

বুকের মধ্যে গানের কথাগুলো বাজতে লাগলো! গ্রাম ছেড়ে সে এসেছে এই শহরে—রাঙ্গামাটীর পথে! তাই কি?—

চোখ পড়লো টেবিলের উপরে সংরক্ষিত—বিভাবরীর ছবির পানে। তিন বৎসর আগে তোলা ছবি। বিমল নতুন ক্যামেরা কিনেছিল, খুব পাওয়ারফুল লেন্স--সে-ক্যামেরায় প্রথম ছবি তোলে বিভাবরীর।—

বিভাবরী এখন কি করছে? নির্বাসিত-বিমলের কথা ভাবে? নিশ্চয় ভাবে। যখন বর্মায় ছিল, বিভাবরী চিঠি লিখতে কোনাদিন কার্পণ্য করেনি। সে-চিঠিতে সহস্র প্রশ্ন থাকতো—বিমলের কুশল—কাজ-কর্ম কেমন চলছে জানবার আগ্রহ—কেমন দেশ সে পরিচয় নেবার কৌতূহল। আজ সে চিঠি লেখে না—নিষেধের জন্য। এ নিষেধ বিমলকে যেমন পেষণ করছে, বিভাবরীকেও তেমনি পেষণ করছে, নিশ্চয়!—চিঠি লেখা বন্ধ! আচ্ছা, যদি ডায়েরির মতো লিখি?—বিভাবরীকে সম্বোধন করে' মনের প্রতিদিনের চিন্তা যদি লেখার অক্ষরে গেঁথে রাখি? সেলেখা ডাকে পাঠাবো না—খাতায় লেখা থাকবে! আর ছ'মাস কেটে গেলে ব্রত-শেষে বিভাবরীর সঙ্গে যখন দেখা হবে, সে-খাতা দেখিয়ে বলবো, তোমাকে উদ্দেশ করে

প্রতিদিন যত কথা মনে জেগেছে, এই ছাখো বিভা, সে-সব কথা তারিখ দিয়ে লিখে রেখেছি! ছ'মাস কতদিন বা! এই তো দেখতে দেখতে ছ'মাস কাটলো! বাকী ছ'মাসও এমনি কেটে যাবে! ভাবতে ভাবতে মন একেবারে অধির চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সিধুকে দিয়ে দোকান থেকে তখনি একখানা বাঁধানো মোটা খাতা কিনিয়ে আনলে। আনিয়ে খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে সযত্নে বিমল লিখলো খাতার নাম—

বিভাবরী

সমীপেষু,

তলায় লিখলো নিজের নাম—বিমল

তার পর খাতার পাতায় মনকে অক্ষরের তরঙ্গে দিল মুক্ত করে—লিখলো—

ছ'টা মাস কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেছে, বুঝতে পারছি না। শুধু মনে হচ্ছে, ছ'মাস এত ক্ষণিক! বাকী ছ'মাস তা হলে কাটবে বিভা!

আমি এখন অফিসের চার্জ পেয়েছি। ম্যানেজার চ্যাটারর্জী সাহেব গেছেন বম্বে। এখনো ফেরেননি! লিখেছেন, ফিরতে এখনো ছু'এক মাস দেরী হতে পারে।

আজ বুঝেছি, তোমার বাবা আমাকে যে-পথে এনে দিয়েছেন, এ-পথে ঠিকভাবে চলতে পারলে একদিন সিদ্ধিলক্ষ্মীকে পাবো!

এই পর্যন্ত লিখেছে, পিছন থেকে সিধু ডাকলো,—বাবু—বিমল তার পানে ফিরে তাকালো। সিধু বললে,—একটি মেয়েলোক এসেছেন—

মেয়েলোক ! তার ফ্ল্যাটে সন্ধ্যার পর !

বিমল চম্‌কে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণে চমক গেল কেটে ! নিশ্চয় অলকা !

বিমল বললে,—ডেকে আন্——

সিধু বাইরে চলে গেল। খাতা বন্ধ করে বিমল সেটা দূরে ঠেলে রেখে সিধা হয়ে বসলো দ্বার-পথে দৃষ্টি। সে দ্বার-পথে ঘরে ঢুকলো অলকা সেন। পরিপাটী মিষ্ট সুরভিতে ঘরে ভরে গেল।

হেসে অলকা বললে,—খুব চমকে উঠেছেন—না? ভূত দেখলে মানুষ যেমন চম্‌কে ওঠে—ঠিক তেমনি ?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিমল বললে,—কি খবর ?

অলকা বললে,—মুক্তি নিতে এসেছি।

মুক্তি ? কথাটা বিমলের কানে লাগলো যেন কেমন-ধারা।

অলকা হাসলো, হেসে বললে,—নির্বাণ-মুক্তি নয়। সে মুক্তি এ জীবনে মিলবে না। ঋণ থেকে মুক্তি—টাকার ঋণ। সেই বারোটা টাকা

কথাটা বলে অলকা তার ভ্যানিটি-ব্যাগ খুললো ; খুলে তার মধ্য থেকে একখানা দশ টাকার নোট এবং দুটি টাকা বার করে বিমলের সামনে টেবিলের উপর রাখলো।

বিমল বললে,—এই সন্ধ্যাবেলায় ঋণশোধ ?

অলকা বললে,—তার আগে শোধ করবার সুবিধা হয়নি। এই বারোটা টাকা বারোটা কাঁটার মতো ক'মাস উঠতে-বসতে আমাকে বিঁধে কি যাতনাই যে দিয়েছে ! কতদিন একলা বসে অধীর হয়েছি, সময় কাটতে চায় না, ভেবেছি, একবার এসে দুটো কথা কয়ে যাই। কিন্তু আসতে পারিনি। এই বারোটা টাকা বারো কাঁটার বেড়া বুনে পথ আটকে রেখেছিল।

বিমল বললে,—ও বারো টাকাকে আমি কিন্তু জপমালা করিনি কোনো দিন।

—সে আপনার মহত্ত্ব। আপনি বড় লোক বারোটা টাকার দাম আপনার কাছে হয়তো অতি-তুচ্ছ। কিন্তু এ বারো টাকা আমার কাছে—বুকের রক্তের মতো দুর্মূল্য। আজ কিছু টাকা পেয়েছি পেয়ে আর বাড়ী ঢুকিনি সোজা আপনার এখানে এসেছি টাকার ঋণ শোধ করতে।

বিমল বললে,—ভেবেছিলেন, আমি কাবুলী মহাজন!

অলকা বললে,—তা নয়, আমি জানি আপনি সদাশয়। তবে টাকার ঋণে কত গ্লানি—মানুষকে এ কতখানি ছোট করে রাখে—এ ক'মাস পলে-পলে আমি তা বুঝেছি। আর সব ঋণ মানুষ বইতে পারে—পারে না শুধু টাকার ঋণ বইতে।

বিমল বললো—যাক, ঋণ শোধ করে মুক্তি পেলেন তো—

একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—বড্ড আরাম বোধ করছি—আপনার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছি—এ কি কম স্বোয়াস্তি।

বিমল বললে,—মাথা তুলে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন? বসবেন না? আপনার ঘরের মতো পরিপাটী নয় বলে বসতে বোধ হয় লজ্জা করছে?

হেসে অলকা বললে,—আপনি খুব কথা জানেন, জানি! কিন্তু আর কিছু বলতে হবে না, আমি বসছি। অলকা বসলো চেয়ারে—বিমলের সামনা-সামনি। বসে বললে,—এবার আপনি বসুন মহিলার সম্মান রক্ষা করেছেন তো।

বিমল বসলো। বসে বললে,—এখন কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—কাশানোভা থেকে নয়। কাজ করতে হয়। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের

জন্য। কাজ কখনো পাই, কখনো পাই না। এখন পেয়েছি, তাই লোকজনের সঙ্গে দেখা করবার সাহসও মনে জেগেছে। কিন্তু না, আপনার ঘর-সংসার দেখি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়লো বিভাবরীর ফটোগ্রাফের পানে। ফটোখানি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে অলকা বললে, —বৌ?

বিমল বললে, —বিয়েই হয়নি আমার—তা বৌ!

—হবে?

বিমল বললে,—কথা আছে।

তবে?

বিমল বললে,—পৃথিবীতে কথা থাকে অনেক রকম। সব কথা কি কাজে ফলে?

একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করে অলকা বললে,—তা ঠিক। তা আপনাকে জ্বালাতন করবো না—এখনো বোধ হয় খাওয়া হয়নি? ঘরে ঢোকবার সময় পাশের রান্নাঘরে দেখলুম, ঠাকুর ব্যস্ত রয়েছে। তাতেই মনে হলো, ভোজনের আয়োজন হচ্ছে। তা হ্যাঁ, আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি—দ্বিতীয়বার আমার জীবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে উদয় হয়ে আমার মান বাঁচিয়েছেন।

বিমল বললে,—তৃতীয়বার যদি প্রয়োজন হয়, ডাকবেন আপনার শ্রীকৃষ্ণকে।

অলকা বললে,—আর ও কামনা করবেন না। আজন্ম ঋণের বোঝা বাড়াবো? সে-ঋণ শোধ দেবার সঙ্গতি তো আমার নেই—কোনোদিন হবেও না এ-জন্ম।

হেসে বিমল বললে,—না হয় পরজন্মে শোধ করবেন।

অলকা বললে,—না না, তামাসার কথা নয়। আমার জানা জগৎ কতটুকুন্ বা! তার মধ্যে আমার মতো মানুষ দু'জন আর দেখিনি। —খোশামোদ করছি না—অকপট সত্য কথা বলছি। বিশ্বাস করুন।

বিমলের মনে চকিতের কৌতূহল। সে-কৌতূহল সে দমন করতে পারলো না। সে বললো—দয়া করে বলবেন আপনার জানা জগতের কথা? জগৎকে আমিও বড় বেশী জানি না।

অলকা কি ভাবলো; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—বলবো একদিন। এখন তার সময় নয়। আসি। আটটা বাজে।

এখনি চলে যাবে? বিমলের মন বলে উঠলো, একটু ধরে রাখো। অলকার সঙ্গে কথা কয়ে আরাম পাও তো। আবার কবে আসবে। আসবে কি আসবে না! আলকার জানা-জগতে যারা ওর জানা লোক বন্ধু—তাদের ভিড়ে তাদের কলরবে অলকা যদি এখানে আসতে ভুলে যায়? মানুষ-জনের সঙ্গে মনের দুটো কথা কইতে না পেয়ে তার মন সংযমের দারুণ শুষ্কতায় জীর্ণ হতে বসেছে যে। বিমল বললে,—এখনি যাওয়া হবে না। আমাকে অভদ্র বানিয়ে চলে যাবেন?

অলকা বললে,—কিসে আপনাকে অভদ্র বানাবো বলুন তো?

বিমল বললে,—অন্তত এক পেয়ালা চা offer করতে দিন্। না হলে ভাববো, আমি মহাজন, টাকা ধার দেওয়া এবং সে টাকা আদায় করা ছাড়া আমার আর অন্য কাজ জানা নেই।

হেসে অলকা বললে,—দেখুন তো নিজেকে অপরাধী ভেবে আমাকে শ্লেষ করছেন। আমি কি তাই বলেছি?

বিমল বললে,—তা যদি না বলে থাকেন, তাহলে ও-কথা যাতে কখনো না বলতে পারেন, আমাকে সুযোগ দিন।

অলকা বললে,—ও···চা মুখে দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চান?

বিমল বললে,—তাই।

অলকা বললে—কিন্তু শুধু এক পেয়ালা চা! মনে আছে, আমার ওখানে যেদিন আপনি পায়ের ধূলা দিয়েছিলেন, সেদিন কি আচরণ করেছিলেন? আজ আমি তার শোধ নেবো।

বিমল বললে,—নেবেন শোধ? বলুন, নিক্তির ওজনে?

অলকা সকৌতূহলে বিমলের পানে অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তাপ পর বললে,—কেন বলুন তো—এ শোধ-বোধের জন্য দাঁড়িপাল্লা আনছেন?

বিমল বললে,—সেদিন শুধু এক পেয়ালা চা পান করেছিলুম সত্যি…কিন্তু বসেছিলুম ত্ব'ঘণ্টার ওপর!…দশটা বেজে যাবার অনেক পরে আপনি ছুটি দিয়েছিলেন!

যুগ্ম ভ্রূ বিস্ফারিত করে অলকা বললে,—আমাকেও আজ দশটা বেজে যাবার অনেক পরে এখান থেকে তাই ছুটি নিতে হবে?

বিমল বললে,—আপনি শোধবোধের কথা বললেন কি না…

অলকা বললে,—বেশ, আপনার এ চ্যালেঞ্জ আমি এ্যাক্‌সেপ্ট করলুম! দশটার পরে কেন, বারোটার পরেও আপনি যদি যেতে না বলেন, আমি এখানে বসে, আপনার সঙ্গে গল্প করবো।

বিমলের বুকের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে অশনির গর্জন! সে কোনো জবাব দিতে পারলো না। বাইরে গেল সিধুকে চায়ের কথা বলতে।

চায়ের ফরমাশ করে পাশের ঘরে বিমল বহুক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চকিতের জন্য মনে হলো, যে-সময়টিতে মনের সংযম-শক্তির অবিচলতা সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করে' সে বিভাবরীর উদ্দেশে আপন কৃচ্ছ্রসাধনার বিবরণ লিখতে সমুদ্যত, সেই সময়টিতেই অলকা কোথা

থেকে সে গর্বানুভূতির উপর অট্টহাস্যের মতো ফেটে ঝরে পড়লো !... মনে-মনে তার অলকার সান্নিধ্য সে যেমন প্রতিক্ষণে কামনা করেছে, তেমনি সেই সঙ্গে বিরাগ-ভরে তাকে এড়িয়ে চলবার জন্য প্রাণ-পণ প্রয়াসেও ক্ষান্ত ছিল না !...

অলকাকে ভালো লাগে। এতখানি অজানা-আবহাওয়ার অনাস্বাদিত মাধুর্যে অলকা তার মনে ইন্দ্রজাল রচনা করে' তুলে যে দূরে গেলেও অলকাকে কেন্দ্র করে বিমলের মন স্বপ্নপুরী গড়তে থাকে !

অলকা আসে-যায়...বসন্ত বাতাসের মতো। সে আসা-যাওয়ার অন্তরালে এতটুকু অভিসন্ধি বা দূষিত আবহওয়ার আভাস মেলে না !

···কিন্তু তার এ আসায় সিধু যদি কিছু মনে করে ?···কলকাতার চাকর···ও যদি ভাবে, বাবুর বান্ধবী এসেছে বাবুর কাছে ··এই রাত্রে···একাকিনী...

এমনি নানা কথা মনের উপর দিয়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো রেশারেশি ভরে ছুটে চললো... এবং তাদের সবেগ ক্ষুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন মন বারম্বার বলতে লাগলো—অলকার সম্বন্ধে মিথ্যা কেন এ-সব কথা মনে উদয় হয় ? বন্ধুকে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারো না ? অলকার শুভ্র নির্মল প্রীতি-বন্ধুত্বে তোমার মনের কালি মাখিয়ে কেন কালো করে' অলকার অপমান করো ?

জোর করে মনকে শাসিয়ে বিমল ঘরে ফিরলো···যে ঘরে অলকা ছিল, সেই ঘরে।

(১৪)

ঘরে এসে বিমল দেখে, মোটা খাতাখানার পাতা খুলে অলকা তারি উপর মন নিবিষ্ট করেছে।

সহজ স্বরেই বিমল বললে,—না বলে পরের জিনিষ ঘাঁটলে···

মুখ ফিরিয়ে হেসে অলকা বললে,—চুরি করা হয় না নিশ্চয় !···বরং না জানিয়ে লুকিয়ে অতিথির গতিবিধি লক্ষ করা...অতিথিকে তাতে চোরের অধম করে' তোলা হয়, আজ আপনি আমাকে সেই শিক্ষা দিলেন বটে !

এ-কথায় যেটুকু জ্বালা ছিল, ফুটন্ত জলের মতো সে জ্বালা লাগলো বিমলের সারা মনের উপর।

বিমল বললে—আপনার পরিহাস এত কড়া হয় কি করে, তাই ভাবি ...মানুষটি তো দেখি মৃদু কুসুমাদপি !

ডাগর দুই চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি বিমলের মুখে নিবদ্ধ করে' অলকা বললে,—তার মানে ?

বিমল বললে,—তার মানে একখানা বাঙলা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছি—চিঠির স্টাইলে...তাই ও-লেখা ছাপা হয়ে বেরুবার আগে লেখক ভিন্ন আর সকলের না দেখা উচিত নয় কি ?

উঠে দাঁড়িয়ে স্বরে একটু ঝঙ্কার দিয়ে অলকা বললে,--থাক্ থাক্, আমাকে বোকা পেয়ে যা-তা কথায় ভুলোতে হবে না !···টেবিলের উপরে ফটোগ্রাফ আর সেই ফটোগ্রাফের পাশে এই পূজার মন্তর—এ থেকে ব্যাপার বুঝতে কারো বাকী থাকে না !···আমি বুঝেছি বিমলবাবু, এবং বুঝেছি বলে আপনার এতে লজ্জা হবে কেন, সেইটুকুই শুধু আমার বুদ্ধির অগম্য !

পরাজয়ের গ্লানিতে বিমলের মন ভরে উঠলো। সে গ্লানি মোচনের অভিপ্রায়ে বিমল বললে,—আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।···কিন্তু যখন এতখানি বোঝাবুঝি হলো দু'জনের মধ্যে, আপনাকে এ ছবির-পরিচয় দিতে আমার বাধেনি, তখন নিজেকে যে-রহস্যের আড়ালে গোপন রেখেছেন, সে আড়াল আপনি সরিয়ে নেবেন, এ-আশা আমার

দুরাশা হবে কি ?

যেন আকাশ থেকে পড়ছে, এমনি বিস্ময়ের ভঙ্গীতে অলকা বললে,— অর্থ কি ?

বিমল বললে,—তার অর্থ খুব সহজ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র মতো নিশ্চয় আপনি হুম্ করে একদিন আপনাতে-আপনি-বিকশি কলকাতার ফ্ল্যাটে আবির্ভূত হননি ! এবং সে-পরিচয়ের একটি মাঝের চ্যাপ্টার মাত্র সেদিন শুনেছি আপনার ফ্ল্যাটে বসে'...যেন মাসিকপত্রে ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের দু'একটা পরিচ্ছেদ ! আপনার ফ্ল্যাটে ও-উপন্যাসের মাঝের যে পরিচ্ছেদ মাত্র প্রকাশ করেছিলেন, তার গোড়ার আর শেষের পরিচ্ছেদগুলো আজ এখানে প্রকাশ করতে হবে··· না হলে আপনার সঙ্গে জন্মের মতো আমার আড়ি হয়ে যাবে।

দু'চোখ বিস্ফারিত করে অলকা বললে,—বলেন কি বিমলবাবু, ···ভাব হলো কবে আপনার সঙ্গে যে জন্মের মতো আড়ি করে দেবার ভয় দেখাচ্ছেন ?

বিমল বললে,—ও কথা রেখে পরিচ্ছেদ বলবেন ?

অলকা বললে,—আপনার লাভ ? ··জীবনে আমাদের কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, পরিচয় হয়···তাদের সম্বন্ধে জানতে পারি কারো জীবনের এক পরিচ্ছেদ, কারো বা দু'দশটা মাত্র লাইন··· পূরো কেতাব জানবার সময় আমাদের কোথায় ? না জেনেও তো দিন বেশ কেটে যায়...

বিমল কেমন অপ্রতিভ হলো ! সত্যই তো···তার এই অকারণ কৌতূহল কেন, অলকাকে তা কেমন করে বোঝাবে ?

চট্ করে একটা উত্তর মনে এলো। বিমল বললে,—আপনারই বা তাতে কি লোকসান হবে শুনি ?·· যদি বলি, আমার জানতে আগ্রহ হয়েছে ? আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি খুব struggle

করছেন !

একটা নিশ্বাস ফেলে ম্লানমুখে অলকা বললে,—যে দু'চ্যাপ্টার শুনেছেন, তা এমন interesting নয়, নিশ্চয়···আপনার তেমন কৌতূহল থাকলে অনেক দিন আগে অন্য চ্যাপ্টারের জন্য আপনি আমাকে তাগিদ দিতেন...

বিমল এ-কথার কি জবাব দেবে, এমন সময় সিধু এলো। তার হাতে এক পেয়ালা চা !

দেখে অলকা বললে,—এক-পেয়ালা দেখছি ! ও, নিক্তির ওজনে শোধবোধ !···আপনি সেই কথামালার শৃগাল ও সারসের গল্পটা মনে করিয়ে দিলেন, দেখছি ! · কিন্তু আর না, বকে-বকে গলা শুকিয়ে উঠেছে। চা খেতে দিন।

পেয়ালা রেখে সিধু চলে গেল।

অলকা নিঃশব্দে বসে চা খেতে লাগলো। বিমল তার পানে চেয়ে রইলো। এই কিশোরীটি আগাগোড়া যেন বুদ্ধির দীপ্তি দিয়ে গড়া ! চোখের দৃষ্টিতে যেমন দীপ্তির প্রখরতা জ্বল জ্বল করছে, সে-দীপ্তি তেমনি বিচ্ছুরিত তার মুখের হাসিতে এবং প্রত্যেকটি কথায় !

বিমলের কেবলি মনে পড়ছিল সেই সংস্কৃত শ্লোকটি—আকরে পদ্মরাগাণাং...

এবং তার এই চিন্তা-তন্ময়তার মধ্যে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে রুমাল নিয়ে মুখ মুছে অলকা দুম্ করে বলে বসলো,—আমাকে ক্ষমা করুন বিমলবাবু···আপনার মধুর আতিথ্যে মস্ত একটা শুষ্ক কর্তব্য ভুলে গিয়েছিলুম... ! মানে, একজন পাওনাদারকে কথা দিয়েছি...এমনি সময়ে সে আসবে···তার কাছে ঋণ আছে, শোধ দেবো বলেছি—

কথাটা চাবুকের মতো বিমলের মুখের উপর পড়লো। অপ্রত্যাশিত এ-কথার আঘাতে বিমলের মুখ নিমেষের জন্য হলো বিবর্ণ…

হেসে অলকা বললে,—সে মেয়েমানুষ! হয়তো এসে বসে আছে!… হয়তো ভাবছে, টাকা দেবার ভয়ে আমি পালিয়ে আছি!

কোনো মতে কথাটা শেষ করে কৃতাঞ্জলিপুটে অলকা বললে,—কথাটা মনে ছিল না। না হলে সত্যি, আরো খানিকক্ষণ বসতুম…অন্ততঃ আপনার খাবার সময়টায়…

এই কথা বলে অলকা আর এক-মুহূর্ত বসলো না, চকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।…যেন বিদ্যুতের চকিত-চমক!

বিমল বিমূঢ়ের মতো চুপচাপ বসে রইলো।

রহস্য—রহস্য…অলকাকে ঘিরে রহস্যের কুহেলি-চক্র ক্রমেই কুণ্ডলী রচনা করে দীর্ঘতর প্রসারে ফেঁপে উঠতে লাগলো…

কাজে-কর্মে অলকার স্মৃতি মনের উপর জ্বল্-জ্বল করে—যেন প্রদীপ শিখা! নীরস কাজের ভারে মন যখন অন্ধকারে ভরে ঝাঁপসা হয়ে ওঠে, কোন্ ফাঁকে অলকা এসে তখন সে-অন্ধকারে জ্যোতি বিকীর্ণ করে দাঁড়ায়! সে-জ্যোতির স্পর্শে বিমলের সামনে অদৃশ্য-পৃথিবী রূপে-রসে-গন্ধে-গানে আবার জেগে ওঠে! বিমল ভাবে, ছুটির পর আজ নিশ্চয় সে যাবে অলকার কাছে! একদিন একটু বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করবে! অলকার ঘরে বসে সেই নিরর্থক বাক্‌যুদ্ধ, না হয় কাশানোভায় গিয়ে দু'এক পেয়ালা কফি পান, কিম্বা সিনেমায় গিয়ে ছবি দেখা!

কিন্তু তা হয় না। অলকার ফ্ল্যাটের কাছে আসবামাত্র মনের দ্বারে প্রিয়শঙ্কর এসে দাঁড়ান্…প্রিয়শঙ্করের পাশে বিভাবরী! শ্রান্ত মনে বিমল ভাবে, আজ থাক্…অলকা হয়তো এখন বাড়ী নেই! ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকবার মেয়ে যে সে নয়, এ-ধারণা বিমলের মনে বদ্ধমূল

হয়েছে।

তবু 'বাড়ী নেই' কথাটা মনে উদয় হওয়া মাত্র বিমলের মন ছোটে একটিমাত্র পরিচিত জায়গায়···সেই কাশানোভায়।···মার্কেটেও তো যেতে পারে অলকা!

আচ্ছা, অলকা কি কাজ করে? টীচারী?···না। বেশভূষায় অমন পারিপাট্য...কথাবার্তায় এমন উগ্র বুদ্ধি-দীপ্তি! টীচারী করলে ও-দুটো বস্তু রক্ষা করা যায় না।

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে মনের মাঝে কোথা থেকে যেন একদল দৈত্য হুঙ্কার করে জেগে ওঠে!···না · না···ললিতা দেবী বা প্রতিভা গুপ্তর মতো হল্লা করে বেড়াবে, অলকা সে-ধাতের মোটেই নয়। সে-ধাতের হতে পারে না!·· অলকার অমন বুদ্ধি···এত জ্ঞান···

সাত আটদিন পরের কথা।

অফিস থেকে বিমল বাড়ী ফিরছিল...অলকার ফ্ল্যাটের সামনে আসবামাত্র দেখে, অলকা ফ্ল্যাট থেকে বেরুচ্ছে...তার সঙ্গে স্যুটপরা একজন তরুণ বাঙালী।

বিমলের মনে হলো, তার মাথার উপর যেন আকাশখানা ভেঙে পড়েছে! মাথার মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠলো...বিমলের চোখ সেদিক থেকে আর ফিরতে চায় না!

বিমল দেখলে, হাসতে-হাসতে অলকা তরুণের সঙ্গে কথা কইছে। পথে একখানা টু-সীটার মোটর...মোটরে একটি প্রবীণ বয়সের ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রলোকের সহাস-দৃষ্টি অলকা এবং তার সঙ্গী সেই তরুণের উপর নিবদ্ধ।

তাদের সামনে বিমলকে পরিচিত বন্ধু বলে অলকা যদি স্বীকার করে,

এ-চিন্তায় বিমলের মন কেমন জড়োসড়ো হয়ে উঠলো।

কোনমতে পথের ভিড়ের পাশ কাটিয়ে বিমল নিঃশব্দে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এলো। এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলো...প্রলোভনকে খুব দমন করা গেছে। ভাগ্যে অলকাকে আজ ও-দলে দেখেছে!...

শনিবারে ছুটোয় অফিস ছুটী। বিমল ভাবলো, সন্ধ্যার সময় সিনেমায় যাবে। সে মনকে যে শাসনে রেখেছিল, সে শাসনের উগ্রতা স্মরণ করে সে মনে-মনে হাসলো। ভাবলে, পাগল! মাঝে মাঝে সিনেমায় গেলে কোনো ক্ষতি হবে না...বরং কলকাতার নর-নারী-সমাজকে চেনবার কতকটা সুযোগ মিলবে।

অফিস থেকে বেরুচ্ছে, সুব্রত ডাকলো—বিমলবাবু...

বিমল বললে,—কেন ?

সুব্রত বললে,—আমাকে আপনার গাড়ীতে যদি ন্যান্, অসুবিধা হবে ?

বিমল বললে,—না, কিসের অসুবিধা!

একটু কুণ্ঠীতভাবে সুব্রত বললে,—মানে, যদি একটু ঘুরে যান আমাকে রেস-কোর্সে নামিয়ে দিয়ে...?

বিমল বললে,—আসুন...

সুব্রতকে বিমলের ভালো লাগে। বেশ ফিট্ফাট্ সৌখিন যুবা—অল্প কথা বলে—অফিসের কাজে চমৎকার নিয়মানুবর্তী...অথচ দুনিয়ার এত খবর সে রাখে।

গাড়ীতে বসে দুজনে কথা হচ্ছিল...রেসের কথা। সুব্রত বলছিল, প্রত্যেকটি রেসে সে যায় এবং লাভ-লোকসানের হিসাব মিলিয়ে সে দেখেছে, মাসে তার লাভের অঙ্ক গড়ে দু'শো-আড়াইশোয় দাঁড়ায়।

রেসের নেশা তার আছে, তবে সে-নেশায় আজ পর্যন্ত চেতনা হারিয়ে সে নৃত্য করেনি !

সুব্রত বললে,—আপনি বোধ হয় কখনো রেসে যান্‌নি ?

—না···

—চলুন না আমার সঙ্গে। না খেলেন, আমার খেলা দেখবেন।

—বেশ !

রেস ভালো লাগলো। দু'বাজিতে সুব্রতর পকেটে এলো বাইশ টাকা।

বিমল বললে,—বেশ মজা তো...আমিও খেলবো। ক'টাকা দেবো ?

সুব্রত বললে,—অল্প টাকা থেকে শুরু করুন। প্রথমে দশ টাকা দিন। ছ'টাকায় মে-কুইন ধরুন...প্লেসে। আর বাকী চার টাকায় ধরুন ল্যাভেণ্ডার !...ল্যাভেণ্ডারের লোক আছে !

তাই হলো। দশ টাকা দিয়ে বিমল পেলে প্রায় চল্লিশ টাকা, নেশা লাগলো। বিমল বললে,—এবারে এই চল্লিশ টাকা দিয়ে ধরুন।

সুব্রত বললে,—আপনি খুব লাকি ! প্রথম বাজিতেই এমন দু'দুটো জিত ! রেসকোর্সের ইতিহাসে এমন বড়-একটা ঘটে না। কিন্তু চল্লিশ টাকা নয়...কুড়ি টাকা দিয়ে ধরুন।

বিমল বললে,—বেশ ! এই নিন্ কুড়ি টাকা...

টাকা নিয়ে সুব্রত বললে—এখানে মনের উপর খুব রেসট্রেণ্ট থাকা দরকার। নাহলে হার-জিত দুয়েতেই এত বেশী এক্সাইট্‌মেণ্ট...

সন্ধ্যার সময় রৌদ্র-ধূলো খেয়ে হিসাব মিলিয়ে দেখা গেল, সুব্রতর লাভ হয়েছে পঁচাশি টাকা—বিমল লাভ হয়েছে একশো যোল।

সুব্রত বললে,—কেমন, আপনাকে বলছিলুম না ভালো লাগবে !

বিমল বললে,—তাই দেখছি।

নতুন নেশায় মন একটু অবলম্বন পেয়ে বাঁচলো। অলকাকে উদ্দেশ করে' ছেলেমানুষের মতো মন বলে—কেমন! ভেবেছিলে, তোমার কথা নিমেষের জন্য ভুলতে পারবো না? এখন দেখছো, আমার আছে এই রেস! এ-কথা বিরল-একান্তে মনে হলেও শনিবার-বাদে সপ্তাহের বাকী দিনগুলো সুব্রতর সঙ্গে রেসের ঘোড়ার আলোচনায় পরিপূর্ণ থাকে! এবং শনিবার সকাল থেকে রেসের ঘোড়াগুলো তাকে ডাকে—এসো, মাঠে আসতে ভুলো না।

এক মাসের মধ্যে রেসের মাঠটাকে বিমল বেশ সড়গড় করে' তুললো! সুব্রতকে সে এখন "টিপ" দ্যায়! বলে, "গোল্ড্ন্-বী" না ধরে' "ব্লু ড্রাগন" ধরুন...তার বম্বে-রেকর্ড দেখেছেন? এক্সেলেণ্ট!

রেকর্ড দেখে সুব্রতর জবাব দেয়,—যা বলেছেন! ভাগ্যে আপনি "বম্বে ক্রনিক্‌ল্" কাগজখানা উল্টে দ্যাখেন।

বিমল বলে,—'বিজ্‌নেস্ ইজ বিজ্‌নেস"—যখন রেসের মাঠে নেমেছি, কোথাও তখন ত্রুটি রাখবো না।

সেদিন দু'বাজি খেলার পর জিতে প্রসন্নমনে বিমল একটা চায়ের স্টলে ঢুকেছিল...রোদে ঘুরে গলা শুকিয়ে টা-টা করছিল। বসে' সে চা খাচ্ছে হাঠাৎ একটা উচ্ছ্বাসিত হাস্যরব কানে লাগলো···খুব পরিচিতের রব!

চমকে চোখ তুলে চেয়ে দেখে, প্রায় পাঁচ-সাত হাত দূরে একটা টেবিল বসে অলকা চা খাচ্ছে—অলকার সামনের একখানা চেয়ারে বসে' লিমনেডের বোতল খুলতে গিয়ে একটি প্রবীণ ভদ্রলোক গায়ে-মুখে লিমনেড মেখেছেন! এবং সে-দৃশ্যে অলকা হাস্য সংবরণ করতে পারেনি।

বুকে ফ্যাশ্ করে যেন ছুরির ফলা বিধঁলো। প্রথম-আঘাতের

ভাবটুকু কাটলে বিমলের মনে হলো, একবার যাবে অলকার সামনে ? গিয়ে বলবে · ?

কি-কথা বলবে ? বলবে, এ-সব যা-তা লোকের সঙ্গে মিশে বাঙালীর মেয়ে শেষে রেস খেলতে এসেছো।

কিন্তু অলকা যদি জবাব দেয়, রেসে আসিনি, রেস দেখতে এসেছি ! যদি বলে, তোমার সঙ্গে সিনেমায় বা কাশানোভায় গেলে যদি দোষ না হয়, তাহলে এঁর সঙ্গে রেসের এই মাঠে এলেই বা দোষ হবে কেন। যদি বলে, কি দোষ ?···

কিন্তু কোন কথাই বলা হলো না।

চায়ের পেয়ালা মুখে দিয়ে অলকার দিকে চেয়ে রইলো...অলকার পরণে সেই শিল্কের শাড়ী...সাঁইত্রিশ টাকা দাম দিয়ে মার্কেটে সেই তুকারাম গনেশদাসের দোকান থেকে যে-শাড়ী কেনা হয়েছিল··· বিমল তখন ঠিক কথা বলেছিল, এ-শাড়ীতে অলকাকে খাশা মানাবে ! মানিয়েছে সত্যি !...

অলকা চা খাচ্ছে...বেয়ারা তার সামনে ধরে দিলে একখানা প্লেটে করে' কখানা স্যাণ্ড-উইচ আর কেক্। প্রবীণ ভদ্রলোকটি গায়ের লিমনেড ঝেড়ে ফেলে চুপচাপ বসে আছেন...অলকা প্লেটখানা তার দিকে এগিয়ে দিলে বিমলের মনে ফুটলো ঝাঁজ ! বিমল ভাবলে, ইস্, ওঁর উপর খুব যে দরদ দেখছি...

ওদিকে মাঠে কলরব উঠলো। পেয়ালা রেখে উঠতে গিয়েও বিমল উঠতে পারলে না...সেই ফাঁকে অলকা যদি হারিয়ে যায় ?... এ-লোকটা কেমন, কে জানে ! সরলা অলকাকে যদি কোনো অভিসন্ধিবসে কোথাও...আবার তার মনে হলো, তার এ মাথাব্যথা কেন ?··· অলকার যা খুশী হয়, সে করুক !

পেয়ালা রেখে বিমল মাঠের দিকে ছুটলো—জনারণ্যে ঢুকে আশে-পাশে তাকাবার লোভ সামলাতে পারলে না···

অলকা ? অলকা কোন দিকে গেল ?—ছুটন্ত ঘোড়ার দিক থেকে সকলে দুই চক্ষু জনারণ্য ভেদ করে' দৃষ্টি সঞ্চালিত করতে লাগলো—অলকা ? হঠাৎ পিছন থেকে কে তাকে চেপে ধরলো ··

ফিরে তাকিয়ে দেখে, অলকা ! তার মুখে-চোখে উচ্ছ্বসিত হাসির দীপ্তি !...অলকার পাশে তার এক প্রবীণ সঙ্গী···

অলকা বললে,—আপনি রেসে আসেন···বাঃ !

বিমল বললে,—আমার আসা আশ্চর্য নয় ! কিন্তু আপনি···

অলকা বললে,—কি করি বলুন, মেয়ে-জন্ম নিলে পরের মনোরঞ্জন করতে রেসের মাঠ কেন···কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে পর্যন্ত হয়তো একদিন ছুটতে হবে !

পরের মনোরঞ্জন · এ কেমন বাধ্য-বাধকতা···বিমল্ কোনো জবাব দিলে না...অলকার পানে চেয়ে রইলো।

অলকা বললে,—কি দেখছেন ?

বিমল বললে,—আপনাকে !

আবার হাস্যোচ্ছ্বাস ! অলকা বললে—নতুন কিছু দেখেছেন ? না কি ? বিমল বললে,—আগাগোড়াই নতুন !

অলকা কি বলতে যাচ্ছিল, পাশ থেকে সুন্দর স্যুটপরা এক তরুণ ভদ্রলোক তার হাতের দূরবীণটা অলকার সামনে ধরে দিয়ে বললে,—দেখুন মিস সেন, সাদা ঘোড়ার উপর লাল জকি···ঐ ঘোড়া হলো 'আয়রণ ডিউক···সবার আগে আসছে।··· যদি এমনি আসে, তাহলে মার দিস্ কেল্লা। একটি দফায় ষাট টাকা...আপনি ওটা প্লেসে ধরেছেন তো ?

কথাটা বলে' উত্তরের প্রতিক্ষামাত্র না করে তরুণ ভদ্রলোক উত্তাল জন-তরঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুধু বিমল আর অলকা—ঘোড়া ছেড়ে পরস্পরকে নিয়েই দুজনে খুশী। বিমল বললে,—আপনি রেস দ্যাখেন?

অলকা বললে,—আজকের দিন নিয়ে এই দুদিন হলো।···দলে পড়ে'...সত্যি!···না হলে এর কিবা বুঝি!···দেখতেও ভালো লাগে না!·মাঝে মাঝে কতকগুলো ঘোড়া দৌড়চ্ছে।

বিমল বললে,....খেলছেন তো তবু···

অলকা বললে,—এসে পর্যন্ত ওরা বলছেন, ঘোড়া ধরুন! আমি বললুম, একি অশ্বমেধ যজ্ঞ হচ্ছে? না আর আমি লব-কুশ যে ঘোড়া ধরবো! শেষে ওঁদের পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে এবারে ওদের হাতে দিয়েছি পাঁচটা টাকা। বললেন, 'আয়রণ ডিউক' ধরা যাক প্লেসে আপনার luck try করুন! কিন্তু আপনি...?

বিমল বললে,—নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ মানুষ··একটা কোন-কিছুতো চাই। না হলে মন মানবে কেন?

অলকা বললে,—ভালো জায়গায় মনকে ভালো জিনিষ মানাতে এসেছেন ঠিক! শুনেছি, এ বড় ভয়ঙ্কর নেশা...এমাঠে অনেক লক্ষপতি ফকির হয়েছে...হচ্ছেও।

মাঠে তুমুল কলরব উঠলো...এবং একটু পরে সামনে যে দৃশ্য দেখা গেল, তা বেশ বিচিত্র! কারো মুখ বিশুদ্ধ মলিন···কেউবা আনন্দে আত্মহারা...

অলকার সঙ্গী দুজন ফিরে এলো। তরুণ বললে,—আপনি খুব লাকি মিস সেন...এই প্রথম রেস খেলছেন,

কত পাবেন জানেন?

অলকা বললে, —কত ?

—পনেরো টাকা···

অলকা বললে,—সত্যি ?

তারপর বিমলের পানে চেয়ে বললে—আসি বিমলবাবু···

অলকা চলে গেল তার সেই দুই সঙ্গীকে গাইড করে'···

বিমল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—বহুক্ষণ।

(১৫)

মার্চ মাসের শেষে অজিত চ্যাটার্জী চিঠি লিখে জানলেন—তার ফিরতে আরও বিলম্ব হবে। তিনি এখন পশ্চিম-ভারত অঞ্চলে টুর করে বেড়াচ্ছেন—এবং শেষের দিকটায় একবার যাবেন বাঙ্গালোর ; কাজেই প্রিয়শঙ্করের অলক্ষ্য ইঙ্গিতে ম্যানেজারের পদে বিমলের রইলো কায়েমি আসন।

সেদিন রবিবার। বেলা প্রায় তিনটে···বিমল খাটের বিছানায় পড়ে আছে···ছ'পেনি দামের বিলিতি একখানা নভেল্।···এমন সময়ে বাইরে বেল বাজলো। মাথা তুলে বিমল বললে,—আসুন···

ভেবে ছিল সুব্রত! কিন্তু সুব্রতর বদলে দেখা দিল অলকা ...বিস্রস্ত বেশ।

বিমল ধড়মড়িয়ে উঠে বললো,—আপনি।

এ কি অলকার মূর্তি ! কে যেন দুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে তাকে ভেঙ্গে দিয়েছে।

অলকা হাঁফাচ্ছিল, চেয়ারে বসলো।

বিমল বললে,—ব্যাপার কি, বলুন তো ?

অলকা বললে,—বড় বিপদে পড়েছি। আপনি বলে ছিলেন, তৃতীয়বার বিপদে পড়লে আবার আপনার শ্রীকৃষ্ণকে ডাকবেন।··· সত্যি আপনাকে আমি জানি আমার শ্রীকৃষ্ণ বলে

বিমল চমকে উঠলো। বিপদ ! কি এমন বিপদ···টাকা-পয়সা··?

বিমল প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, অলকা বললে,—সেদিন রাত্রে আপনি বলেছিলেন, রহস্যের আড়ালে আমি বাস করছি।···ভেবেছিলুম, এ-আড়াল বরাবর বজায় রাখবো।···কিন্তু ভগবান তা রাখতে দিলেন না।

কথাটা বলে অলকা নিশ্বাস ফেললে। বড় নিশ্বাস। সে নিশ্বাসে কত ব্যথা, কতখানি অসহায়তা···বিমলের উপলব্ধি হলো। মনের কোণে অলকার প্রতি যেটুকু বিরাগ ছিল, তা উবে গেল! মনে হলো, বিরাট শহরে বন্ধু-বান্ধব যেই থাকুক, বিপদের সময় অলকা শুধু তাকেই স্মরণ করে।

বিমল বললে,—বলুন···কোনো কথা গোপন করবেন না, আমাকে যদি সত্যই বন্ধু বলে' মনে করেন···

অলকা বললে,—তা না করলে আপনার কাছে আসবো কেন?···আপনাকে জানি, আমার দুর্দিনের বন্ধু···

একটা ঢোক গিলে আবার বললে,—ভদ্রমেয়েরা সিনেমায় নামে, স্টেজে নাচতে ওঠে, আপনি এ-সব দেখতে পারেন না!

বিমল বললে,—দেখতে পারি না তা নয়! তবে আমার যেন কেমন-কেমন মনে হয়! মানে, যাঁদের আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি, পয়সার জন্য তাঁদের শত সন্ধানী কুৎসিত দৃষ্টির লক্ষ্য হতে দেখলে আমার মনে ব্যথা লাগে! মানে, যে সে লোক তাঁদের রূপের, দেহের গড়নের খুঁটীনাটী বিচার করতে বসবে···? আপনিই বলুন তো, আপনার বোন যদি সিনেমায় অভিনয় করতে নামেন এবং চার আনার গ্যালারি থেকে পঁচিশ টাকার বক্স অবধি অডিয়েন্স যদি আপনার বোনের দেহছন্দের আলোচনা করতে বসে···বাধা দিয়ে অলকা বললে,—যাঁরা নামেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই বেশ প্রসন্ন সহজ-মনে এ-কাজ করেন কি না এবং করে' অন্তরে খুশী হন কি না, জানি না। তবে এমন মেয়েও

আছেন আমি জানি, দায়ে পড়ে, যিনি এ-কাজ করেন। এবং কলম-পেষা চাকরিতেও তো অনেক পুরুষ-মানুষ মনে-মনে খুশী হন্ না, অথচ নিরুপায়ে তাঁরা সে-চাকরি করেন—তেমনি ঐ সিনেমা-গার্ল এবং স্টেজ-নাচিয়েদের মধ্যেও যে-মেয়ের কথা আমি বললুম, এমন মেয়ে আছে—আপনি বিশ্বাস করেন?

একটা নিশ্বাস ছেড়ে বিমল জবাব দিলে,—করি বিশ্বাস!

—কেন বিশ্বাস করেন বিমলবাবু?

—তার কারণ, অর্থসঙ্কটে আমরা পুরুষেরাই শুধু আজ বিপন্ন নই, আপনারাও বিপন্ন। এবং এজন্য আমাদের এই বিলাতী নকলিয়ানা হচ্ছে দায়ী।

অলকা হাসলো···মলিন হাসি। হেসে আবার বললে,—কিন্তু এই নকলিয়ানাকে ঠেকিয়ে বা এড়িয়ে চলা আজ কতখানি শক্ত, বলুন তো! শীত-গ্রীষ্মকে মানুষ যেমন এড়িয়ে চলতে পারে না, এ-নকলিয়ানাও যে তেমনি হয়ে উঠেছে!

বিমল বললে,—আমরা চেষ্টা করি না বলেই এড়াতে পারি না।

অলকা বললে,—তাহলে আমাদের জীবনের ধারাই একদম বদলে দিতে হয়।

বিমল বললে,—এ-ধারা কেন এলো? কে আনলে?

অলকা বললে,—আমরাই এনেছি। না এনে উপায় ছিল না, বিমলবাবু! বাইরের চাপে আমাদের চিরকালের অনেক আচার-বিচার ভেঙে ধ্বশে গিয়েছে! তাদের বজায় রাখা যায়নি···রাখা যেতে পারে না

বিমল বললে,—কিন্তু এ-সব তত্ব-কথা এখন থাক্। আপনার বিপদের কথা বলুন আমায়···যদি কোনো উপায় করতে পারি···

অলকা তখন প্রকাশ করে' বললে সে-কাহিনী। বললে,—দু'চার

ভদ্র-পরিবারে সে চাকরি করতো···সেলাই শেখানো, গান শেখানোর কাজ···পয়সা পেতো সামান্যই! মাতামোর সম্পত্তি থেকে আগে পেতো মাসে পঞ্চাশ টাকা করে'...কিন্তু শহরে বাড়ীভাড়ার রেট গেছে কমে··তার ওপর বাড়ী কখনো খালি পড়ে. থাকে, ভাড়া কখনো আদায় হয় না···এমনি নানা বিভ্রাট্! ও-টাকা কখনও খুবই অনিশ্চিত অনিয়মিত! অথচ অলকা বাঁচতে চায়! আর পাঁচজনের মতো সে চায় দুখানা ভালো শাড়ী, ভালো এক জোড়া জুতো, রুজ, পাউডার, সেণ্ট ব্লুম· মানে, পারিপাট্য চায়, পরিচ্ছন্নতা চায়, বৈচিত্র চায়। না'হলে অভাব-দারিদ্র জীর্ণ রুক্ষ কুশ্রীভাবে বেঁচে থাকা··অলকার মনে হয়, তার চয়ে ঐ লেকের জলে ডুব দেওয়া ঢের ভালো?

বিমল বললে,—তারপর?

অলকা বললে, দু'চারজনকে বলে-কয়ে' ফিল্ম-কোম্পানীতে মাঝে মাঝে কাজ পেয়েছি···ছোট-খাট একটা-পোস্ট···সেজন্য পারিশ্রমিক যা পেয়েছি, তা মোটেই লোভনীয় নয়!...সম্প্রতি একটা মস্ত-সম্ভাবনা জেগেছিল...এক হাজার টাকা···একখানা ছবিতে নায়িকার ভূমিকা... ছ'মাসের কন্‌ট্রাক্ট। কিন্তু...

অলকার কথা গেল বেধে···সে চুপ করলো।

বিমল বললে,—কিন্তু · কি?

—তারা একশো টাকা দিয়েছিল···আগাম···দু' ইনস্টল্‌মেণ্টে! প্রথম ইন্‌স্টল্‌মেণ্ট চল্লিশ...অনেকদিন আগে·· সেই পূজোর সময়।

—তারপর...?

একটা নিশ্বাস চেপে অলকা বললে,—বাকী ষাট টাকা যেদিন পাই, সেদিন সন্ধ্যার পর স্টুডিও থেকে এসে আপনার বারো টাকা শোধ করে যাই! পুরানো ফ্ল্যাটের বন্ধু রেখা...তার মার কাছ

থেকে ধার নিয়েছিলুম ত্রিশ টাকা...সে-টাকাও সে-রাত্রে শোধ করি ...তারপর ছবি তোলায় কাজ শুরু হয়।···বাকী ন'শো টাকার মধ্যে তিনশো টাকা প্রথম-মাসে পাবার কথা। নিত্য টাকা চাই—নিত্য জবাব পাই, কাল টাকা পাবেন! আজ প্রায় চার মাস মাতা-মোর টাকা পাইনি। মামারা বলে, ভাড়াটে উঠে গিয়েছে, বাড়ী খালি পড়ে' আছে। এদিকে ফ্ল্যাটের ভাড়া বাকী পড়েছে তিন মাসের। বাড়ীওয়ালার সরকার এসে বলে' গেছে, আজ রাত্রে ভাড়া না দিলে সকালে নেপালী দরোয়ান এসে ঘর থেকে জিনিষপত্র বার করে' দেবে।···স্টুডিয়োর দোরে হত্যা দিয়ে এতক্ষণ পড়েছিলুম—সব লোককে বিদায় করে' ম্যানেজার যা বললে, নিতান্ত নিরুপায়-অসহায় বলে' সে-কথা শুনে নিঃশব্দে চলে এসেছি—তাকে পায়ের জুতো খুলে মারিনি! বিমল কেঁপে উঠলো, বললে,—কি হয়েছে?—লজ্জা করবেন না—বলুন।

সজল-চোখে কম্পিত-স্বরে অলকা বললে,—সে যা বলেছে, কোনো ভদ্র-ঘরের মেয়েকে সে-কথা বলবার সাহস কোনো ভদ্রলোকের হয় না···তেমন-কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারে না!

অলকা আনত-মুখে বসে রইলো—তার তু'চোখে জলধারা! বিমলের মন তার অজ্ঞাতে গর্জন তুললো,—রাস্কেল!

তারপর সে কি ভাবলো; ভেবে বললে,—আপনারা একটা বড় ভুল করছেন!

—কি ভুল?

—এভাবে এদেশের মেয়েদের জীবন-যাত্রা···আমায় কাছে বড় অনিশ্চিত, বড় ভঙ্গুর মনে হয়! আপনার উচিত, বিবাহ করে...

—কে বিবহ করবে?

অলকা নিশ্বাস ফেললে ; নিশ্বাস ফেলে বললে,—যেখানে আপনাদের বাবা-মা আপনাদের বিবাহ দেবেন, সেখানে তাঁরা মেয়ের আগে টাকার ওজন দেখবেন। যেন রফার ব্যাপার···তাঁরা নেবেন টাকা-কড়ি···আপনারা নেবেন বৌ ! মা-বাপের গণ্ডী পার হয়ে যাঁরা বিবাহ করবেন, চার-পাঁচটি মেয়ের জীবনে অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরা আমাদের সকলের বিচার করবেন···সংশয়-অবিশ্বাসে-ভারা মন নিয়ে —যেন আমরা সকলেই মস্ত অপরাধ করেছি, অনাচার করেছি আমার যেন ক্রিমিনাল্‌স্ !···বিবাহ করে' আমাদের ঘরে নিলে তাঁরা যেন মহা-অশান্তি ভোগ করবেন ! বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ না করে' আপনারা আমাদের সঙ্গে freely মিশতে চান্···নেশায়-মত্ত মাতালের মতো···সকল বাধা-নিয়মের নিগড় ভেঙে'···যেখানে এতখানি distrust —এতখানি যেখানে অসম্ভ্রম—

অলকার পানে বিমল চাইলো—অলকার হু'চোখে করুণ মিনতি !

বিমল বললে,—কিন্তু ও-সমস্যার চেয়েও এখন বড় সমস্যা হলো আপনার বাড়ী-ভাড়া !

অলকা বললে,—বাড়ীওয়ালা লোকটা জাতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ নয় একেবারে লোহায় গড়া ! টাকা ছাড়া হুনিয়ায় সে আর কিছু জানে না ! যদি ভাড়া দিতে পারি, তাহলে ঘরে কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে, জানাবামাত্র প্রতিকার করে দেবে ! কিন্তু ভাড়া যদি বাকী পড়ে—কথা কানে শুনবে না !—এ ক'মাস আমাকে তাড়া হায়নি, তার কারণ ফিল্মকোম্পানির লোক তাকে এগ্রিমেণ্ট দেখিয়েছিল— পাকা এগ্রিমেণ্ট—ছবি-তোলা শুরু হলেই টাকা মিলবে। তার লোক আজ হু'বার এসে ফিরে গেছে—শেষবারে নেপালী দরোয়ানের ভয় দেখিয়ে গেছে !—

অলকার দু'চোখে জল।

বিমল বললে,—কাঁদবেন না। বন্ধু বলে' যখন আমার কাছে এসেছেন...টাকা আমি দিচ্ছি। কিন্তু এর পর?

অলকা বললে,—এর পরে কি, ভাবতে পারছি না।

বিমল বললে,—ভেবে দেখবেন। ভাড়া চুকিয়ে দিলে ও-বাড়ী থেকে চলে' যেতে হবে না তো?

—না।

বিমল বললে'—তাহলে টাকা নিন্...পরে কি হবে, আপনি ভাবুন, আমিও ভেবে দেখবো।

বিমল টাকা দিলে। একশো পাঁচ টাকা। অলকা নিলে। নিয়ে হাতব্যাগ খুলে টাকা রেখে রুমাল বার করে চোখের জল মুছে একেবারে বিমলের দুই পায়ের উপর মুখ ঘষতে-ঘষতে বললে—আমার শ্রীকৃষ্ণ, আমার শ্রীকৃষ্ণ...বারে বারে কি ভাবেই না আমার লজ্জা রাখছেন···

বিমলের সর্বাঙ্গ বয়ে' বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটলো···কোনমতে সে বললে,—কি পাগলামি করছেন! উঠুন...

অলকার দুই হাত ধরে বিমল তাকে তুললো। অলকার পা টলছিল। সে পড়ে যাচ্ছিল···বিমল তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেললে। বিমলের গায়ে অলকার দেহ ভার লুটিয়ে পড়লো···নিস্পন্দ!

বিমল ডাকলে,—শুনছেন?···অলকা দেবী···

দু'চোখ মুদ্রিত, অলকার মুখে কথা নেই। অলকা অজ্ঞান হয়ে গিয়াছে নাকি?

অলকাকে ধরে খাটের বিছানায় বিমল তাকে শুইয়ে দিলে··· তারপর তাড়াতাড়ি জল এনে অলকার মুখে চোখে ছিটিয়ে দিতে লাগল।

বেলা প্রায় চারটে—অলকা উঠে বসলো। তার দু'চোখের

সামনে পৃথিবী তখনো যেন ধুম বাষ্পে অস্পস্ট হয়ে আছে।

নিঃশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—বাড়ী যাই।···যে জ্বালাতন করে গেলুম আপনার কাছে আর মুখ দেখাবার উপায় রইলো না।

বিমল বললে,—কাপড় ভিজে গেছে···

অলকা বললে,—ভয় পেয়ে যত পেরেছেন জল ঢেলেছেন।

বিমল বললে,—ভয় খুবই হয়ে ছিল।···কাকেও ডাকতে পারিনি।

অলকা বললে,—কেন ডাকলেন না ?

বিমল বললে,—আমাদের দেশে নিঃসম্পর্কীয় স্ত্রী পুরুষকে এক দেখলে মানুষের মন কতখানি ইতর হয়...

অলকা বললে,—সে ধারণায় আমার কোন ক্ষতি ছিল না তবে আপনার বিপদ হতো খুবই। তা হলে উঠি···আমি সুস্থ ...

বিমল বললে,—কিন্তু এই ভিজে কাপড়ে এতখানি পথ যাবেন ?

অলকা বললে,—সত্যি ! লোকে ভাববে, গঙ্গাস্নান করতে এসে ছিলুম না কি ! তা মিথ্যে বলবো না, যে কথা শুনে এসেছি, যে দুশ্চিন্তা মনে নিয়ে, তাতে এখানে আমার গঙ্গাস্নানই হলো ! মন থেকে দুশ্চিন্তার কালী ধুয়ে মুছে শুচি হয়ে বাড়ী ফিরছি।···কিন্তু না আর নয়...আপনার সঙ্গে কথা কোনদিন ফুরোতে চায় না !...ভিজে কাপড়েই আমাকে যেতে হবে, আপনার এখান থেকে শুকনো ধুতি কাপড় পরে বেরুলে লোকলজ্জা বাড়বে বৈ কমবে না ! ·· তার চেয়ে এই ভিজে শাড়ীই ভালো। বাড়ী দূরে নয়। অসুখ করবে না।

বিমল বললে,—এগিয়ে দিয়ে আসবো ? পথে ঠিক যেতে পারবেন ? মাথা ঘুরবে না ?

—না...মাথা যা ঘোরবার, তা ঘুরেছে·· আর তার ঘোরবার সামর্থ নেই। অলকা চলে গেল।

(১৬)

যেন অগ্নিশিখা !

মনে সে-শিখার স্পর্শ লাগলো ! সে স্পর্শে মন জ্বললো···তার সঙ্গে জ্বল্‌লো এতদিনকার যত ধৈর্য, সংযম, আশা, কল্পনা !

অলকা খাঁটি কথা বলেছে' এতখানি সন্দেহ—অবিশ্বাস···তাহলে যে-শিক্ষা এতদিন পেলুম, কি তার ফল ?···

তাছাড়া আর পাঁচজনের মতো আমি ইতর নই·· ভদ্র নিশ্চয় !

সেদিন বেলা তখন পাঁচটা বেজে গেছে সাজগোজ করে' বিমল এলো অলকার ফ্ল্যাটে। অলকার কামরা খুঁজে নিতে বিলম্ব হলো না।

কামরার দ্বার ভেজানো...বিমল বেল্ বাজিয়ে দিলে। দরজা খুলে অলকা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালো। চম্‌কে বলে উঠলো,— আপনি !

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ হলো বিবর্ণ···কেমন একটু অপ্রতিভ ভাব ! সে-ভাব চকিতে সম্বরণ করে' বললে,—আসুন...

বিমল ঘরে এলো। ঘরে ছিলেন আর-একজন ভদ্রলোক।

অলকা বললে,—আলাপ করিয়ে দি। এঁর নাম ত্রিদিব ভট্টাচার্য··· মস্ত লেখক। নাম শুনেছেন নিশ্চয় ? বিমল বললে, না।

বিমলকে নির্দেশ করে' অলকা বললে,—ইনি বিমলবাবু···আমার দুর্দিনের বন্ধু—খুব বড় কাজ করেন।

বিমল তারপর অলকার পানে চাইলো, চেয়ে বললে,—সিনেমায় যাচ্ছি গ্রেটার একখানা ভালো ছবি আছে শুনলুম। তাই ভাবলুম, আপনি যদি যান—

অলকা ক্ষণেকের জন্য কুণ্ঠিত হলো, ; তারপর বললে,—সত্যি ? আমারো ভারি ইচ্ছা করছিলো, তা ভালো হলো, আপনি যেন আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলেন—

অলকা বিমলের পানে চাইলো। বিরূপতায় বিমলের মুখেচোখে কেমন কঠিন নির্লিপ্ত ভাব! অলকা বেশ বুঝতে পারলো ত্রিদিবের সান্নিধ্য বিমলের কটু লেগেছে। বিমলের পানে চেয়ে অলকা বললে,—ইনি এখন সিনেমার জন্য গল্প লিখছেন। এঁর লেখা দুটো গল্প সিনেমায় খুব সাকসেশ্-ফুল পৌরাণিক গল্প "গরুড়" আর আলট্রা-মডার্ণ গল্প "ফর্দা-আলো"। তাই যত সিনেমা-কোম্পানি ওঁকে ধরে' নৃত্য শুরু করেছে। এখন উনি লিখেছেন একটি সামাজিক গল্প—সিনেমার গল্প, "কাল-ভুজঙ্গ"। আমাকে তাই শোনাচ্ছিলেন—

ত্রিদিব ভট্টাচার্য খাতা হাতে ততক্ষণ উঠে পড়েছে—

তা' দেখে বিমল যেন আরাম বোধ করলে; অলকার পানে চেয়ে বললে,—তৈরী হতে কতক্ষণ লাগবে মিস্ সেন?

অলকা বললে,—পাঁচ মিনিট। শুধু শাড়ীখানা বদলাবো—আর মাথার চুলগুলো—

বিমল বললে,—বেশ।

ত্রিদিব ভট্টাচার্য বললে,—আমার এখন থিয়েটারে যাবার কথা —আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে। ওরা একখানা স্টেজ-ড্রামা চাইছে আমার কাছে—আজই পাকা কথা আছে কি-না—আমি তাহলে আসি।

অলকা বললে,—একসঙ্গেই না হয় বেরুতুম। বিমলবাবুর সঙ্গে না হয় একটু আলাপ করতেন—

ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে ত্রিদিব ভট্টাচার্য বললে,—আর এক সময় আলাপ হবে। কি বলেন বিমলবাবু, আপনি যখন অলকা দেবীর বন্ধু—এই কথা বলে' একটু কাষ্ঠ-হাসি মুখে নিয়ে ত্রিদিব ভট্টাচার্য বিদায় নিলে।

বিমলের মনে বেশ খানিকটা কৌতুক সঞ্চারিত হলো!

বিমল চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল।

চট্‌পট্ বেশভূশা সেরে অলকা ফিরলো। ফিরে বললে,—সেই অবধি দাঁড়িয়ে আছেন! বসেননি?

বিমল বললে,—আপনি বসতে বলেননি তো!

অলকা বললে,—ও, এমনি করে' বুঝি ভুল ধরতে হয়!

বিমল বললে,—কেন ধরবো না? যখন দেখলুম, একজনকে অত খাতির···তাঁর দেরী হয়ে গেছে, চলে যেতে চাইছেন, তবু যতক্ষণ তাঁকে ধরে রাখা যায়!···

এ-কথায় অলকা কাঠ হয়ে গেল!···তারপর বলে ফেললে,—জেলশি হয়েছে?

কাঁটার চাবুকের মতো কথাটা বিমলের মনে লাগলো! তার অন্তরাত্মা এ-কথায় এতটুকু হয়ে গেল!···অপ্রতিভ-ভাব-মোচনের জন্য বিমল বললে,—জেলশি!···তার মানে? জেলশি হয় কোথায়, জানেন?··· যেখানে···

কথা বেঁধে গেল! প্রদীপ্ত দু'চোখের দৃষ্টি মেলে' অলকা বললে,—জেলসি কোথায় হয় বলুন···

বিমল বললে,—আমি আপনার কে?···সত্যই তো পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে যেমন-খুশী আলাপ করবার আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে···আমি তো আপনাকে রিজার্ভ করে রাখিনি!

অসহ্য-পুলকে অলকার প্রাণ-মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো! বিমলকে খানিকক্ষণ ধরে, নীরবে নিরীক্ষণ করলে—তার বুকের মধ্যে যেন জয়ধ্বনি জাগলো! আবেশ-ভরা দৃষ্টিতে বিমলের পানে চেয়ে সে এগিয়ে এলো··· বিমলের সামনে এসে অলকা বিমলের হাত ধরলো! অলকা বললে,—রাগ করবে না। স্টুডিয়োয় ক'দিন ধরে' বলছেন, এ বইটা তোলা শেষ হোক···এর পরের ছবির জন্য যে-গল্প লিখেছি, তাতে আপনার জন্য

যে-পার্ট ঠিক করেছি সে গল্পটা আপনাকে শোনাতে চাই···আপনার টেম্‌পারমেণ্টের সঙ্গে মিলিয়ে আপনার পরামর্শদাতা যদি সেটা কাটছাঁট করে' দিতে পারেন, তাহলে সে-ছবিতে আপনি হবেন স্টার !···তাই সে-গল্প শোনাতে এসেছিলেন···নিমন্ত্রণ করে' আমি ওঁকে আনিনি— এলে ভদ্রলোককে তাড়িয়ে দিতে পারি না তো !

একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল শুধু বললে,—হুঁ—

অলকা বললে,—কথা বিশ্বাস হলো না ?

বিমল বললে,—ছবির সম্বন্ধে আলোচনা স্টুডিয়োতেই হতে পারতো ! আপনি বুঝছেন না, এই গল্প-আলোচনার ছলে ও-লোকটা চায় আপনার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে !—গল্প লেখেন, আর উনি বোঝেন না, আপনি একলা থাকেন ?

অলকা বললে,—এ-বয়সে একটু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে বিমল-বাবু ! গায়ে পড়ে' কেউ আলাপ করতে এলে তার সে-আলাপের হেতু আমি নির্ণয় করতে পারি। তবু মুখে স্পষ্ট নিষেধ তুলি না। তার কারণ, যাকে বিজ্‌নেস করে খেতে হবে, তার পক্ষে কাকেও চটানো উচিত নয় ! ওঁকে যে আমাদের সঙ্গে বেরুতে বলছিলুম, তার কারণ, পথে যেতে যেতে ওঁকে আপনার পরিচয় দিতুম—উনি বুঝতেন, আমি নিঃসহায় নই, নিঃসম্বল নই ! আমার মস্ত সহায় আপনি !

এ-কথাগুলো বিমলের মনে স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে দিলে !

অলকা বললে,—পরের ছবির কনট্রাক্ট-সম্বন্ধে উনি আমাকে বলেছেন, উনি থেকে এবার টার্মস ঠিক করে' দেবেন, তাতে আমার ভালোই হবে। এ-কথায় আমি ওঁকে বলেছি, আমার এক আত্মীয় আছেন বিমলবাবু··· তঁার পরামর্শ ছাড়া আমি চলি না। তিনি যা বলবেন···

এ-কথায় মনের উপর থেকে মেঘাবরণ মিলিয়ে মনের উপর পূর্ণ-

জ্যোৎস্নার দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বিমলের।

দু'চোখে বিহ্বলতার আমেজ! বিমলের সামনে দাঁড়িয়ে আবেশ-জড়িত কণ্ঠে অলকা বললে,—মনের পরিচয় অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণকে মুখের কথায় খুলে বলতে হয় যদি, তাহলে লজ্জার সীমা থাকে না!

এই কথা···এবং অলকার চোখে ঐ দৃষ্টি···

বিমলের শিরায়-শিরায় যেন নেশা জাগলো! নিজেকে সে ভুলে গেল। বিশ্ব-পৃথিবীর সকল নিয়ম, ভদ্রতার সকল রীতি···ধারা সব সে ভুলে গেল! মনে হলো পৃথিবী নেই · আছে শুধু অলকার চোখে ঐ আবেশ-ভরা বিহবল দৃষ্টি! একেবারে দুই বাহু দিয়ে ঘিরে অলকাকে বুকের উপর টেনে নিলে···চকিতের বিহ্বলতা··· [redacted]

পরক্ষণেই সবেগে অলকাকে ঠেলে সরিয়ে বিমল এককোণে সরে' গিয়ে দাঁড়ালো।

চেয়ে দেখলে, অলকা কাঁপছে! তার মুখ মলিন-ম্লান! বিমলকে কে যেন কশায় জর্জরিত করে তুললো। কৃতাঞ্জলি-পুটে সে বললে,—

আমাকে ক্ষমা করুন মিস্ সেন!

শান্ত ধীর স্বরে অলকা বললে,—কিসের ক্ষমা?

মেঝের উপরে প্রায় নতজানু হয়ে অলকার পানে চেয়ে কুণ্ঠানম্র স্বরে বিমল বললে,—না, আমাকে ক্ষমা করুন!···আমি পশু···

বিমলের হাত ধরে' তুলে একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—চলুন সিনেমায় যাই।—আপনার দোষ নেই। ও-ক্ষণেকের মোহ—আমি বুঝি।

বিমলের হাত ধরে' টেনে অলকা বাইরে এলো।

সিনেমা ভাল লাগে না! ইণ্টারভেলের সময় বিমল বললে,—কিছু খাবেন?

নিজের সেই মোহ দুর্বলতার কথা বিমল কিছুতে ভুলতে পারছিল না। যতখানি পারে, তাই খাতিরে-যত্নে অলকার মনোরঞ্জন করবার জন্য সে আকুল!

অলকা বললে,—কি খেতে হবে, শুনি?

বিমল বললে,—যা বলেন···চা···চকোলেট ···কোল্ড ড্রিঙ্ক···

—এই শীতে কোল্ড ড্রিঙ্ক?···আপনার মাথ খারাপ হয়েছে নিশ্চয়।

বিমল বললে,—সত্যি হয়েছে। উঠুন···আমার সঙ্গে বাইরে আসুন। ছবি আমার ভালো লাগছে না!

অলকা বললে,—কিন্তু আমার ভাল লাগছে ···চমৎকার ছবি।

বিমল বললে,—ভালো লাগে, কাল আর একবার এসে দেখে যাবেন। আমি টিকিট কিনে দেবো · খেশারৎ!

হেসে অলকা বললে,—চলুন! আচ্ছা ইম্‌পালসিভ্ লোক আপনি।

দুজনে উঠে বাইরে এলো।

অলকা বললে,—বাইরে এসেছি তো। এখন কি করতে হবে শুনি।

বিমল বললে,—কিছু খাবেন না?

অলকা বললে,—না!...আপনার খিদে পেয়েছে বুঝি?

বিমল বললে,—আমার কিছুই পায়নি · অথচ মনে হচ্ছে, কি যেন পেয়েছে।

অলকা হেসে উঠলো; হেসে বললে,—আপনাকে ভূতে পেয়েছে।

—ভূত!

—হ্যাঁ! ·· ও ভূত ছাড়াবার ঔষধ আমি জানি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ!

—কি ঔষধ···শুনি ?

অলকা বললে,—এখান থেকে সোজা বাড়ী চলে যান···এখনি ! গিয়ে বেশ করে ঘুম দিনগে !···আর…

সোৎসুক হয়ে বিমল বললে,—কী আর ?

অলকা বললে,—আজকের কথা মনে আনবেন না, যদি মনে আসে ভাববেন,—দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন।

বিমল বললে,—হুঁ। হুঁ বলে উদাস নয়নে বিমল একদিকে চেয়ে রইলো। অলকার ডাগর দুই চোখের হাস্য প্রদীপ্ত দৃষ্টি রইলো বিমলের মুখে নিবদ্ধ।···

অনেকক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকবার পর বিমল একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—ভালো কথা বলেছেন।·· এ ওষুধ আমি মানবো !···তাই হোক, আমি বাড়ী যাই। কিন্তু তার আগে অনুমতি দিন, আপনার জন্যে একখানা গাড়ী ব্যাবস্থা করেদি। ট্যাক্সি নয়, ফীটন !

এ-কথা বলে, একখানা চলন্ত ফীটন ডেকে বিমল বললে—আপনি গাড়ীতে উঠে বসুন।…না, না, কোনো কথা নয়।···আমার এ কথাটুকু রাখতেই হবে, আমি শুনবো না, আমার শেষ মিনতি !

বিমল চাইলো কোচম্যানের দিকে ; তার হাতে একটা টাকা দিয়ে বললে,—মেমসাব্‌কো লে' যাও…লেক-সাইড। এক রূপেয়া ভাড়া…রাখ্‌খো···

অলকা তখনো গাড়ীতে ওঠেনি ! বিমল বললে,—উঠুন… আপনি যদি গাড়ীতে না ওঠেন, তাহলে জানবো, আমার অবিনয় আপনি ক্ষমা করেননি…

—বাঃ, বাঃ, এত আপনি জানেন !…বলে' অলকা অগত্যা গাড়ীতে উঠে বসলো ; বসে বিমলের পানে চেয়ে বললে,—এ

গাড়ীতে অনেক জায়গা ছিল···অনায়াসে আপনি এতে আসতে পারতেন!

বিমল বললে,—না, আমি ট্রামে যাবো। অলকা হাসলো—কৌতুকের হাসি!

বিমল চম্‌কে উঠলো। অলকার পানে চাইলো। অলকার দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চমক! বিমল বললে,—না, হয় না—

অলকা বললে,—তাহলে আর আমার বলবার কিছু নেই! আমি চললুম।—আপনি কিন্তু দেরী করবেন না।

অলকাকে নিয়ে ফীটন্ চলে গেল—বিমল গিয়ে দাঁড়ালো ট্রাম লাইনের ধারে। ট্রামে দারুণ ভিড়—ওঠবার জায়গা নেই। সে-ট্রামে বিমল ওঠবার কোন চেষ্টা করলে না। ট্রাম চ'লে গেল—

এ-দুর্বলতা কেন তার মনে ঘটলো!—অলকার মধ্যে এমন কি অপরূপতা আছে, যার জন্য তার মনে এ-লোলুপতা জেগেছিল?—অলকার দুটি চোখ···ও-চোখের দৃষ্টিতে ঐ যে বিহ্বলতা!···ও-চোখের পানে চেয়ে-চেয়ে চোখ যেন ফিরতে চায় না!···অন্ধকার রাত্রির পর ভোরের আলোর যে-মোহ, অলকার চোখের দৃষ্টিতেও তেমনি ভোরের আলো ঝলমল করছে যেন সারাক্ষণ!···অলকার বুদ্ধি—তার কথার সহজ শ্রী—ঝর্ণার মতো অবাধে অলকার মুখে ভাষার উৎস উথ্‌লে ওঠে!

বিভাবরী?···না, অলকার পিছনে মনকে এভাবে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ালে চলবে না! বিমলকে প্রিয়শঙ্করবাবু অফিসে এনেছেন, তাকে মানুষ হবার সুযোগ দেবার জন্য···পাছে বিমলের মনে রঙীন নেশা জাগে, পাছে সে আকাশ-কুসুমে মালা গাঁথার স্বপ্ন-বিভ্রমে উদ্‌ভ্রান্ত হয়, এজন্য বিভাবরীর সঙ্গে দেখা করা নিষেধ···বিভাবরীকে কুশল প্রশ্ন-নিবেদন-ভরা নীরস একখানা চিঠি লেখাও তার নিষেধ!

সাধনার এ-গৈরিক-বাসে মন তৃপ্তি পাবে কেন? এই বয়স · পৃথিবীর

দিকে দিকে এত শোভা, এমন সৌন্দর্য···আকাশে-বাতাসে জীবনের সাবলীল ছন্দ ··

তবু না, মনকে সংযম-পাশে আবদ্ধ রাখতেই হবে!—কোথায় গেল তার আজন্মের শিক্ষা-সংস্কার?—না,—অলকা নয়—অলকা নয়!—অলকা যেন তাকে তার চারদিককার গ্রন্থিমূল উপ্‌ড়ে গ্রাস করতে চায়! তার মনকে ছিঁড়ে-উপড়ে নিঃশেষে সমর্পণ করতে চায়!

মনের দুর্বার লোভ যেভাবে আজ আত্মপ্রকাশ করেছে—তাতে ভদ্রতার আবরণ-মুক্ত বিমল অতি সাধারণ ইতর আসনে নেমে এসেছে!

মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো—বিপুল তার তেজ—বিরাট তার জ্বালা! কতক্ষণ বসে' সে এসব কথা ভাবতে লাগলো!

(১৮)

শনিবারে বিমল আবার চললো রেসের মাঠে। ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় দুশো টাকা আনিয়ে নিয়েছিল!···পয়সার জন্য তো সব। প্রিয়শঙ্করের আদেশ মেনে এখানে এই যে কৃচ্ছ্র-সাধনার লক্ষ্য তা পয়সা! রেসে আজ ঘোড়ার নামে বিমল দানসত্র খুলে বসবে! টাকায় টাকা আনে···সে-কথা কত সত্য, বিমল আজ তার পরীক্ষা নেবে!

বিমল মাঠে এলো এবং বিপুল উৎসাহে ঘোড়া ধরতে লাগলো।

প্রথম বাজিতে হারলো পঞ্চাশ টাকা···দ্বিতীয় বাজিতে ষাট···তৃতীয় বাজিতে আবার পঞ্চাশ দিতে চলছে, হঠাৎ দেখে সামনে অলকা। মাথায় লাল রঙের ছাতা, পাশে প্রবীণ সেই ভদ্রলোকটি···ত্রিদিব ভট্টাচার্য।

বিমলের মন গর্জে উঠলে, ও-লোকটিকে আশ্রয় না করলে বুঝি চলে না? অলকাকে সে ডাকলো না···দেখেও যেন তাকে গ্রাহ্য করে

না, এমনি ভঙ্গীতে পাঁচখানা নোট বার করে' অলকাকে দেখিয়েই বিমল বললে,— 'ড্রাগন'…

টিকিট নিয়ে চলে যাচ্ছে, অলকা ডাকলো,—বিমলবাবু…

বিমল দাঁড়ালো, বললে,—ডাকলেন ?

অলকা বললে,—হ্যাঁ।…এত ব্যস্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন কেন ? ঘোড়ার চেয়েও অধম যে আমার পানে চাইবেন না !

বিমল বললে,—কোনো কথা আছে ?

অলকা বললে,—আছে। বলছিলুম মানুষ চিড়িয়াখানায় যায়—বাঘ দেখে, ভালুক দেখে, বানর দেখে। মানুষ আর জানোয়ার—দুয়ের মাঝখানে খাঁচার আড়াল থাকে…না হয় তেমনি করেই আমার পানে চেয়ে দেখতেন !

কথার অর্থ বিমলের বোধগম্য হলো না। চুপ করে' সে দাঁড়িয়ে রইলো। মন বলতে লাগলো, কি চমৎকার কথা কয় অলকা ! এত পণ্ডিত-জন আছে, রসিক-জন আছে—অলকার মতো বাকপটুতা তাদের কারো নেই ! সাধে মন এই অলকার সান্নিধ্য চায় !

অলকা বললে,—'ড্রাগন' ধরলেন ? আজতো খুব হারছেন !—দু'বাজিতে অনেকগুলো টাকা গেছে তো ?

বিমল বললে,—কে বললে ?

মৃদু হেসে অলকা বললে,—আমি দেখেছি। আপনি আমাকে না দেখলেও আমি আপনাকে দেখেছি। তার কারণ, শুকদেব গোস্বামীর মতো আমি পণ করিনি যে, রমণী-মুখ দেখবো না !

বিমল চাইলো অলকার পানে, বললে,—আপনি যান, আমার সঙ্গে কথা কইছেন দেখলে আপনার বন্ধুর হয়তো জেলশি হবে !

কথাটা বলে, বিমল অনেকখানি আত্মপ্রসাদ অনুভব করলে। মনে

পড়লো, একদিন এই কথা বলেই অলকা বিমলকে বিদ্রূপ করেছিল !

কিন্তু অলকাকে আদৌ গম্ভীর বা চিন্তাযুক্ত দেখা গেল না। হেসে অলকা বললে,—আমার উপর ও-বন্ধুর তত দরদ এখনো হয়নি।—সবাই কি বিমলবাবুর মতো দরদ জানে ?

প্রবীণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না—চোখে দূরবীণ লাগিয়ে মাঠের প্রান্তসীমার দিকে চেয়ে রইলো।—

বিমলের মনে কিন্তু বিপ্লব বাধলো। ক্ষণেকের জন্য চুপ করে দাঁড়ালো, তারপরে সে চললো রেস্তঁরার দিকে।

অলকা যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

ঐ যে অলকা। চুপ করে ও বসে আছে—কি যেন ভাবছে। কি ভাবছে ?—কি কথা ?—কার কথা ?

অলকার দৃষ্টি যথাসম্ভব এড়িয়ে বিমল বসলো চেয়ারে; বেয়ারাকে বললে,—এক পেয়ালা চা—

বিমল চেয়ে রইলো অলকার পানে।—হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছে !—চিড়িয়াখানা, বাঘ, ভাল্লুক—কি সব বললে! ভেবেছ, আমি ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছি! কিন্তু তা তো নয়!—

বিমলের মন অধীর আকুল হয়ে উঠলো! আর কোনো কথা না হোক, অলকাকে এটুকু অন্তত বলা দরকার যে বিমল তাকে তুচ্ছ-জ্ঞান করেনি এবং কোনোদিনই তা করবে না! অলকাকে বিমল শ্রদ্ধা করে···অনেকখানি শ্রদ্ধা! এবং সেই শ্রদ্ধার জন্যই অলকার কথা ভাবতে বসলে বিমলের মনে হয়, আর ক'টা মাস কেটে গেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভাবরীকে বিবাহ করে, নিজের জীবনকে বিমল সহজ আর স্বচ্ছন্দ করে তুলবে···কিন্তু অলকা?···এমন অনিশ্চিত

লক্ষ্যে বেচারী চিরদিন ঘুরে দুঃখে অভাবে কণ্টকিত হলে অলকা তখন কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? কে তার সহায় হবে?

হয়তো লোকের অভাব হবে না! কিন্তু অলকাকে সাহায্য করবার ছলে অলকার কি-অনিষ্ট না তারা সাধন করতে পারে না!···

অলকার পানে চেয়ে- তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগে-আতঙ্কে বিমলের মন ছম্-ছমিয়ে উঠলো। বেয়ারা চায়ের পেয়ালা টেবিলে রেখে গেল; পেয়ালা হাতে নিয়ে বিমল এলো অলকার সামনে। বললে,—কৈ, কিছুই তো ফরমাশ করেননি, দেখছি!

অলকা চমকে উঠলো···কিন্তু তখনি সে ভাব সামলে ম্লান মৃদু হাস্যে অলকা বললে,—না। আমি ভাবছিলুম···

বিমল বললে,—কি ভাবছিলেন?

একখানা চেয়ার টেনে বিমল বসলো অলকার সামনে।

অলকা বললে,—যদি বলি, আপনার কথা ভাবছিলুম?... বিশ্বাস হবে?

বিমল খুশী হলো, বললে,—বিশ্বাস হবে।

অলকা বললে,—ভাবছিলেন, লোকটা কি অসভ্য অভদ্র···ইতর··· একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—মানুষকে আপনি যেমন খারাপ দেখেন, আমি তেমন দেখি না বিমলবাবু...মানে, দেখবার উপায় নেই আমার।

বিমল বললে,—কিন্তু আমি সত্যিই অভদ্র, ইতর।...সেদিন যে আচরণ করেছি, তারপর থেকে আপনার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে আমার লজ্জা হয়।

অলকা বললে,—কি এমন আচরণ বলুন তো?

বিমলের বুকের মধ্যে যেন বজ্রধ্বনি জাগলো! অলকা ন্যাকামি

করছে ? না···

কৌতূহল অদম্য হলো। বিমল বললে, যেদিন থেকে ছাড়াছাড়ি... সেই সিনেমায় আসবার আগে আপনার ওখানে······

অলকা তাড়াতাড়ি বলে' উঠলো,—মানুষের মনে মাঝে মাঝে অমন দুর্বলতা জাগে বলেই মানুষ মানুষ...দেবতা নয় !···সে যে ক্ষণিক মোহ, আমি তা বুঝি। কিন্তু না, আপনি ভালই করেছেন ! আমরা হলুম মায়াবিনীর জাত...আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো !

এ-কথার কি জবাব দেবে, বিমল ভেবে পেলে না।

মাঠে ওদিকে হৈ-হৈ রব···ঘোড়া ছুটেছে !

বিমল বললে,—ঐ···

অলকা বললে,— চলুন, আপনার ভাগ্যে কি হয় খে

বিমল বললে,—কিন্তু আপনার গলা শুকিয়ে আছে, বলছিলেন ··

অলকা বললে,—আপনার ঘোড়া ফাস্ট´ হলে এ-গলায় জয়ধ্বনি করবো কি-রকম জোরে, তখন শুনবেন।

দুজনে বেরিয়ে এলো।

ঘোড়া ছুটেছে তীর বেগে। লোকজন প্রাণপণে চীৎকার করেছে··· "ড্রাগন" "ড্রাগন"···"বাক্ আপ্ স্ক্যাভেঞ্জার"···"হো হো ওয়ালফ্লাওয়ার"...'ফাস্টার·· ফাস্টার"···

চোখের সামনে দিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটে গেল···অলকা বললে—চলুন···

বিমল চললো অলকার সঙ্গে টোটের দিকে...যত লোক ঐ দিকেই ছুটেছে।

বেশী দূর যেতে হলো না। লম্বা ফলকে রেজাল্ট প্রকাশ পেলো। ঘোড়ার নাম খাটিয়ে দেছে...

ফার্স্ট্ ওয়াল-ফ্লাওয়ার...সেকেণ্ড টেডি বেয়ার...থার্ড সেণ্ট-জন...তার পর ড্রাগন।

বিমলের ললাটে স্বেদবিন্দু।

অলকা বললে,—আর টাকা নষ্ট করতে হবে না। চলুন···আপনার 'লাক্' আজ খারাপ।

বিমল বল্লে,—হুঁ...আচ্ছা, এবার দেখি লাস্ট চান্স!

অলকা বললে,—না, না। টাকা যদি আপনার এতই ভারী বোঝা হয়ে থাকে, বেশ, আমাকে দিন···

কথাটা বলে অলকা হাসলো।

বিমল বললে,—একশো ষাট গেছে, বাকী আছে চল্লিশ! এ-চল্লিশে আপনার 'লাক' কেমন, দেখা যাক্। যা আছে আপনার হবে।

অলকা বললে,—সত্যি?

বিমল বললে,—তাই।

বিমল যেন ক্ষেপে উঠলো···বুকিং-উইণ্ডো লক্ষ্য করে ছুটলো। অলকা চললো তার পিছনে।

বিমল বললে,—কোন্টা ধরি?

অলকা বললে,—ধরুন ',সান-গড"···শুনেছি ভারী তেজী।

বিমল বললে,—ঘোড়ার নাম আপনার কণ্ঠস্থ দেখছি!

অলকা বললে,—আমাদের মতো লোকও মাঝে মাঝে সোনার স্বপ্ন ত্যাখে...ঘোড়ার নাম জপ্ করে।

বিমল বললে,—বেশ আপনার 'লাক'···আপনি choice করুন।

বিমল কিনলো "সান-গড"...চল্লিশ টাকা দিয়ে।

বিমল বললে,—আচ্ছা এখন চলুন, এক-পেয়ালা চা···জয়ধ্বনির জন্য গলা ভিজিয়ে তৈরী থাকুন!

তুজনে এলো আবার সেই রেঁস্তরায়।···

অলকা বললে,—আমায় ভয় করছে। আমি ভয়ঙ্কর "আন্‌লাখি—অথচ আপনি নির্ভর করতে চান আমার লাখের উপর!

বিমল বললে,—ভয় নেই। সুবাতাস বয়েছে। I am sure now আকাশের রঙ বদ্‌লে গেছে, দেখছেন না?

অলকা বললে,—আমাকে দেখে'?

বিমল বললে,—তাই।

আবার বাজি শুরু হলো। সব ছেড়ে দু'জনের দৃষ্টি নিবদ্ধ আবার ঐ ছুটন্ত ঘোড়ার পানে! ঐ আসে নাম্বার-থ্রী···লাল জকি ওঃ!···

বুকের উপর যেন তাণ্ডব নৃত্য চলেছে! কি অধীরতা!

ভিড় চীৎকার,—"বাইশন"···"বাইশন"...

সবার আগে আসছে বাইশন—নাম্বার থ্রী সিক্স···লাল জকি···অনেক পিছনে! না, কোনো আশা নেই।

অলকা বলে' উঠলো,—ঐ এগুচ্ছে "সান-গড" · থার্ড···থার্ড···এবার সেকেণ্ড···আর এক-হাত—ঐ···ঐ—

অলকা বললে,—আসুন বিমলের হাত ধরে' তাকে টেনে নিয়ে অলকা ছুটলো টোটের দিকে।

অলকা বললে,—ও, ইউ আর লাকি—সানাগড ফার্স্ট!

আনন্দের আতিশয্যে অলকা একেবারে দু'হাতে বিমলকে আবদ্ধ করে' ফেললো। কি তার আনন্দ!

বিমল বললে,—দাঁড়ান। তাহলে পাচ্ছি—চল্লিশ ইন্‌টু এইট্—যার মানে তিনশো কুড়ি টাকা।—দেখলেন আপনার লাক্! ইউ টেক্ দী হোল্ এ্যামাউণ্ট!

সলজ্জ হাস্যে অলকা বললে,—না, না—

বিমল বললে,—আমি যখন বলেছি—

বুকিং-উইণ্ডোর দিকে দুজনে চললো! অলকা যেন আর চলতে-পারে না। আনন্দের আবেগে-উচ্ছ্বাসে পরিশ্রান্ত—বিমলের উপর ভর রেখে কোনোমতে সে চলেছে—

উইণ্ডো থেকে টাকা নিয়ে সে-টাকা বিমল অলকার হাতে দিলে। অলকা বললে,—না, না—

বিমল ছাড়বে না! অলকা বললে,—আচ্ছা, let us come to terms—বিমল বললে,—বলুন—অলকা বললে,—এ থেকে দুশো টাকা আগে আপনি রাখুন—আপনার মূল-ধন! বাকী থাকে একশো কুড়ি—বেশ, আমায় দিন চল্লিশ, আপনি নিন আশী।

বিমল বললে,—না।—দুশো বরং আমি রাখছি—বাকী একশো-কুড়ি আপনার—আপনাকে নিতেই হবে। এর অন্যথা নয়।

অন্যথা হলো না। অলকাকে নিতে হলো একশো-কুড়ি টাকা।

টাকাটা ব্যাগে রেখে অলকা বললে,—আজ আর খেলতে পাবেন না।

বিমল বললে,—খেলবো না?

অলকা বললে,—না।

বিমল বললে,—বেশ।

অলকা বললে,—আর একটি কথা। আমার লাকে এত টাকা যখন পেলুম, কাল যদি সেজন্য আপনাকে ভোজদি?

বিমল বললে,—সে-ভোজ সানন্দে গলাধার্য করবো।—কোথায় সে-ভোজ?

অলকা বললো—ফিরপোয়।

বিমল বললে,—ও-কে!

দুজনে ফিরলো। ফেরামাত্র বিমল দেখে, প্রিয়শঙ্কর রায়—ঠিক সামনে!

বুকখানা যেন ফ্যাঁশ করে চিরে গেল—বিমল ঠিক স্ট্যাচু!

প্রিয়শঙ্কর রায় বললেন,—জিতেছো?

স্খলিত স্বরে কোনোমতে বিমল বললে,—এঁর টাকা—

প্রিয়শঙ্কর রায় বলেন,—ও—

পরক্ষণেই প্রিয়শঙ্কর রায় সে-ভিড়ে মিশে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

বিমল ভাবলে, স্বপ্ন দেখলাম?

কিন্তু স্বপ্ন যে গ্যাখেনি, তা বুঝলো অলকার কথায়!

অলকা বললে,—উনি কে?

জড়িত স্বরে বিমল বললে,—আমার মনিব মিস্টার প্রিয়শঙ্কর রায়।

সব আনন্দ চূর্ণ হয়ে গেল।

যেন ঝড় উঠেছে—সে-ঝড়ে রাজ্যের ধূলা-বালি উড়ে বিশ্ব-চরাচরকে নিমেষে ঢেকে যেন বিপর্যয় কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে!

(১৯)

অলকার সঙ্গে কথা আর জমলো না। একরকম নিঃশব্দেই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বিমল চলে' এলো।—

মনে সরাক্ষণ অসহ্য ধুক্‌ধুকুনি! প্রিয়শঙ্কর কি ভাবলেন? অলকা সম্বন্ধে ওঁর ধারণা—

যা ভেবেছেন, অলকা যে তা নয়, একথা সে কেমন করে বুঝিয়ে দেবে?

সকালে বিমলের ডাক পড়লো ধর্মতলা স্ট্রীটে প্রিয়শঙ্করের হোটেলে বিমল এলো—কম্পিত বুকে।

অফিস সম্বন্ধে প্রিয়শঙ্কর অনেক কথা বললেন। বললেন,—চ্যাটার্জী বোধ হয় আরো পাঁচ-সাত মাস ফিরতে পারবে না। কাজেই অফিসের চার্জ এখনও বিমলের হাতে থাকবে।

বুকের উপর থেকে যেন একখানা ভারী পাথর সরে গেল! বিমল স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—বিভাকে তুমি চিঠি লেখোনি, এতে আমি খুশী আছি!...যদি মনে করো, একবার বাড়ী ঘুরে আসতে পারো।···দশ বারো দিন। তবে বিভার সঙ্গে দেখা করো না।

বিমল বলাল,—না। যাবো না। আর ক'টা মাস বৈ তো নয়! তার পরেই রাঁচি যাবো!

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—বেশ ···তারপর এখানে লাগছে কেমন? কাজকর্ম?

বিমল বললে,—কাজ-কর্ম আমাকে প্রায় কিছুই করতে হয় না।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—রুটিন মেনে এ্যাটেণ্ডান্স...তোমার তাতে অনেক শিক্ষা হয়।···তুমি রেসে যাও, দেখলুম।···রেস ভালো লাগে?—

বিমল বললে,—কচিৎ কখনো যাই।

প্রিয়শঙ্কর বললেন—হুঁ—রেস ভালো—তবে খেলার নেশায় মাথা ঠিক রাখা দরকার। না হলে বিপদ হতে পারে। অফিসে কাজ-কর্ম তেমন করতে হয় না, বলচো?

বিমল বললে,—তাই।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—হুঁ—কিন্তু মানুষের পক্ষে কাজের লোক হওয়ার সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় পরীক্ষা কি, জানো?—কাজ-কর্ম করচি না,

অথচ নিজেকে সব-প্রলোভনের উর্ধে রাখা ! মানে, to keep your self out of mischief—তোমাকে এখানে পাঠাবার উদ্দেশ্যই আমার তাই।

কথাটা বলে' প্রিয়শঙ্কর মৃদুহাস্য করলেন।

এ-কথায় বিমলর মনে যেন একটা সরীসৃপ কিলবিল্ করে উঠলো। বুকে হাত দিয়ে বিমল বলতে পারে যে, এ mischief থেকে নিজেকে সে মুক্ত নিরাময় রেখেছে ? অলকা—ও একরকম mischief নয় কি ? অথচ বিমল কোনো অপরাধ করেনি !—অফিসের হাজিরায় একদিনের জন্য গাফিলি করেনি !—এক-মিনিট লেট্ হয়নি ! রেসে টাকা খরচ করেছে—সে-টাকা তার নিজের উপার্জনের—অফিসের টাকা নয় ! অলকার সাহচর্য—তার মধ্যে এতটুকু গ্লানি নেই—

প্রিয়শঙ্কর নীরব রইলেন। একটা কগজের উপর কলম ঠুকছিলেন !

অতঃপর প্রিয়শঙ্কর বললেন,—অফিসের ভার তোমার হাতে—ওদিকে তোমার রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আজ অনেক বেশী।

বিমল চুপ করে' থাকতে পারলে না। প্রিয়ঙ্করের কথার পিছনে যেন খানিকটা অভিযোগ · যেন সংশয়ের কালো ছায়া ! সে বললে,—কাল যে-মেয়েটিকে আমার সঙ্গে দেখেছেন, ওঁর সঙ্গে এমনি আমার সামান্য-রকম আলাপ !...একবার একটু বিপদে পড়েছিলেন...সামান্য একটু উপকার করেছিলুম—এই যা আলাপ ! ওঁর সঙ্গে আমার এমন কিছু অন্তরঙ্গতা নেই—রেসের মাঠে কাল হঠাৎ দেখা—

প্রিয়শঙ্কর বিমলের পানে চাইলেন—অবিচল সন্ধানী দৃষ্টি ! প্রিয়শঙ্কর বললেন,—অন্তরঙ্গতা ঘটা সম্ভব নয়।—যাক তোমাকে অফিসের কথা বলবো বলে' ডেকে পাঠিয়েছিলুম—এখন যেতে পারো। আমি আজই রাঁচি যাচ্ছি স্নানাহার সেরে। বেলা এগারোটা-নাগাদ বেরুবো।

মোটরেই যাবো!

বিমল চলে' এলো। মনকে সে শান্ত করলে এই সান্ত্বনা দিয়ে যে, অলকার সম্বন্ধে প্রিয়শঙ্করের মনে উদ্বেগ বা সংশয় নেই! থাকলে অফিসের চার্জ তার হাতে দিয়ে যেতেন না!—

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অলকার নিমন্ত্রণ রাখতে রাত্রে আজ ফিরপোয় যাবে ক না? কথা আছে, হু'জনে দেখা হবে এম্পায়ারের সামনে। সন্ধ্যা ছটায় ছবি দেখা, তার পর ছবি দেখে ভোজ! সিনেমায় টিকিট অলকা কিনবে—সে বলেছে। এর নড়চড় হবে না! নড়চড় হলে সে ভারী রাগ করবে!

বিমল স্থির করলে, নিমন্ত্রণ সে রক্ষা করবে। করে' বলবে, অফিসের চার্জ তার হাতে দিয়েছেন মনিব। এখন কাজ শেখবার সময়—আমোদ প্রমোদে মন লাগানো ঠিক হবে না! কাজ—কাজ—কাজ নিয়ে মত্ত থাকা ছাড়া অন্য কোনো দিকে আর চাইবে না!—Mischief—ও-কথার পিছনে কত কি—

সাড়ে পাঁচটা বাজলে বিমল এলো মার্কেটে। দেখে-শুনে ছ'সাত টাকা দাম দিয়ে এক শিশি ভালো সেণ্ট কিন্‌লে। ভাবলে অলকার হাতে এ-শিশি উপহার দিয়ে আজ বিদায় নেবে। বলবে, এখন ব্রহ্মচর্য সাধনা চলেছে—অফিসের কাজ শেখা—তার মানে, গুরুগৃহে বাস। আরাম-বিরাম ত্যাগ করতে হবে! বিরসতা ঘুচিয়ে বিরাম-ক্ষণে এতদিন যে বিচিত্র-আনন্দ দিয়েছে, তার স্মৃতি এই শিশির সেণ্টের মতো স্নিগ্ধ অনাবিল থাকুক!

মার্কেট থেকে বেরিয়ে বিমল এলো এম্পায়ারের সামনে। এসে দেখে, অলকা দাঁড়িয়ে আছে। বিমলকে দেখে অলকা তার কাছে

এলো, বললে,—টিকিট এখনো কিনিনি। এখানকার চেয়ে ভালো প্রোগ্রাম আছে গ্লোবে! যদি বলেন—

বিমল বললে,—সিনেমা ভালো লাগছে না! বদ্ধ ঘর নয়, লোকের ভিড় নয়, বরং স্ট্রাণ্ডে চলুন—বেশ ফাঁকা নিরালা জায়গা।

অলকা বললে,—বেশ। ট্যাক্সি নিন্—কিন্তু আমি দেবো ট্যাক্সি-ভাড়া। আপনি আমার গেস্ট।

বিমল প্রতিবাদ তুললো না।

ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে তাতে উঠে বসলো। ড্রাইভারকে বলা হলো, স্ট্রাণ্ড···ট্যাক্সি চললো। অলকা বললে,—আজ একজোড়া নতুন জুতো কিনেছি...দেখুন তো, ফ্যাশনেবল নয়? বলে, অলকা নিজের দু'পা প্রসারিত করে দিলে, বললে,—বেঁচে থাকা মানে, বাঁচার মত বাঁচা ......তাতে শুধু খরচ! Life is so expensive ভালো শাড়ী চাই, ব্লাউজ চাই, জুতো চাই······তার উপর সিনেমা, ট্যাক্সি, সাবান···আচ্ছা বলুন না, জুতো জুড়া বেশ ভাল হয়নি? অনেক দিন থেকে সখ ছিল, ভাল এক জোড়া জুতো...এজোড়া কেমন হয়েছে?

বিমল বললে,—সুন্দর।

ব্যাগ থেকে পাফ্ বার করে' মুখে বুলিয়ে ভ্রূযুগল ঈষৎ টেনে অলকা বললে,—অফিসে আজ খুব খাটনি গেছে...না? মনিব এসেছেন?

বিমল বললে,—আজতো রবিবার। তার উপর মনিব চলে গেছেন বেলা এগারোটায়।

অলকা বললে,—দেখা হয়েছিল?

বিমল বললে,—হয়েছিল।

অলকা বললে,—রেসের ব্যাপার দেখে' রাগ করেছেন?

ডাগর দুই চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে অলকা চেয়ে রইলো বিমলের পানে...সে দৃষ্টি বিমল লক্ষ্য করলে! সে-দৃষ্টিতে যেমন উৎকণ্ঠা, তেমনি মমতা! হু-হু বেগে ট্যাক্সি চলেছে......পাশে লাট সাহেবের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে গাছগুলো যেন শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব সমেত ঝুঁকিয়ে তারি পানে চেয়ে আছে···দিকে দিকে প্রচণ্ড কৌতূহল!

অলকা বুঝলে বিমলের মনে কি একটা যেন চলেছে! এবং সে চলা শুরু হয়েছে কাল সেই রেসের মাঠে মনিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যাপারটিকে ভিত্তি করে! সস্নেহে বিমলের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে অলকা প্রশ্ন করলে—উনি রাগ করে’ কোনো কথা বলেছেন...?

বিমলের বিস্ময়! অলকার স্ব’রে এমন মিনতি এত ব্যাকুলতা! বিমলের সুখ-দুঃখকে অলকা এতখানি নিজস্ব মনে করে! এ কি বিশ্বাস করবার মতো? বিমল বললে,—রাগ করেননি। তার কারণ অফিসের কাজে কোনদিণ আমি অবহেলা করিনি। এ্যাটেণ্ডান্স সব সময়েই পাংচুয়াল!

নিশ্বাস ছেড়ে অলকা বল্‌লে,—বাঁচলুম। আপনার মুখ দে’খে আমার যা ভবেনা হয়েছিল ...সত্যি!

ট্যাক্সি এসে পৌঁছলো প্রিনসেপ ঘাটের সামনে। বিমল বললে,—নামা যাক। মাঠের দিকে যদি একটু যাই, আপনার আপত্তি হবে?

অলকা বললে—না, আপত্তি কিসের··আপনি অতিথি, আপনার ইচ্চাই আজ আমার ইচ্ছা। দুজনে ট্যাক্সি থেকে নামলো। বিমল পার্স বার করছিল, অলকা বললে—ভাড়া আমি দেবো। তাই হলো। অলকা দিলে ট্যাক্সি ভাড়া; তার পর দুজনে চললো ফোর্টের মাঠের দিক।

বিমলের মুখে কথা নেই! অলকা বুঝলো মনের মধ্যে বিরোধ

জেগেছে···সে-বিরোধ এখনো বিরাম মান্‌ছে না! কিন্তু কিসের জন্য বিরোধ? কেন?

অলকা বললে,—বেড়াবেন? না, ঐ বেঞ্চে বস্‌বেন?

গাছতলায় একখানা বেঞ্চ—জায়গাটুকু নিরালা।

বিমল বললে,—বেশ। বলে, বিমল বেঞ্চে বসলো; অলকাও বসলো ··· একটু-দূরে। বসে অলকা বললে,—আপনি প্রকাশ করে' না বললেও আমি বুঝেছি বিমলবাবু, কাল আপনাকে আমার সঙ্গে রেসের মাঠে দেখে আপনার মনিব নিশ্চয় বিরক্ত হয়েছেন!

বিমল বললে,—না, না, বিরক্ত হন্‌নি!···কে আপনাকে বলেছে, তিনি বিরক্ত হয়েছেন?

অলকা বললে,—বিরক্ত যদি না হবেন, তাহলে আপনাকে এমন উন্মনা দেখছি কেন বলতে পারেন?··এতকাল আপনাকে দেখছি, কিন্তু এমন কখনো দেখিনি!

বিমলের বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো। সে কোনো জবাব দিলে না।

অলকার অস্বস্তি হচ্ছিল। অলকা বললে,—যেন পাথরের ঠাকুরের পাশে বসে আছি! বলবেন না, কি হয়েছে?

একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—সত্যি তিনি বিরক্ত হন্‌নি, বা কোনো কথা বলেননি!...তবে...

একটু দ্বিধা··কি এবং কেন, মুখের ভাষায় কি করে' বিমল প্রকাশ করে' বলবে?

অলকা বললে,—তিনি মুখে কিছু না বলুন, মনে মনে অনেক-কিছু ভেবেছেন, নিশ্চয়! না?

একটুকু চিন্তা করে' বিমল বলে' ফেললে—তাই মনে হয়।

অলকা বললে,—একজন মানুষ···আর-একজন মানুষের সম্বন্ধে কি ভাববেন, তা ভেবে এতখানি খারাপ করলে দুনিয়ায় কি করে' বাঁচবেন বিমলবাবু ?

বিমল বললে,—তা নয়। মানে, কলকাতায় একা কিভাবে আমি বাস করবো, সে সম্বন্ধে আমাকে অনেকখানি হুঁশিয়ার হতে হবে।...উনি আমাকে যে-চাকুরি দিয়েছেন ··· এত-বড় দায়িত্বের চাকরি ... তাতে আমার কতখানি যোগ্যতা, তিনি তার বিচার করবেন তো !···নিজেকে আমি যদি যোগ্য বলে প্রমাণ দিতে না পারি, তাহলে জীবনে আমার উন্নতির কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

নিবিষ্ট মনে অলকা শুনলো বিমলের কথা।

বিমল বললে,—মানে, এখন আমার কাজকর্ম শেখবার কথা। অফিসে অনেক-রকম কাজ হয় !···মানে, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, রেস, সিনেমা...এসবে মত্ত হওয়া উচিত হবে না !

অলকার দু'চোখে যেন মেঘ নেমে এলো...এবং সে-মেঘ নিমেষে, প্রসারিত করিয়া সারা বুকখানাকে চেপে ধরলো। অলকা চুপ করে বসে রইলো। এমন স্তব্ধ যে নিজের নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত কানে শুনছে !

বিমল বললে,—আপনার সঙ্গে এরকম দেখাশুনা আর হবে না, বোধ হয় !

কথাটা বলা হয়ে গেলে বুকের ভার যেন কতকটা হাল্কা মনে হলো ! কিন্তু এর পর ?

এর পর দিকে-দিকে দারুণ শূন্যতা !···আশ্রয় বা অবলম্বন করবে, এমন তার কিছু নেই এখানে ! তার পৃথিবী যেন কাজের নির্মম রথচক্র-তলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে !

অনেকক্ষণ পরে অলকা কথা বললে। বললে,—পথ চলতে যদি দৈবাৎ দুজনে কখনো দেখা · সম্পূর্ণ অজানা-অচেনার মতো তাহলে··· তাহলে কি···অলকার মুখে সে-কথা প্রকাশ পেলেনা। স্বর যেন রুদ্ধ হলো !

বিমল বললে,—সেই ভালো নয় কি ?···না হলে অনর্থক কতকগুলা সেন্টিমেণ্টাল...মানে, আমাদের এ-বন্ধুত্ব চিরদিন এমন থাকবে, তার যখন কোনো গ্যারান্টি নেই ! মানে, এর পর কোথায় থাকবেন আপনি... কোথায় বা আমি !

একটা উদ্যত নিশ্বাস চেপে অলকা বললে,—বেশ। আপনার যখন এই ইচ্ছা তাই হবে।

এই কথাটুকু বলে' অলকা উঠে দাঁড়ালো। বললে,—তাহলে আসি।

এ-কথায় বিমলের সারা মন তাকে তীব্র স্বরে ভর্ৎসন ক'রে উঠলো— কাপুরুষ, বিজন-পথে নিজের মার্জিত একজন নিরীহ-নিরপরাধ কিশোরীকে টেনে এনে এমন করে' তাকে বিদায় দিচ্ছ ?...তোমার ভালো লেগেছিল, তাই বেচারীকে তোমার আড্ডায় চালিয়ে ফিরিয়ে ওর সঙ্গ-সাহচর্য থেকে যতখানি আনন্দ সংগ্রহ করতে পারো, করেছো ! আজ কোন্ দিক থেকে অপ্রসন্নতার আশঙ্কা মনে জেগেছে, তাই এভাবে তার নির্দোষ-সখ্যপ্রীতিটুকুকে আঘাতে চুর্ণ করে' তাকে সরিয়ে দিতে চাও ?

দৈন্য এবং গ্লানিভরে বিমল এতটুকু হয়ে গেল।

অলকা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে !

পথে গাড়ী চলেছে...গাড়ী চলার মিশ্র-ভৈরব-রব বাতাসকে যেন আক্রান্ত করে তুলেছে !

বিমল ভাবলো, কথাগুলো ভালো করে' বলা হয়নি! কিন্তু এখন সংশোধনের উপায় নেই। কোনো মতে সে বললে,—চলুন, আমিও যাই!

দুজনা চলে:···মাঠ ছেড়ে পথের দিকে, কারো মুখে কথা নেই! বিমল ভাবছিল' শত্রুকেও মানুষ এভাবে এমন-কথায় বিদায় দেয় না! বিদায় যদি দিতে হয়—প্রীতি-ভালোবাসা মিশিয়ে দাও! বিদায়-ক্ষণের স্মৃতি মনে যেন আলোর মতো জ্বল্‌জ্বল্ করে চিরদিন···কাঁটার ব্যথায় যেন জর্জরিত না হয়!

প্রিনসেপ্ ঘাটের সামনে এসে অলকা দাঁড়ালে···বিমলের পানে চেয়ে বললে,—তাহলে আমার ভোজের নিমন্ত্রণ···বিমল যেন বাঁচলো! যথাসম্ভব সহজ স্বরে সে বললে,—নিশ্চয়। চলুন ফিরপোয়।

অল্‌কা বললে,—থাক্, ক্ষমা করুন।···আপনার সাধনায় ব্যাঘাত হতে পারে...আপনি যখন সমস্ত ত্যাগ করতে চান, এ-সবের মধ্যে আপনাকে ডাকা আমার উচিত হবে না।···আমি গরীব কাঙাল সত্যি, কিন্তু আমার মনটা কাঙাল নয়।

এ-কথায় বিমল যেন পাথর বনে, গেল...তারপর বহুক্ষন বিমলের যেন চেতনা নেই, অলকাও দাঁড়িয়ে আছে। পথ দিয়ে একখানা খালি-ফীটন যাচ্ছিল, বিমল ডাকলো।

ফীটন দাঁড়ালো। বিমল বললে,—উঠুন

অলকা বললে,—না। আপনি উঠুন। এ-পথটুকু আমি হেঁটেই যাবো। হাঁটা আমার অভ্যাস আছে, সে কথা আপনি ভুলে যাবেন না।

ফীটনকে বিদায় দিয়ে বিমল বললে,—আমিও হেঁটে যেতে পারবো।

মনে-মনে হেসে অলকা বললে,—সম্ভব। ট্রাম-টার্মিনাস ঐ ঈডন্ গার্ডনসের পরেই···তেমন দূরে নয়।

নিঃশব্দে দুজনে এলো হাইকোর্ট ট্রাম-টার্মিনাসে।

বিমল বললে,—একটা কথা···

শান্ত স্বরে অলকা বললে,—বলুন···

বিমল বললে,—তুচ্ছ একটা জিনিষ এনেছিলুম ··উপহার! অনুমতি পেলে···

অলকা বললে,—অমি নিলে আপনি খুশী হবেন?

—হবো।

—বেশ। দিন···আমি নেবো আপনার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবো না।

বিমল দিলে অলকার হাতে মার্কেটে-কেনা সেই সেণ্ট...

পথের উজ্জল-আলোয় অলকা পড়লো সেণ্টের নাম—লিলি অফ দি ভ্যালি।

সেণ্টের শিশি মাথায় ছুঁইয়ে অলকা বললে,—এটি আমি রেখে দেবো ···কখনো ব্যবহার করবো না। অনেক-ঋণে ঋণী করেছেন, সে-ঋণ পাছে ভুলি...সে-ঋণের স্মৃতি মনে জেগে থাকবে চিরদিন...এই লিলির মিষ্ট গন্ধে-মেশা আবেশর মতো!

(২০)

এর পরে দিনগুলো যে কি করে' কাটতে লাগলো...

অলকার সঙ্গে ছাড়াছাড়িতে মনের দিকে-দিকে এতখানি চাড় পড়বে, বিমল তা কল্পনা করেনি! ক'দিনের বা পরিচয়! কিন্তু এই ক'দিনেই অলকা তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিমলকে যেন নাগপাশে আবদ্ধ করেছে! আজ অলকাকে দূরে সরিয়ে বিমল সে-বন্ধনের দুশ্চেদ্যতা পলে-পলে অনুভব করছে।

অলকার মধ্যে কি এমন অপরূপতা আছে, যার জন্য···? অলকার ডাগর দুটি চোখ···চৎকার ! ও-চোখের কত ভাব, কত ভাষা·· ও-চোখের দৃষ্টি যেন জীবন্ত···মানুষের চোখের দৃষ্টিতে ভাষা আছে, বিমল তা কোন-দিন কল্পনা করেনি ! মাথার কেশে বিচিত্র পারিপাট্য...কোনো সময়ে বেশ-ভূষায় এতটুকু কটুতা থাকে না ! কেমন একটা হাল্‌কা শ্রী···! সব-চেয়ে চমৎকার অলকার বুদ্ধি !···বাক্‌পটুতাও অপরূপ !···শ্লেষ-ব্যঙ্গ মিশিয়ে কথাগুলিকে কেমন রমণীয় করে তোলে ! অলকা না থাকলে এই দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা বিমল কখনো সহ্য করতে পারতো না !

অলকার সঙ্গে সম্পর্ক সে ছিন্ন করে' দিয়েছে নিঃশেষে ! মনকে' ওদিকে আর ফেরানো চলবে না !...অফিস—কাজ—কঠিন কর্তব্য—এছাড়া কোনো কিছুতে মন দিলে চলবে না ।

অফিসের পর সময়টুকু বিরস-তিক্ত লাগে—সময় যেন কাটতে চায় না !

এ নিঃসঙ্গতা মোচনের জন্য ঘরে সে রেডিয়ো-সেট খুলে বসে । কিন্তু সে যেন এক বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ! পনেরো মিনিট গান শুনে মন মুগ্ধ হওয়া মাত্র পরের মুহূর্তে মুসিক আর মার্জারের তথ্য নিয়ে কে-একজন গম্ভীর বক্তৃতা শুরু করে দেয় তার পরেই রেডিয়ো-সেট্‌ ঝন্‌ঝনিয়ে পচা এক খানা বাঙ্গলা নাটক নিয়ে বিকট চীৎকার শুরু হয় !

সাত-আট দিন ধরে ঘর ছেড়ে বাইরে মন ছুটলো । কাশানোভায় নয় সিনেমায় নয়—পায়ে হেঁটে যেদিকে দু'চোখ যায়, শুধু ঘোরা—তাতে সময় কাটবে ! বেড়াতে বেড়াতে বিমল এলো গঙ্গার ধারে । সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে লালদীঘি । পা দুটো শ্রান্তিতে টন্‌টন্‌ করছে । বিমল ভাবলো, অনেক ঘোরা হয়েছে—আর নয় । এবারে ট্রামে চড়ে' বাড়ী ফিরবে । রাত প্রায় সাড়ে ন'টা । ট্রামে উঠলো । ট্রামে দুটি মাত্র যাত্রী । একজন বাঙালী মহিলা, অপর-জন এক সাহেব । মহিলাটির পানে চোখ

পড়বামাত্র বিমল চম্‌কে উঠলো ! এ যে অলকা ! নিমেষের জন্য বিমল যেন নিস্পন্দ···তারপর নিঃশব্দে সে বসলো লেডিজ্ সীটের পিছনের বেঞ্চে। ট্রাম চলেছে। কণ্ডাক্টর এলো। বিমল টিকিট কিনলে। টেলিগ্রাফ-অফিসের কাছে ট্রামের বাঁকছিল···হঠাৎ অলকা চাইলো পিছনের সীটে।

সঙ্গে সঙ্গে অলকা চমকে উঠলো, বললে,—আপনি !

বিমল বললে,—আপনি আছেন দেখিনি !

মৃদু হেসে অলকা বললে,—দেখলে এ-ট্রামে উঠতেন না ? কেন বলুন তো ··আমি কি রোগের ব্যাসিলি ? ··এখন কি করবেন ? নেমে যাবেন ?

বিমলের শিরায়-শিরায় তালে-তালে রক্তস্রোত বইতে শুরু হলো। বিমল কোনো জবাব দিলে না...জবাব দিতে পারলো না।

অলকা বললে,—এধারে এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন ?

বিমল বললে,—বেড়াতে এসেছিলুম।

অলকা বললে,—ও !

বিমল বললে,—আপনি ?

অলকা বললে,—রেডিও থেকে ফিরছি। আজ আমার প্রোগ্রাম ছিল···গানের প্রোগ্রাম।

বিমল বললে,—কবে থেকে রেডিয়োয় গান গাইছেন ?

অলকা বললে,—আজ এই প্রথম গাইলুম। সেই ভদ্রলোকটিই বলে-কয়ে ব্যবস্থা করে' দিয়েছেন।

অলকা যেন বিমলের বুকখানা জোরে মাড়িয়ে দিয়েছে···বুকে কেমন আঘাত বাজলো ! বিমল বললে,—সেই রেসের বন্ধু ?

অলকা বললে,—হাঁ।···যে-সে লোক নন্। মস্ত লেখক। ওঁর লেখা গল্প নিয়ে ফিল্ম হচ্ছে···সে ফিল্মে আমি প্লে করছি ··

বিমল বললে,—এতদিনে তাহলে প্রকৃত বন্ধু লাভ করেছেন ! ভালো !

অলকা বললে,—আমার বন্ধু-ভাগ্য কোনোদিনই তো মন্দ নয়·· ভগবান যদি আপনাদের মতো প্রকৃত বন্ধু মিলিয়ে না দিতেন, তাহলে কোথায় থাকতুম···দুর্দিনের আমার কি-বা উপায় হতো, বলুন ?

বিমল বললে,—ও-তালিকায় আমার নামটা টেনে নাই বা লজ্জা দিলেন।

অলকা বললে,—আমার বন্ধুত্বে বুঝি লজ্জা পান ?...আমি জানতুম না ! সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটি নিশ্বাস ! বিমল তা লক্ষ্য করলে। কিন্তু কোনো জবাব দিলে না। অলকা বললে,—আপনার অফিসের কাজে এখন আর কোনো উৎপাত হচ্ছে না তো ? সাধনায় বিঘ্ন ? বিমল এ-কথারও কোনো জবাব দিলে না। কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে অলকা চেয়ে রইলো বিমলের পানে···বিমলের মাথার মধ্যে যেন প্রকাণ্ড গোলা নিয়ে কারা খেলতে লাগলো ! তার চিন্তা···ভাষা·· সব যেন গোলার ভয়ে কেমন সন্ত্রস্ত, স্তম্ভিত।

ট্রাম এসপ্লানেডে এলো · হৈ-হৈ করতে-করতে দুজন তরুণ বাঙালী ট্রামে উঠলো। উঠেই বাহিরের এক-তরুণের পানে চেয়ে বললে,—কাল তাহলে সকালে তুই যাস্ ভাই অন্নদা, মিস্টার হালদারের কাছে। তাঁর জানা দুটি মেয়ে আছে তারা ভালো নাচে ! ট্রামের তরুণ বললে,—কোনো কারণে না অন্যথা হয় ! আমাদের শো'য়ের তারিখ ঠিক করাই যা শুধু বাকী ! স্টেজ সম্বন্ধে কথাবার্তা পাকা···তারিখ ঠিক হলে' বায়নার টাকা দিয়ে দেবো···

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে' বিমল এবং অলকা দুজনেই চাইলো ট্রামে-সদ্য-আগত তরুণ এই যাত্রীটির পানে। যাত্রীকে দেখে' বিমল কেমন শিউরে উঠলো ! অলকার চোখে-মুখে হাসির দীপ্তি ! ট্রাম চললো। তরুণ

যাত্রীটি সীটে বস্‌লো···বসে' সামনের সীটের দিকে দৃষ্টি পড়বামাত্র প্রথম যাত্রী বলে' উঠলো,—হ্যালো বিমল...এই যে···অলকা দেবীও, দুজনে কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? কথার সঙ্গে সঙ্গে এ-যাত্রীটি একেবারে বিমলের পাশে এসে বসলো। দু'চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ভরে' প্রশ্ন করলে,—কোথায় গিয়েছিলে দুজনে...বিমলের বুকখানা ধ্বক্ করে' উঠলো ! এ-প্রশ্নের পিছনে কতখানি ইতর সংশয় !···তার মুখে চট্ করে কোনো কথা এলো না...

অলকা দিল জবাব। বললে,—একসঙ্গে কোনোখানে নাচতে-গাইতে যাইনি রজতবাবু—

এ-যাত্রীটি—রজত। রজত চাইলো অলকার দিকে।

অলকা বললে,—আমি গিয়েছিলুম রেডিয়োয় আমার গানের প্রোগ্রাম ছিল, সেইখানে—গাস্টিন প্লেসের স্টুডিয়োয়। উনি কোথায় গিয়েছিলেন, উনিই জানেন। তারপর ট্রামে আপনার সঙ্গে দেখা—ওঁর সঙ্গেও এমনি দেখা হয়ে গেল !

রজত বললে,—ও ! তারপর সঙ্গীকে নির্দেশ করে' রজত বললে,—আপনার সঙ্গে আমার এই বন্ধুটির আলাপ করিয়ে দি। ইনি হলেন হিমাংশু রায় চৌধুরী—মুর্শিদাবাদের ওদিকে মস্ত জমিদারী আছে। সম্প্রতি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ থেকে গদিখানে ফিরে পেয়েছেন। ফাইন-আর্টসে প্রচণ্ড অনুরাগ ! ক্লাবে আমরা একটা রেভ্যু-শোয়ের ব্যবস্থা করেছি—উনি হচ্ছেন তার পতাকা-ধারী।

তারপর মৃদু হাস্যে হিমাংশুর পানে তাকিয়ে আলাপ-নিবেদনের পরিসমাপ্তি করলে। বললে,—ইনি কুমারী অলকা সেন—সম্প্রতি ফিল্ম-গগনে নক্ষত্র-দীপ্তি-বিকাশে নেমেছেন ! আর ইনি আমার রাঁচির বাল্যবন্ধু বিমলকান্তি—assured son-in-law of the great merchantprince Mr. Priyasankar Roy of Ranchi—এবং তাঁর সদাগরীর ভাবী মালিক।

এ-কথায় লজ্জাভিভূত হয়ে বিমল মাথা নত করে' রইলো এবং অলকা দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বিমলের মুখে। অলকার মুখে যেন কশার আঘাত পড়েছে—তারা মুখ বিবর্ণ, নীল!

হিমাংশু রায় চৌধুরী বললে,—নমস্কার। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে' খুশী হলুম।

রজত বললে,—আপনারা দুজনে প্রায় রেসে যান্ ··· দেখিনি। লোক-মুখে শুনি।···তা, বিমলের রেসে ঝোঁক হলো কবে থেকে?···হঠাৎ তোমাকে এ রেসের নেশায় পেলে কেন হে?

বিমল মুখ তুলে চাইলো···মুখে অপ্রতিভ হাসি সে-হাসি দেখে অলকা বুঝলো, বিমল এ-প্রশ্ন সহ্য করতে পারেনি। তাই রজতের এ-কথার উত্তরে সে বলে' উঠলো,—মানুষ চিরকাল এরকম থাকে না। রজতবাবু! Environments, atmosphere ...... এ-সবের influence আছে তো! ...এই যে আপনি!...যখন রাঁচিতে থাকতেন, তখন কি গ্লোবের স্টেজের পরিচয় জানতেন? আর এখন?

রজত বললে,—সেদিন একখানা ফিল্ম দেখছিলুম···আমেরিকান্ ফিল্ম। ছবির নাম Lure of the Desert...অর্থাৎ "মরু-মায়া"। কজন তরুণ নর-নারী গিয়েছিলেন সাহারা মরুভূমিতে বেড়াতে। ফিরে আসবার সময় পথে এক তরুণী মহিলার কি যে হলো...তিনি ফিরতে চান্ না! ক্যাম্পে সদাই উন্মনা থাকেন, কারো সঙ্গে মেশেন না, কথা কন্ না, কারো সঙ্গ তার ভালো লাগে না! দিবারাত্রি হা-হুতাশ! একদিন গভীর রাত্রি...সকলে ঘুমে অচেতন...তিনি এলেন ক্যাম্পের বাইরে। কেমন তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব! মাথার উপর চাঁদের-আলোয় আকাশ ভরা

...তিনি চললেন মরুভূমির দিকে। সঙ্গীরা জানতে পেরে তাঁকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে এলো। তাঁর সে কি উন্মত্ত প্রলাপ! বলেন, না, আমি থাকবো না...ঐ তপ্ত বালি...ঐ তাল-বন...ঐ উটের গলায় ঘণ্টা... কেবলি ওরা ডাকছে!...তাঁকে কেউ ধরে' রাখতে পারলো না। একদিন নিশুতি রাতে তিনি চলে' গেলেন ধূ-ধূ মরুর বুকে!...সেখানে শুধুই মরীচিকা...তবু তিনি চলেছেন...চলেছেন...চলেছেন...

একাগ্র-মনোযোগে অলকা এ-কথা শুনলো; শুনে বললে,—চমৎকার আইডিয়া তো! এখনো দেখাচ্ছে? তারপর?

রজত বললে—না।...ছবি দেখে আমার কি মনে হয়েছিল, জানেন? মনে হয়, ঐ মরুর যেমন মায়া আছে, মরু যেমন ডাকে...অর্থাৎ আমাদের দেশে সেই নিশির ডাক ছিল না? নিশি ডাকতো? তেমনি একালে এই শহরকলকাতা...এও মস্ত মায়াবী! নানা রকম বিলাস-মায়ার ফাঁদ পেতে শহরও আজ সকলকে ডাকে...ডাকছে! তার ডাক সেই নিশির ডাকের মতোই! রাঙামাটীর পথে সে ডাকে।

এই পর্যন্ত বলে' রজত থামলো। থেমে বিমল এবং অলকার উপর চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অধরে কৌতুকের মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়ে বললে,— যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে অকপটে বলবো...আর ছোটে আপনাদের পিছনে...আপনাদের মায়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে!...অর্থাৎ আগে আপনাদের চতুর্দিকে এতটুকু রহস্য ছিল না...আপনারা ছিলেন খুব সুস্পষ্ট! আপনারা ঘরে থাকতেন অত্যন্ত চেনা-জানা...মা-বোন-স্ত্রী এবং কন্যা রূপে! প্রতিবেশিনী-রূপেও যা দেখা দিতেন, সে-রূপের কোনোখানে এতটুকু অস্পষ্টতা থাকতো না। এখন ঘর ছেড়ে আপনারা বাইরে এসেছেন...আমরা চোখে আপনাদের কতটুকুনই বা দেখি।

আপনাদের ঘিরে যে রহস্য আজ ঘনীভূত হয়েছে, কি বিরাট

তার মায়া···রজতের কথাগুলো এক গোছা তীরের মত বিমলের মনে এসে বিঁধলো···তীরের সে আঘাতের বেদনায় তার মন যেন ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে! অলকা ফোঁশ করে উঠলো! বললে,—অর্থাৎ আপনি বলতে চান্ আমরা সকলেই আজ মায়াবিনী হয়ে উঠেছি? কথাটা বলে' অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে বিমলকে একবার নিরীক্ষণ করে নিলে। বিমল যেন কাঠ হয়ে বসে আছে!

রজত বললে,—তা ঠিক বলি না ···

অলকা বললে,—এ কথা খুব বেঠিক, কাজেই ঠিক তা বলতে পারেন না।··আমরা যা ছিলুম, এনো তাই আছি! পথে আজ আমাদের দেখে আপনাদেরি দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে!...যে মনকে এতদিন আপনারা নানা ছলে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন, সে-মন আপনাদের এ বিভ্রমের যোগ পেয়ে আজ স্ব-রূপে প্রকাশ পেতে চায়।

রজত বললে,—তার মানে?

হেসে অলকা বললে,—তার মানে খুব সোজা এবং সহজ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কোনো রহস্যই নেই। আপনারা যেমন, আমরাও তেমনি!···আজ আপনারা আমাদের মধ্যে যে-রহস্য দেখছেন ও-রহস্যের কোনো অস্তিত্বই নেই। ও-রহস্য নিছক আপনাদের মন গড়া কল্পনা।

বিমলের শরজর্জর মনে এ কথাগুলো প্রলেপের মতো স্নিগ্ধ লাগলো! অলকা খুব সত্য কথা বলেছে! ওঁদের কি অপরাধ? আমাদের মতো পথে বার হবার অধিকার ওঁদেরো আছে। সম্পূর্ণ অধিকার! ওঁদের দেখে আমরা যদি রহস্য কল্পনা করে বিহ্বল উন্মাদ হই, তা হলে আমরা হবো কৃপার পাত্র!

রজত বললে,—চাঁদ দূরে আছে...নাগালে পাবার নয় অলকা দেবী ...আপনার এ চাঁদের উপমা যথার্থ হলো না! তার চেয়ে বলুন,

অগণিত নক্ষত্র-সভার নক্ষত্র—কিন্তু ও নক্ষত্রও তো ঝরে!

মৃদু হেসে অলকা বললে,—ঝরা নক্ষত্রে দীপ্তি থাকে না রজতবাবু! ঝরা নক্ষত্র শক্ত পাথর। তার আঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত।

অলকার এই ছোট্ট কথাটুকুতে কতখানি সত্য, বিমল বুঝলো। বুঝে মনে মনে আর একবার অলকার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বাকপটুতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানালো!

রজত বললে,—এ-তর্ক এখন থাক! বিমল ছিল চিরদিন ভালো ছেলে, মুখচোরা লাজুক! একটি জায়গায় শুধু ওর মুখ খুলতো সে ঐ চাঁদ সদাগর রায়ের গৃহে তার কন্যা শ্রীমতী বিভাবরী দেবীর সামনে। রাজকন্যার চিত্ত—সে তো চুপ চাপ লাভ করা যায় না · সে রাজ্য অধিকার করতে হলে কত রকমের আয়োজন চাই।

এ-কথায় বিমল মুষড়ে এতটু হয়ে গেল! মনে হলো এ সভায় এ-সব আলোচনার মধ্যে বিভাবরীর নামটা যেন ভারী অশোভন—যেন অত্যন্ত বেমানান! বিমল কোনো কথা বললে না। অলকা চাইলো বিমলের পানে। বললে,—সত্যি, সেদিন যেন আমাকে ভুলে থাকবেন না বিমলবাবু। আমার আর কোনো যোগ্যতা না থাকুক, নিজের হাতে দু'গাছি গন্ধমাল্য রচনা করে' বরবধূকে সেদিন অভিনন্দন করতে পারবো তো!

ট্রাম এলো ভবানীপুরে—চড়ক ডাঙ্গার মোড়ে।

সপ্রতিভ হয়ে রজত উঠে দাঁড়ালো। হিমাংশুর পানে চেয়ে বললে—তাহলে উঠে পড়ুন হিমাংশুবাবু—our destination—আসি বিমল আসি অলকা দেবী

ট্রাম চলে যাচ্ছিল—রজত চীৎকার করে উঠলো,—বাঁধো বাঁধো।

অগণিত নক্ষত্র-সভার নক্ষত্র—কিন্তু ও নক্ষত্রও তো ঝরে !

মৃদু হেসে অলকা বললে,—ঝরা নক্ষত্রে দীপ্তি থাকে না রজতবাবু ! ঝরা নক্ষত্র শক্ত পাথর। তার আঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত।

অলকার এই ছোট্ট কথাটুকুতে কতখানি সত্য, বিমল বুঝলো। বুঝে মনে মনে আর একবার অলকার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বাকপটুতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানালো !

রজত বললে,—এ-তর্ক এখন থাক ! বিমল ছিল চিরদিন ভালো ছেলে, মুখচোরা লাজুক ! একটি জায়গায় শুধু ওর মুখ খুলতো সে ঐ চাঁদ সদাগর রায়ের গৃহে তার কন্যা শ্রীমতী বিভাবরী দেবীর সামনে। রাজকন্যার চিত্ত—সে তো চুপ চাপ লাভ করা যায় না · সে রাজ্য অধিকার করতে হলে কত রকমের আয়োজন চাই।

এ-কথায় বিমল মুষড়ে এতটু হয়ে গেল ! মনে হলো এ সভায় এ-সব আলোচনার মধ্যে বিভাবরীর নামটা যেন ভারী অশোভন—যেন অত্যন্ত বেমানান ! বিমল কোনো কথা বললে না। অলকা চাইলো বিমলের পানে। বললে,—সত্যি, সেদিন যেন আমাকে ভুলে থাকবেন না বিমলবাবু। আমার আর কোনো যোগ্যতা না থাকুক, নিজের হাতে দু'গাছি গন্ধমাল্য রচনা করে' বরবধূকে সেদিন অভিনন্দন করতে পারবো তো !

ট্রাম এলো ভবানীপুরে—চড়ক ডাঙ্গার মোড়ে।

সপ্রতিভ হয়ে রজত উঠে দাঁড়ালো। হিমাংশুর পানে চেয়ে বললে—তাহলে উঠে পড়ুন হিমাংশুবাবু—our destination—আসি বিমল আসি অলকা দেবী

ট্রাম চলে যাচ্ছিল—রজত চীৎকার করে উঠলো,—বাঁধো বাঁধো।

ট্রাম বাঁধলো। রজত এবং হিমাংশু গেল নেমে।

তার পর ট্রাম আবার চলেছে। অলকা এবং বিমল কারো মুখে কথা নাই। ট্রাম এলো হাজরার মোড়ে, অলকা বললে—চুপ করেই থাকবেন বিমলবাবু। আসন্ন মধুযামিনীর রঙীন স্বপ্ন দেখছেন মনে মনে বুঝি? শ্রীমতী বিভাবরী—

একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে—স্বপ্ন আমি কোনোদিন দেখি না। অলকা বললে —ও! তা বটে! যা সত্য তাকে স্বপ্ন দিয়ে মানুষ কেন ই-বা ঘিরবে?

বিমল বললে,—তা ও নয়!

অলকা বললে,—তাও নয়? তবে?

বিমল বললে,—There's many a slip between the cup and the lip···

অলকা বললে,—রাগ হলো না কিন্তু সত্যি বলুন তো সেইজন্যই কি এই slip এর ভয় নয়? না হলে তার আগে দেখছি তো, বাঁধানো খাতায় ডায়েরি লিখেছিলেন —তাতে লেখা বিভাবরীর নাম। আমাকে বললেন, চিঠির ছাঁদে উপন্যাস রচনা করছেন। তখন তো slip-এর ভয় মনে ছিল না

বিমল কোন জনাব দিলে না।

সহসা বাইরের দিকে অলকা চেয়ে বলে উঠলো—আর নয়, কালী ঘাট ডিপো এসে গিয়েছে···আমি এইখানে নামবো। পাশে ঐ গ্রীক চার্চের পিছনে একবার যেতে হবে। নেমন্তন্ন আছে।...তাহলে উঠি

বিমলবাবু···কথাটা বলে উত্তরের প্রত্যাশামাত্র না করে অলকা উঠে দাঁড়ালো। ডিপোর সামনে ট্রাম থেমেছে—অলকা ট্রাম থেকে নেমে গেল, বিমল বসে' রইলো তেমনি নীরব নিস্পন্দ!

ট্রাম চলবা মাত্র তার শিরায় শিরায় যেন প্রবল ঝনঝিন—তার চেতনা তাকে দম দিয়ে এমন করে তুললো · চলন্ত ট্রাম থেকে টক করে লাফ দিয়ে বিমল নেমে পড়লো; এবং নেমে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে অলকা ঐ পূব দিককার গলির মধ্যে প্রবেশ করছে!

বিমলের মাথা থেকে পা জুড়ে ক্ষিপ্র তীব্র একটা উন্মাদনা·· সে দাঁড়ালো না, ত্বরিতে সেই গলির মোড়ে এলো। ঐ যায় অলকা, শ্লথ মন্থর গতি। জোরে পা চালিয়ে বিমল এসে তাকে ধরে ফেললে। এবং পিছনে দ্রুত পদধ্বনি শুনে অলকা ফিরে তাকালো। জয়ের উল্লাসে তার বুক ভরে' উঠলো!

থমকে দাড়িয়ে বিমলের পানে চেয়ে অলকা বললে—হঠাৎ এ-পথে? বিমল বললে—এলুম। আসতে নেই?

অলকা বললে,—কেন আসতে নেই? তবে ট্রামে চলে গেলেন দেখলুম,—তারপর হঠাৎ কোনো কথা না—বলে বিমল অলকার পানে চেয়ে রইলো—কেমন যেন নিরুপায়ের দৃষ্টি! অলকার চোখে বিদ্যুতের ছোটস্ফুলিঙ্গ! অলকা বললে,—সত্যি, বলুন না এ-পথে কেন এলেন এ-পথে তো আপনার বাড়ী নয়

বিমল বললে,—নয় তাতে কি? আমি যদি এ-পথ দিয়ে ঘুরে বাড়ী যাই, অপরাধ হবে?

অলকা মনে মনে হাসলো। হেসে বললে,—ও এক্সারাইজ! কিন্তু ট্রামে যখন উঠে বসেছিলেন, তখন যে মূর্তি দেখেছিলুম, অনেক হেঁটে পরিশ্রান্ত না হলে মানুষের অমন মূর্তি হয় না!

বিমল বললে,—এক্সারসাইজ নয়।

অলকা বললে,—তবে আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন তাহলে ?

কথা নয়—যেন চাবুক! এ-চাবুকে মন একেবারে মাথা লুটিয়ে মুর্চ্ছাতুর হলো! অলকা বললে,—বলুন আমার কথার জবাব দিন। তার স্বর বেশ কঠিন।

বিমল বললে,—যার-তার বাড়ীতে আপনাকে আমি এখন যেতে দেবো না!

স্বরে একরাশ বিস্ময় ভরে অলকা বললে,—যার তার বাড়ী!

বিমল বললে,—হ্যাঁ। আপনার কোন আত্মীয় বন্ধু নেই—এ-কথা আপনি অনেকবার আমাকে বলেছেন!

অলকা বললে,—তাহলে আমার বন্ধুবান্ধব নেই, এত-বড় দুর্ভাগ্যের কথা নিশ্চয় কোনোদিন বলিনি!

এ-কথা কানে না তুলে বিমল বললে,—বলুন আপনার কোন্ বন্ধুর বাড়ীতে আপনি নেমন্তন্ন রক্ষা করতে চলেছেন ?

অলকা বললে,—যদি না বলি ?

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—আমাকে বলবেন না ?

বিমলের চোখের সামনে পথের গ্যাশ-বাতিটা যেন দপ্ করে' নিবে গেল—চারিদিকে কেমন যেন ঝাপসা-কুয়াশা!

অলকা বললে,—না! বলবো না সব কথা আপনাকে বলতে হবে, এমন কি বাধ্য-বাধকতা আপনার সঙ্গে আছে, বলতে পারেন ?

বিমলের বুকে হুহুঙ্কার তুলে একটা দৈত্য যেন নেচে উঠলো! সে হুহুঙ্কার-রোলে বিমলের জ্ঞান-বুদ্ধি-চেতনা—সব বিলুপ্ত হলো। কোতেমতে সে অলকার হাত ধরলে, ধরে' বললে,—আপনার যদি কোনো

বিপদ ঘটে—? এতরাত্রে আপনাকে আমি অজানা কারো বাড়ীতে যেতে দেবো না।

শান্ত স্বরে অলকা বললে,—হাত ছেড়ে দিন। এ হলো সরকারী রাস্তা—Public road—লোকে দেখলে কি বলবে ?

এ-কথায় বিমল লজ্জাবোধ করলে! অলকার হাত ছেড়ে সে একটু সরে' দাড়ালো।

গ্যাসের আলোয় নিজের হাত প্রসারিত করে' দেখে অলকা সে-হাত বিমলের সামনে মেলে ধরে' বললো—দেখুন দিকিনি—এমন জোরে হাত ধরলেন —হাতখানা শুধু রাঙা হয়ে উঠেনি—কি রকম ছড়ে' গেছে !

বিমল দেখলে —সত্যিই তাই। তার নখ লেগে অলকার মণিবন্ধে ত্ব'জায়গায় ছড়ে' রক্তবিন্দু ফুটে উঠেছে !

অনুশোচনায় ভরে তার মন আর্ত হয়ে উঠলো। অপরাধের কুণ্ঠায় বিজড়িত স্বরে বিমল বললে,—আমাকে ক্ষমা করুন। আমি—

এ-কথার উত্তর না দিয়ে অলকা চলে যাচ্ছিল—

তার পথরোধ করে বিমল বললে,—না, ক্ষমা করেছেন, এ-কথা না বললে আপনাকে আমি যেতে দেবো না। আপনার পথে এখনি আমি লুটিয়ে পড়বো—আমাকে না মাড়িয়ে আপনার যাবার উপায় থাকবে না।

বিমলের হাত ধরে অলকা বললে,—দয়া করুন —এতরাত্রে পথে আর এমন পাগলামি করবেন না বিমলবাবু। চলুন—নেমন্তন্ন আমার মাথায় থাকুক—আমি নেমন্তন্নে যাব না। চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দি। নাহলে বুদ্ধিশুদ্ধি যা হয়েছে, ভয় হয়, বাড়ী না গিয়ে শেষে বুঝি হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়বেন !

এ-কথায় বিমল একেবারে হতভম্ব !

অলকা বললে,—আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না! আসুন।

বিমল বললে,—আমি বাড়ী যাচ্ছি। আপনি নেমন্তন্নে যান।

অলকা বললে,—যাবো না।

কেমন-এক-রকম দৃষ্টিতে বিমল অলকার পানে তাকিয়ে রইলো।

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—জানি, যখনি আপনার সঙ্গে দেখা, একটা না একটা বিভ্রাট ঘটবেই! কিকুক্ষণে যে আপনার সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হয়েছিল

বিমল বললে,—তার মানে?

অলকা সুস্পস্ট স্বরে বললে,—মানে তখনি বুঝেছিলুম আমার নেমন্তন্নে যাওয়া হবে না—নিশ্চয় কোনো বিভ্রাট বা বিঘ্ন ঘটবে!

এ-কথায় বিমল খুশী হলো। কিন্তু সে-ভাব গোপন করে বিমল বললে,—তাঁরা কি ভাববেন?

অলকা বললে,—তাঁদের সে-ভাবনা দূর করা শক্ত হবে না। আমার ভাবনা এখন আপনার জন্য! আসুন পথে দাঁড়িয়ে আর নাটক রচনা করবেন না।

একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—সত্যি নেমন্তন্নে যাবেন না?

অলকা বললে,—বলছি তো, না, নেমন্তনে যাবো না। আরও কতবার বলতে বলেন?

বিমল বললে,—কিন্তু এর পর তাঁদের কি বলবেন?

অলকা বললে,—বলবো আমার শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হলো না।

বিমল বললে,—না—না—না—

বিমল তবু বুঝে না! পাথরে-গড়া মূর্তির মতো নিস্পন্দ নিথর। অলকা তার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো

অলকা মৃদু-হাস্যে বললে, দুশ্চিন্তা কাটছে না? আর যদি বলি, আমার নেমন্তন্ন নেই—নেমন্তন্ন ছিল না—আপনাকে নিয়ে শুধু একটু মজা করছিলুম?

একরূপ বসন্ত-বাতাস যেন কোথা থেকে বয়ে এলো বিমলের দেহ-মনে।

বিমল বললে,—সত্যি?

অলকা বললে,—সত্যি কি মিথ্যে, তার বিচার কাল হবে। এখন আসুন তো বাড়ী যাই! অনেক রাত হয়েছে বাড়ী গিয়ে গা ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলাতে না পারা পর্যন্ত দেহে-মনে আমি সোয়াস্তি পাবো না।

(২২)

দুজনে পথে চলেছে···ধীর মন্থর গতি···চুপ-চাপ...কারো মুখে কথা নেই। মনের মধ্যে অজস্র কথা কিন্তু ভিড় জমিয়ে কলরব তুলেছে!

অলকার মনে কথার লহর—এ কী হলো? খেলাই যদি, সে-কথা এমন সুস্পস্ট ভাষায় বিমলকে খুলে বলবার কি প্রয়োজন ছিল?... বিভাবরীর সঙ্গে বিমলের বিয়ে হবে—ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে, রজতের মুখে সে-খবর শুনে তোমার মনে এ চাঞ্চল্য কেন ঘটে? এবং সেজন্য তোমার মনে এত কৌতুকেরই বা সঞ্চার কেন হয়? কেন এ কৌতূহল? কিসের কৌতূহল? এ কৌতূহলের পিছনে কি ···? জ্বালা... হিংসা...?

অলকার সারা মন ধিক্কারে ভরে' তাকে যেন এতটুকু করে দিলে...পথে আসতে আগে অলকার ফ্ল্যাট···তারপর বিমলের।

নিজের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছামাত্র অলকার মনের সে-কলরব চকিতে থামলো। অলকা বললে,—বাড়ী পৌঁছেছি।...আমি তাহলে আসি এবার ?

একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে, হ্যাঁ···বিমলের পা দুটো হঠাৎ শ্রান্তিভরে এমন আচ্ছন্ন হলো যে সে বুঝি আর চলতে পারবে না !

অলকা বললে,—আপনি বাড়ী যাবেন তো ঠিক ?···না পথেই থাকবেন ?

প্রশ্নটা মুখ থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কে যেন আবার কশা তুলে দাঁড়ালো ? এ-প্রশ্নের মর্ম বিমল ঠিক উপলব্ধি করতে পারলো না —কেমন এক রকম উদাস দৃষ্টিতে অলকার পানে চেয়ে বললে —তার মানে ?

মৃদু হেসে অলকা বললে,—মানে কিছুই নেই ! আপনার মনের মধ্যে কি কতকগুলো চিন্তা জেগেছে মনে হচ্ছে কি না !

একটা নিশ্বাস বিমল রোধ করতে পারলো না, বললে,—চিন্তা নয়। শরীরটা বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

অলকা চেয়ে ছিল বিমলের পানে—দু'চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে।—বিমলের মুখে শ্রান্তির ছায়া !

অলকার মমতা হলো ! অলকা বললে,—শ্রান্তি বোধ করা বিচিত্র নয় তো !—খুব ঘুরেছেন, তার উপর—

শত নিষেধ সত্ত্বেও মনকে যেন ধরে রাখতে পারেনা ! একটু আগে ভেবেছিল, যে-সব কথা বলবে না, সেই কথাগুলোই কণ্ঠ মুক্ত হয়ে

প্রকাশের জন্য উতলা হয়ে ওঠে। বিমল বললে,—তার উপর— কি ?

অলকা হাসলো, হেসে বললে,—কিছু নয়—নির্ভয়ে বাড়ী গিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুনগে—ঘুমালেই এ শ্রান্তি সেরে যাবে।

বিমল বললে,—হুঁ—সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস—কোনোমতে এ-নিশ্বাসটুকু বিমল রোধ করতে পারলো না।

অলকা বললে,—এমন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে কেন? কোথায় কিসের জন্য এত ব্যথা পেলেন ?

এ-কথায় বিমল লজ্জিত হলো। —না—না—এ দুর্বলতা আর নয়! অলকার এ-কথার জবাব না দিয়ে নিমেষে মনের আলগা রাশটাকে বাগিয়ে ধরে' বিমল বললে,—আপনি ঠিক বলেছেন, ঘুমোলেই এ শ্রান্তি ঘুচে যাবে।—আমি তা হলে আসি—

অলকার মনে যেন একটু খোঁচা লাগলো। ভেবেছিল, এ-কথায় বিমল আরো অনেক কথা বলবে হয়তো! এবং সে কথায় বিমলের মনের আরো অনেকখানি পরিচয় হয়তো পাবে—কিন্তু তা হলো না! কথার মোড় ঘুরিয়ে বিমল সব কথার পূর্ণচ্ছেদ টানতে চায়!

অলকা বললে,—সুবুদ্ধি হয়েছে তাহলে! ভালো কথা, বাড়ী যান। আমার সম্বন্ধে মনে এতটুকু ভয়-সংশয় রাখবেন না। আমি কোথাও যাবো না যে-ঘুম পেয়েছে, বাড়ী ফিরে গা ধুয়ে সাফ হয়ে শুয়ে পড়বো।

কথাটা বলে অলকা ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলে—ভারি শ্রান্ত পা-দুটোকে টানতে টানতে বিমল চললো নিজের বাসায়।

বাসায় এসেই সে স্নান করতে ঢুকলো। স্নান সেরে ঘরে এসে দেখে, সিধু দাঁড়িয়ে আছে! সিধু বললে,—খাবার দি ?

আহারে রুচি ছিল না। মনের উপর যেন পাহাড়ের ভার! কোনোমতে দেহখানাকে বিছানায় ঢেলে দিতে পারলে যেন বাঁচে! বিমল বললে,—কিছু খাবো না সিধু। আমি শোবো।

সিধু বললে,—কোথাও খেয়ে এসেছেন?

বিমল বললে,—হ্যাঁ।—তুই যা—আমি শুই।—আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যা—তাই হলো। বিমল খাটের বিছানায় দেহ ভার লুটিয়ে দিলে এবং সিধু ঘরের আলো নিবিয়ে দ্বার ভেজিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!—খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা জ্যোৎস্না এসে বিছানায় পড়েছিল। বিমল চোখ বুজলো!—মনের উপর ধীর-মন্থর পায়ে ঐ এলো অলকা—তার মুখে-চোখে হাসির তীক্ষ্ণ দীপ্তি। না,—না,—দুহাত দিয়ে ঠেলে অলকাকে সে সরিয়ে দ্যায়। ডাকে বিভা—বিভাবরী!

বিভাবরী আসে—কুণ্ঠিত তার মূর্তি! দুটি চোখে করুন দৃষ্টি! সে দৃষ্টির সামনে বিমল আরো কুণ্ঠিত হয়···সে যেন মাথা আর তুলতে পারে না। নিশ্বাসে বুক ভরে ওঠে! বিমল ভাবে, একবার বরং রাঁচি ঘুরে আসবে! প্রিয়শঙ্কর বাবু তো বলে গেছেন,—দিন কতকের জন্ম রাঁচি ঘুরে এসো!

দু'দিন আগে কোথায় ছিল অলকা? দু'দিন পরে কোথায় সে থাকবে···কোথায় চলে যাবে! এই যে সে নিজের কাজে এখানে চলেছে···ওখানে চলেছে...তার মধ্যে বিমলের সঙ্গে অলকার কতটুকু দেখা হয়?—সে দেখাও যা হয়, হঠাৎ!—সারাক্ষণ বিমলকে দেখবার জন্য বা বিমলকে পাশে পাবার জন্য কৈ, অলকার তো তেমন বিরাট আগ্রহ দেখা যায় না? অলকা জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত—ভবিষ্যতের

পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে বর্তমানের পথে সে চলেছে! সে পথের আশে পাশে কতজনের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে—বিমলের সঙ্গেও তার তেমনি দেখা হয়! ক্ষণেকের এ-দেখায় বিমলকে অপরিহার্য সঙ্গী বলে' সে মনে করে না! মনে করলে অলকার চলবে কেন? —বিমলকেও ঐ অলকার মতো ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে!—বর্তমানকে এতখানি নিবিড় মোহে বুকে নিলে।

অস্পষ্ট আব্‌ছায়ায় বিমলের মনের দ্বারে এসে দাঁড়ালো বিভাবরী—প্রিয়শঙ্কর—সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজলো বিপুল কলরব! বিমল বুঝতে পারলে, ও-কলরব আসছে রণক্ষেত্র থেকে—ও-জীবন-যুদ্ধের-কলরোল!

সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে ফুঁশে উঠলো যেন উন্মত্ত সাগর—মাথা দপ্‌ দপ্‌ করে' উঠলো—

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল! বিমলের মনে হলো, সে যেন অগ্নিসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। সমস্ত দেহ-মনে আগুনের জ্বালা! কণ্ঠতালু শুষ্কতায় ভরে' উঠেছে—কে যেন কণ্ঠতালুতে ছুঁচ বিঁধছে! যাতনায় মাথা বিষম ভারী—মাথা যেন তোলা যায় না!—চেতনাও যেন কেমন আচ্ছন্নের মতো!—বিমল বুঝলো, তার জ্বর হয়েছে—প্রবল জ্বর। জ্বরের দাহে দেহে-মনে প্রচণ্ড এই অনল জ্বালা—এই জ্বালার কতক উপশম হলো ভোরের দিকে স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসে নিদ্রার মোহন-মায়ার স্পর্শে!

সে ঘুম ভাঙ্গলো প্রায় দশটায়। বাহিরে পৃথিবী তখন কাজ কর্মের উদ্দীপনায় প্রখর সচল হয়েছে। উঠে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে, বেলা দশটা বেজে গেছে। সর্বনাশ! অফিস আছে। একরাশ করেসপণ্ডেন্স··· টাকাকড়ির হিসাব...চেক-বই তার ড্রয়ারে এবং চাবি বিমলের কাছে···।

তাছাড়া পেমেণ্টের অর্ডারগুলোয় তাকে সই করতে হবে! তার সই না হলে চেক ইশু হবে না। সুতরাং এখনি তার অফিসে ছোটা চাই! মাথা কিন্তু যাতনায় খসে যাচ্ছে! জ্বরে গা আগুন!···বিমল ডাকলো—সিধু...

সিধু এলো! বিমল বললে,—এক পেয়ালা চা করে' দে শুধু··· বেশ কড়া-গোছ!...বুঝলি? মাথা নেড়ে সিধু জানালো, সে বুঝেছে! সিধু গেল চা-তৈরী করতে; বিমল ঢুকলো গিয়ে বাথরুমে।

বাইরে অফিসের গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে।

চা পান করে' যাতনা-বিদ্ধ দেহ-মন নিয়ে বিমল কোনোমতে এসে গাড়ীতে বসলো। গাড়ী চললো ডালহৌসি-স্কোয়ারের দিকে।

পথে চলন্ত নর-নারীর মূর্তিগুলো তরঙ্গ-ভঙ্গের মতো বুক ছুঁয়ে সরে সরে যাচ্ছে! বিমল চোখ চেয়ে থাকতে পারছিল না!···চোখ আপনা হতে শ্রান্তি ভরে মুদে আসে...চমকে জোর করে' পরক্ষণে সে চোখ দুটিকে উন্মীলিত করে...যেন আলো ছায়ার মায়ায় ভরা কোন্ স্বপ্নলোকে সে বিচরণ করছে! চিরদিনের বাস্তব পৃথিবী যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে!

অফিসে নিজেকে চেয়ারে বসিয়ে রাখা যায় না! ইজিচেয়ারে বসে' বিমল চোখ বোজে রইলো! বিহারীবাবু ইতিমধ্যে দু'বার এসে ফিরে গিয়েছেন। লাভলক কোম্পানির বিলের পেমেণ্ট অর্ডার নিতে হবে। তাছাড়া বার্ণার্ড কোম্পানীর বিল...স্মিথ টমশনের চিঠি ···বারুক কোম্পানীর সমস্ত প্রোপোজালের জবাব—বেলা ওদিকে একটা বেজে গেছে—পঞ্চমবার এসে বিহারীবাবু আর ফিরে গেলেন না। ডাকলেন, স্যর—চমকে ধড়মড় করে বিমল উঠে বসলো। তার দু'চোখ জবাফুলের মতো লাল! বিহারীবাবু তা লক্ষ্য করলেন। বললেন,— জ্বর হলো না কি?

মলিন মৃদু হাস্যে বিমল বললে,—মাথাটা ধরেছে মনে হচ্ছে!

বিহারীবাবু এগিয়ে এলেন; বিমলের ললাটে হাত রাখলেন! যেন আগুন! তিনি শিউরে উঠলেন। বললেন,—ইঃ—যেন আগুন! একটু-আধটু নয়—বেশ জ্বর!

আবার ললাটে হাত রাখলেন। বললেন,—একশো তিন-চার টেম্পারেচার হবে প্রায়। আপনি বাড়ী যান—

চুপ করে' বিমল কি ভাবলো, একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—হুঁ।

বিহারীবাবু বললেন,—যেগুলো বড্ড দরকারী কাগজ, সেগুলোর শুধু সই-সাবুদ করে দিন। আর যা সে আমরা দেখেশুনে ম্যানেজ করে' নেবো—

দরকারী কাগজপত্রে সইসাবুদ করে' বিমল অফিসের গাড়ীতে চড়ে' বেরিয়ে পড়লো।—সমস্ত দেহ-মনে অসহ্য যাতনা। পথে বার বার মনে হতে লাগলো, অলকা—অলকা! এ সময়ে তাকে যদি পাশে পেতো। কিন্তু কি করে তা হয়?

বাসায় ফিরে দাঁড়াবার বা বসার উপায় ছিলনা। জামা জুতো ছাড়বার অবসর সইলো না। অফিসের পোষাক সমেত বিমল বিছানায় লুটিয়ে পড়লো···কে যেন তার দু'চোখ সবলে নিমীলিত করে দিলে।

(২৩)

অচেতন...

চেতনা ফিরলো সন্ধ্যার পর। নিশ্বাস ফেলে বিমল ডাকলো,—অলকা! ···সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মন ভরে' শিহরণ! চোখ চেয়ে বিমল দেখে, পাশে

সিধু… একটা টুলে বসে আছে…বসে বিমলের কপালে জল-পটী দিচ্ছে

মন তিক্ততায় ভরে উঠলো।

সিধু বললে,—ডাক্তার ডাকবো ?

বিমল বললে,—না।

তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,···চিঠির প্যাড্‌টা দে …আর ফাউণ্টেন-পেন…সিধু এনে দিলে প্যাড আর ফাউণ্টেন-পেন। বিমল চিঠি লিখলো—

আপনার শ্রীকৃষ্ণ বিপন্ন। খুব অসুখ করছে—নিজেকে বড় নিঃসহায় মনে হচ্ছে! যদি কোথাও অসুবিধা না বোধ করেন, একটিবার দয়া করে এসে দেখে যাবেন।

যাতনায় এক-একবার মনে হচ্ছে, যদি আর সেরে না উঠি!

খামে লিখলো—

শ্রীমতী অলকা দেবী

করকমলেষু—

চিঠিখানি খামে ভরে' সিধুকে বললে,—এ চিঠি নিয়ে যেতে পারবি ? এই রাস্তার উপরেই বাড়ী…১২ নম্বর বাড়ী।…সেই দিদিমণি এখানে মাঝে-মাঝে আসেন · বুঝেছিস ? তাঁর নাম অলকা দেবী। এখনি যা···

সিধু চিঠি নিয়ে চলে গেল।···মনের যত নৈরাশ্য, ভয়-সংশয়-দ্বিধা ছ'পায়ে মাড়িয়ে বিমল শক্তিমান যোদ্ধার মত নিজেকে উদ্যত খাড়া করে রাখলো! পারবে কেন ? দেহের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অক্ষৌহিণী বিপুল বিক্রমে মার্চ করে চলেছে মনকে অস্ত্রাঘাতে বিঁধে জর্জর করে'…সে-আঘাত বিমল সইতে পারলো না। বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

এ-ঘুম ভাঙ্গালো—তখম ঘন-ঘোর রাত্রি। চারিদিক গভীর স্তব্ধতায় ভরে গিয়েছে। পাশে সিধু…মাথায় জলপটি চেপে নিস্পন্দ বসে' আছে।

বিমল চাইলো চারিদিকে...কাকে যেন খুঁজছে। যাকে চায়, তাকে পেলে না! নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—গিয়েছিলি ?

সিধু বললে,—হ্যাঁ।

বিমল বললে,—চিঠি ?

সিধু বললে,—দিদিমণি বাড়ী নাই। বেলা দশটায় বাইরে চলে' গিয়েছেন...কাল সন্ধ্যার সময় ফিরবেন। চাকর ছিল...চাকরের হাতে চিঠি দিয়ে এসেছি।

মন বড় আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল! সিধুর কথায় আশা-ভঙ্গে সে-মন ফেটে যেন চৌচির হয়ে গেল! বিমল চোখ বুজ্‌লো।

সকালে অফিসে বিহারীবাবু এলেন...সুব্রত এলো...আরো দু-চার-জন এলেন। ডাক্তার ডেকে আনলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো।

ডাক্তার বললেন,—জ্বর ১০৪। খুব কেয়ারফুল নার্সিংয়ের দরকার। সে ব্যবস্থা আগে চাই!

বিহারীবাবু বললেন,—একজন ভালো নার্স ঠিক করে দিন।

ডাক্তার বললেন,—একজন নয়—দু'জন নার্স। বারো ঘণ্টা করে ডিউটি করবে।

বিহারীবাবু বললেন,—আপনাকেই সে ব্যবস্থা করে'দিতে হবে।

সেই ব্যবস্থা হলো। দু'জন নার্স...প্রতিমা মুখার্জী এবং সুশীলা চক্রবর্তী। দিনে ডিউটি করবে প্রতিমা—রাত্রে সুশীলা।

বেলা তখন তিনটে—জ্বরের ঘোরে বিমল বেহুশ্‌,— টেম্পারেচার দেখে চার্টে অঙ্ক লিখে প্রতিমা ফীডিংকাপে কমলালেবুর রস ভরে বিমলের মুখে ধরলো। বিমল চোখ মেলে চাইলো—চোখে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না—সব কেমন অস্পষ্ট আব্‌ছায়া! সামনে শুধু বেণীর নীচে সুন্দর

একখানা মুখ—তার দুটি চোখে অজস্র দরদ—মায়া—স্নেহ—মমতা—কোনোমতে বিমল প্রতিমার হাত ধরলো, মৃদু স্বরে বললে,—অলকা—তার পর চোখ আপন থেকে বুজে এলো।

প্রতিমা বললে,—এটুকু খেয়ে নিন্—

বিমল চোখ খুললো না—তার হাতে প্রতিমার হাত। চোখবুজেই নিঃশেষে বিমল কমলালেবুর রসটুকু পান করলে। তারপর দারুন আচ্ছন্নের ভাব! এ-ভাব সমানে রইলো—সারা রাত্রি—পরের দিন বেলা দশটা পর্যন্ত।

বেলা দশটায় ডাক্তার এলেন। বিহারীবাবু সঙ্গে এসেছিলেন—ডাক্তার বললেন,—যে-রকম লক্ষণ দেখছি, সন্দেহ হচ্ছে—কথাটা ডাক্তারবাবু অসমাপ্ত রাখলেন। কিন্তু ঐ ছোট ইঙ্গিতে বিহারীবাবুর বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো। তিনি বললেন,—টাইফয়েড?

ডাক্তারবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন,—হুঁ।—লক্ষণ প্রায় তেমনি সব দেখছি—দু'চোখ কপালে তুলে বিহারীবাবু বললেন,—তাহলে? ডাক্তারবাবু বললেন,—রক্তটা এগজামিন করতে হবে। তার আগে কন্‌ফার্ম করা চলে না!

বিহারীবাবু বললেন,—রক্ত একজামিন করুন!

নিশ্বাস ফেলে ডাক্তারবাবু বললেন,—এখন একজামিন করা নিষ্ফল। সাত-আট দিন না কাটলে মিথ্যা পণ্ডশ্রম!

একটা নিশ্বাস ফেলে বিহারীবাবু বললেন,—এখানে একেলা আছেন—জানেন না তো, কর্তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে—most valuable life.

ডাক্তারবাবু বললেন,—কোনো নার্সিং-হোমে নিয়ে যাবার কথা বলছেন?

দুশ্চিন্তাকুল কণ্ঠে বিহারীবাবু বললেন,—আপনি যা ভালো বোঝেন—

ক্ষণকাল চুপ করে' কি ভেবে ডাক্তারবাবু বললেন,—এখানে যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, that's all right যদি টইফয়েডই হয়—এ-রোগে ওষুধপত্তর তো নেই—শুধু careful watch আর nursing দরকার! প্রতিমা আর সুশীলাকে এনেছি—ওরা একাজে খুব পোক্ত!

বেলা তখন পাঁচটা। বিমলের মাথায় আইস-ব্যাগ চাপিয়ে প্রতিমা বসে আছে—বিমল চোখ খুললে—নিজের হাতে প্রতিমার হাত ধরে তার আঙুলগুলির স্পর্শ উপলব্ধি করে বললে,—আমার চিঠি পেয়ে এসেছো বুঝি?

প্রতিমা বললে,—হ্যাঁ।

বিমল বললে,—তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য এত চেষ্টা করি—পারি না, অলকা—প্রতিমা চুপ করে বসে রইলো—কোনো জবাব দিলে না।

বিমল বললে,—কি যে মনে হয়। এবারও প্রতিমা কোনো জবাব দিলে না। বুঝলো, বিমলের মনে—হঠাৎ বাহিরে কণ্ঠ জাগলো,—খুব মানুষ—সিধু জবাব দিলে,—অজ্ঞান অচেতন হয়ে আছেন—এ-কথার পর মৃদু চরণধ্বনি—প্রতিমা মুখ তুলে দ্বারের দিকে তাকালো—দ্বার-পথে একজন কিশোরী—প্রশান্ত মূর্তি—কিশোরীর দু'চোখে গভীর উদ্বেগ! কিশোরী ধীর-পায়ে এগিয়ে এলো—প্রতিমার পানে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,—জ্বর কত?

মৃদু কণ্ঠে প্রতিমা বললে;—একশো চার!

কিশোরীর মুখ বিবর্ণ হলো,—প্রতিমা তা লক্ষ্য করলে।

কিশোরী বললে,—আপনি?

প্রতিমা বললে—নার্স।

কিশোরী বললে,—ও—

ছু'চোখে রাজ্যের ভাবনা ভরে কিশোরী নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো বিমলের পানে—বিমলের হাত তখনো প্রতিমার হাতে—মুদিত চক্ষেই বিমল ডাকলো,—অলকা...সঙ্গে-সঙ্গে নিশ্বাস—

কিশোরীর বুকের মধ্যে যেন সাগর উথলে উঠে—কিশোরী এসে বিমলের হাতে হাত রেখে বললে,—আমি এসেছি বিমলবাবু। এখানে ছিলুম না! বাইরে গিয়েছিলুম। এখন ফিরেছি। ফিরেই আপনার চিঠি পেলুম। চিঠি পেয়ে একমিনিটও দাঁড়াইনি, ছুটে বেরিয়ে এসেছি।

কাকে বলা! এ-কথা বিমলের কানে গেছে কি না বোঝা গেল না—প্রতিমা চাইলো কিশোরীর পানে—মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—আপনার নাম অলকা?

কিশোরী বললে,—হ্যাঁ।

প্রতিমা বললে,—ছু'চারটে কথা যা বলছেন, তা ঐ আপনাকে উদ্দেশ করে! জ্ঞান তেমন নেই...একটু আগে আমাকে ডাকছিলেন—আপনার নামে! বলছিলেন,—তুমি অলকা?

(২৪)

প্রতিমার সঙ্গে অলকার কথা হয়ে গিয়েছে। সে-কথা সংক্ষিপ্ত হলেও অলকা বুঝে নিয়েছে, বিমলের অসুখ সহজ নয়! এবং অলকা এসে সেই যে বসেছে বিমলের শিয়রে, বিমলের মাথায় আইস-ব্যাগ্ চাপিয়ে···যেন ধ্যান-স্তিমিত! প্রতিমা হিন্দুর ঘরের মেয়ে···কোথায় একখানি ছবি দেখেছিল, "উমার তপস্যা"। সেবা-রতা অলকাকে দেখে প্রতিমার বার-বার মনে হচ্ছিল, এ যেন সেই ছবির উমা!

সুশীলা এসে দেখলে, প্রতিমা চুপ করে' বসে আছে বিমলের বিছানার পাশে একখানা চেয়ারে···ইঙ্গিতে সে প্রতিমাকে আহ্বান করলে ·· তারপর দুজনে এলো ঘরের বাইরে। সুশীলা বললে,—ইনি···?

প্রতিমা বললে,—খানিক-আগে এসেছেন।

সুশীলা বললে,—নার্স ?

প্রতিমা বললে,—না। কোনো নিকট আত্মীয় হবেন হয়ত।

প্রতিমার ডিউটির সময় উত্তীর্ণ হয়েছিল · সে চলে গেল। সুশীলা এসে অলকাকে বললে,—আপনি এবার উঠুন···

অলকা নিস্পন্দ বসেছিল...মন কোথায় যে ঘুরছিল! সুশীলার কথায় তার যেন চমক ভাঙ্গলো! অলকা বললে,—ডাক্তারবাবু কখন আসবেন?

সুশীলা বললে,—রাত আটটায়। এখন উনি কেমন আছেন?

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—গা যেন আগুন! বেহুঁশ দেখছি। যতক্ষণ এসেছি···না চোখ চেয়েছেন, না কথা বলেছেন!

সুশীলা বললে,—সন্ধ্যার পর থেকে জ্বরটা খুব বেশী হয়।

ব্যাকুল কণ্ঠে অলকা জিজ্ঞাসা করলে,—অদবেই কথা বলেন না?

সুশীলা বললে,—থেকে থেকে চমকে ওঠেন···চোখ খুলে কাকে যেন খোঁজেন! তারপর আস্তে-আস্তে ডাকেন...অলকার বুকের নিশ্বাস যেন স্তম্ভিত রুদ্ধ হয়ে এলো। অলকা বললে,—কাকে ডাকেন?

সুশীলা বললে,—শুধু একটি নাম···অলকা...

অলকার মনে হলো, আকাশখানা ভেঙ্গে তার মাথায় পড়েছে!...তার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ জাগ্রত জগৎ যেন অদৃশ্য হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল!

সুশীলা বললে,—শুনলুম, এসেই আপনি সেই যে সেবায় বসেছেন... মুখ-হাত পর্যন্ত ধোননি! একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—এসে

যা দেখলুম, তাতে কোনো কথা আর মনে পড়েনি, ভাই।

সুশীলা বললে,—টাইফয়েডই। আমরা তো অনেক দেখেছি, তবে complications তেমন নেই, এইটেই মস্ত আশার কথা !···তাহলে আপনি বরং উঠুন...আমাকে দিন আইস-ব্যাগ !

অলকা বললে,—বরফ ফুরিয়ে গেছে ··

সুশীলা বললে,—আর-একটা ব্যাগ আছে...আমি তাতে বরফ ভরে' এনেছি·· বরফ-ভরা আইস-ব্যাগ এলো। অলকা উঠলো না···আটটা-পাঁচ মিনিটে ডাক্তারবাবু এলেন···সঙ্গে বিহারীবাবু। অলকাকে দেখে বিহারীবাবু বললেন,—আপনি···

অলকা বললে—বোন হই। খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলুম। তারপর উঠতে পারছি না।

বিহারীবাবু বললেন,—রাত্রে এখানে থাকবেন ?

অলকার বুকখানা ধ্বক্ করে' উঠলো ! অলকা বললে,—না থেকে উপায় কি ! এমন দেখে যেতে পারবো না তো ! গিয়ে নিশ্চিত হবো না।

বিহারীবাবু একটা নিশ্বাস ফেললেন...স্বস্তির নিশ্বাস ! অকূলে অলকা যেন কূলের একটু আভাস জাগিয়ে দিয়েছে ! হাজার হোক্ একজন আত্মীয়া তো ! দেখে-শুনে ডাক্তারবাবু বললেন,—যা-যা চলছে এমনি চলবে। খারাপ বলে' মনে হচ্ছে না। তবে ভবিতব্য ! মানুষের সাধ্যে যতখানি মানুষ তা করবে ! তারপর ভগবানের হাত !

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। তাঁকে সদর-অবধি এগিয়ে দিয়ে বিহারীবাবু ফিরলেন বিমলের ঘরে। সুশীলার হাতে আইস-ব্যাগ···ফীডিং-কাপে অলকা বেদনার রস ভরছে। বিমল ডাকলে,—অলকা···

অস্পষ্ট বিজড়িত স্বর !

সে-স্বর সুস্পষ্ট এসে বাজলো অলকার মনে। সে-স্বরে কতখানি বেদনা অভিমান...অলকাই শুধু বোঝে! তাঁর সারা শরীর কেঁপে ঝন্-ঝন্ করে উঠলো। অলকা এগিয়ে এলো বিমলের সামনে। বিমলের দু'চোখ নিমীলিত। অলকা চুপ করে থাকতে পারলো না। এসে পর্যন্ত এই একটি আহ্বানের জন্য সে কতখানি আকুল হয়ে ছিল!

অলকা বললে,—আমাকে খুঁজছেন? আমি এসেছি...অনেকক্ষণ এসেছি।

সুশীলা বললে,—কাকে বলছেন? ওঁর কি জ্ঞান আছে! বেহুঁশ ···জ্বরের ঘোরে ডাকছেন।

অলকা নিথর দাঁড়িয়ে রইলো, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে··· কে যেন সারা দেহে বিদ্যুতের প্রবাহ সঞ্চার করে' দিয়েছে। সে কি করছিল, কি তাকে করতে হবে অলকার তা মনে নেই!

সুশীলা বললে,—দাঁড়িয়ে ভাবলে চলবে না দিদিমণি...বেদানার রসটুকু খাওয়াতে হবে। খাবার সময় হয়েছে! অলকার চেতনা হলো। ফীডিং-বোতল এনে অলকা ধরলো বিমলের মুখে।

বিহারীবাবু বললেন,—আমার মহা-ভাবনা হয়েছে মা। কার সঙ্গে পরামর্শ করি। কি যে করি! ডাক্তারবাবুকে বললুম কোনো ইংরেজ-ডাক্তার আনা যদি উচিত মনে করেন···যাকে চান্, বরং আনুন! উনি বললেন, এসে কি করবে! এতে কোনো কিছু করবার নেই...শুধু বসে বসে প্রত্যেকটি ক্ষণ watch করা···

এ-কথায় অলকার চোখের সামনে জেগে উঠলো অকূল পাথার···তার পার নেই · সীমা নেই! সে-পাথার বয়ে শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গের সফেন উচ্ছ্বাস!

বিহারীবাবু বললেন,—বাবুকে টেলিগ্রাম করবো, না করবো না···

কিছু বুঝতে পারছি না! মানে, বাবুর কাছে কতখানি ওঁর দাম, তা তো তুমি জানো মা। বাবুর কথায় চোখের সামনে সেই সাহেবী-পোষাক-পরা মূর্তির উদয় হলো...রেসের মাঠে তার সঙ্গে বিমলকে দেখে ছোট্ট দুটি কথা বলেছিলেন! তারপর ইঙ্গিতে আভাসে ট্রামে রজত সে কথা বলেছিল, তা থেকে অলকার বুঝতে বাকী নেই, বাবুর কাছে বিমল কতখানি আদরের...স্নেহের সামগ্রী! অলকা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো! ভয়ের ছায়া সারা মন ব্যেপে দীর্ঘ-প্রসারে বেড়ে উঠছিল! সে যেন অপরাধ করেছে···এখানে তার এই আসা...এ যেন ট্রেসপাস! বাবুকে টেলিগ্রাম করলে বাবু যদি আসেন? এসে অলকাকে এখানে দেখেন? তাহলে তখনি হয়তো বিদায় নিয়ে যেতে হবে!...ঐ বেতনভোগী সুশীলা নার্স, প্রতিমা নার্সেরও এখানে প্রয়োজন আছে, দাম আছে···কিন্তু অলকা?...সে ট্রেসপাসার—ট্রেসপাসার—ট্রেসপাসার—ছাড়া সে আর কেউ নয়! বিহারীবাবু উত্তর পেলেন না। তাঁর মনে যে-সমস্যা, সে সমস্যার কোনো মীমাংসা হলো না—তিনি বললেন,—ভালো কথা—শুনলুম, তুমি বিকেলে এসেছো। সিধুকে বলেছো রাত্রে এইখানেই থাকবে? তোমার খাওয়া-দাওয়া—

গ্লানি-কুণ্ঠা-সঙ্কোচের ভারে অলকার মনে তখন পাহাড়ের বোঝা। একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—আমি খাবো না। আমার খিদে নেই—রুচিও নেই!

বিহারীবাবু বললে,—এ'ও কি কথা মা!—ছেলেমানুষ—ভাবনা হয়েছে খুব—হবার কথাও, বুঝি! তা বলে' উপোস দেয় কি? রোগের সঙ্গে সবলে এখন যুঝতে হবে!—আমি সিধুকে বলছি। অলকা কোনো জবাব দিলে না। মনের মধ্যে তখন কত রকমের কথা জাগছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে—একটার পর আর-একটা—ক্ষিপ্র-গতিতে—এ ছোট-কথা সে-

কথার মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পেলে না !

অলকার উত্তরের অপেক্ষা না করে' বিহারীবাবু বাইরে গেলেন কর্তব্য সম্বন্ধে সিধুকে সচেতন-সক্রিয় করবার উদ্দেশে।

নিস্তব্ধ ঘর—

বিমল ডাকলো,—অলকা !

অলকা স্থির থাকতে পারলো না—বিমলের নেতিয়ে-পড়া হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতে চেপে ধরে' বললে,—হ্যাঁ, আমি অলকা। বলুন, কি বলবেন ? বিমলবাবু !

কোনো উত্তর নেই—অলকার মন যেন ব্যথার চাপে পিষে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ! অলকা বললে,—বলুন, কি বলবেন, বলুন—অলকার স্বরে অধীর চাঞ্চল্য ! সে চাঞ্চল্যের বেগে তার দু'চোখে অশ্রুর বাষ্প উথলে উঠলো।

বিমল নিস্তব্ধ—শুধু অতি মৃদুস্বরে একবার বললে,—হুঁ—

তারপর ঘরে আবার নিস্তব্ধতা !

বিহারীবাবু ঘরে এসে সে-নিঃশব্দতা ভঙ্গ করলেন, বললেন,—আমার কথা শুনতে হবে মা, আমি বুড়ো-মানুষ—বাপের মতো—তুমি আমার মেয়ে ! সিধুকে বলে গেলুম—সিধু ঠিক করে দেবে—যা হয় সামান্য সামান্য কিছু মুখে দেওয়া চাই। বলো, মুখে দেবে ?—বলো মা, নাহলে নিশ্চিন্ত-মনে আমি বাড়ী যেতে পারবো না। মুখে কিছু দেবে তো ?

কম্পিত উদাস স্বরে অলকা বললে,—দেবো।

—হুঁ—দিয়ো।—

তারপর বিহারীবাবু চাইলেন ঘড়ির দিকে, বললেন,—স'নটা !

আমি আসি মা। তোমরা ছুবোন রইলে—

আরো ছু'চারটে আশার কথা শুনিয়ে বিহারীবাবু বিদায় নিলেন।

সুশীলা একসময় বললে,—এবার টেম্পারেচার দেখতে হবে।

অলকা বললে,—আমি দেখছি—তুমি বসো।

সুশীলা বললে,—ড্রয়ারের মধ্যে থার্মোমিটার আছে।

থার্মোমিটার নিয়ে অলকা দেখলো—টেম্পারেচার—দেখে শিউরে উঠলো—

সুশীলা বললে,—কত ?

অলকা বললে,—একশো-তিন পয়েণ্ট ছয়।

সুশীলা বললে, ক'দিনই এমনি সময়ে এই রকম ওঠে। বারোটা নাগাদ একশো-চার পয়েণ্ট ছয় উঠে—

এর ওপরেও জ্বর ওঠে। ভয়ে অলকার ছু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। সুশীলা বললে,—চার্টে লিখে রাখুন। জ্বরটা নামতে থাকে সেই ভোরের একটু আগে থেকে। এ-কথা অলকার কানেও গেল না—চার্টে টেম্পারেচার লিখে সে চার্টখানা দেখতে লাগলো।

সুশীলা বললে,—এবার একটা কাজ করতে হবে, কিন্তু···

অলকা বললে,—কি ?

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই সে বিস্মিত হলো !

সুশীলা বললে,—দয়া করে আপনি এবার বাথরুমে যান্। রাত জাগতে হলে দেহ-মন স্বচ্ছন্দ করে নেওয়া দরকার। আপনার মুখচোখের যা চেহারা দেখছি···ভয়ঙ্কর fatigue···আমি একলা—ছুজনের সেবা করবার মতো সামর্থ্য আমার নেই, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি !

এমন স্নেহ-মধুর অনুরোধ অলকা ঠেলতে পারলো না...সে গেল

বাথরুমে। গা ধুয়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে সমস্যা হলো শাড়ী নিয়ে। আলাদা শাড়ী তো নিয়ে আসেনি···অলকা ডাকলো সিধুকে···

অলকাকে সিধুর খুব ভালোলেগেছিল—নিঃশব্দে এসে আরো নিঃশব্দে বিমলের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছে! আগে অলকাকে আসতে দেখে মনে যে-সব ধারণা কালো-কালো ছায়ার মতো মনের দ্বারে এসে দাঁড়াতো, অলকার এখনকার এ-আসায় সে-ছায়া সরে গিয়ে সিধুর মনের দ্বারে বেশ যেন একটু দীপ্তির হিল্লোল!

বাথরুমের বাইরে থেকে সিধু বললে,—কি বলছো, দিদিমণি?

অলকা বললে,—তোমার বাবুর একখানা ছাড়া-ধুতি আমাকে দাও তো। শাড়ীখানা আমি ভিজিয়ে ফেলেছি···

সিধু যেন কৃতার্থ হলো! সে বললে,—ছাড়া-ধুতি কেন, দিদিমণি? বাবুর অনেক ধুতি আছে···আমি এনে দিচ্ছি। সিধু গেল ধুতি আনতে।

অলকা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। তাঁর মনে পড়ছিল আর একদিনের কথা—শাড়ী ভিজে গিয়েছিল...সেই ভিজে-শাড়ী পরেই তাকে বাড়ী যেতে হয়েছিল! বিমল বলেছিল, আমার একখানা ধুতি···সে-কথায় অল্‌কা বলেছিল,—ভিজে-শাড়ীতেই পথ চলতে লজ্জা পাবো···তার বদলে ধুতি পরে' চলতে হলে সে-ধুতির লজ্জা আরো কত বেশী হবে··· একটা নিশ্বাস সে রোধ করতে পারলো না! মন বললে, তোমার সে-সাধ আজ মিটলো—তোমার ধুতিই অলকাকে শেষে পরতে হলো! কিন্তু তুমি তা চোখে দেখবে না—

(২৫)

তিন-চারদিন পরের কথা। বেলা প্রায় দুটো। প্রতিমার মেয়ের

অসুখ—জ্বর। এখানকার রুটিন সেরে দু'ঘণ্টার ছুটি নিয়ে প্রতিমা বাড়ী গিয়েছে—মেয়ে কেমন আছে, তাই দেখতে। অলকা চুপ করে বসে আছে—পুতুলের মতো নিস্পন্দ—বিমলের মাথায় আইস-ব্যাগ চাপিয়ে—

সিধু এসে ডাকলে,—দিদিমণি !

অলকা সিধুর পানে চাইলো।

সিধু বললে,—দুটো বাজে, খাবেন কখন ?

অলকা বললে,—প্রতিমাদি আসুক···

সিধু বললে,—কেন যে তাকে এ-সময়ে ছেড়ে দিলেন ! আপনি খেয়ে নিয়ে তারপর ছুটি দিলে চলতো না ?

অলকা বললে,—কি যে বলো সিধু ! সাত-বছরের মেয়ে···তার জ্বর হয়েছে···তাকে একলা ফেলে এসেছে। মায়ের মন কতখানি অস্থির হয়, ভাবো তো !

সিধু বললে,—মেয়ের যদি এত অসুখ, তাহলে আসা কেন ? আপনি আছেন,...একটা মুখের কথা খশালেই ছুটি মিলবে···রোজগারের পয়সাও বাদ পড়বে না !...চাকরি করতে গেলে এত মায়া পোষায় না, দিদিমণি...

একথায় অলকার সমস্ত দেহ-মনে একটা চপল শিহরণ···

সে জানে, কত দুঃখে মানুষকে ঘর ফেলে, স্নেহ-প্রীতি-মায়া-মমতার বাঁধন কেটে-ছিঁড়ে বাইরে বেরুতে হয় পয়সার সন্ধানে ! সেও ত চাকরি করছে...পরের চাকরি ! এখানে ক'দিন প্রীতি-মায়ার বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সে-চাকরির কথা সে ভুলে গিয়েছে ! যাদের চাকরি করছে, তাদের ওখানে সেজন্য কতখানি বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা চলেছে...

চাকরির কথা কি বলে' ভুলে বসে আছে অলকা ? চিঠি লিখে একট খবর দেওয়া...খবর দিয়ে ছুটির প্রার্থনা জানানো উচিত ছিল। এই যে

প্রতিমাদি গেল—কাকুতি জানিয়ে ছুটি নিয়ে তবে সে গিয়েছে! আর অলকা?...অলকা চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে বলে' উঠলো,—একটা কাজ করতে পারো সিধু?

সিধু বললে,—বলুন...

অলকা বললে,—আমার বাড়ী তুমি চেনো...চিঠি নিয়ে গিয়েছিলে··· এই রাস্তাতেই বারো-নম্বর বাড়ী?

সিধু বললে,—চিনি।

অলকা বললে,—তাহলে একবার যদি এখনি সেখানে যাও... লক্ষ্মীটি! আমার লোক আছে, কালু···তাকে যদি একবার ডেকে আনো।

সিধু বললে,—এখনি যাবো? আপনি একা থাকবেন?

বিমলের পানে চেয়ে অলকা বললে,—কতক্ষণই বা লাগবে! তাছাড়া তোমার বাবু এখন ঘুমোচ্ছেন...

সিধু চললে—অলকার গৃহে। এখন নির্জন ঘর। এ-ঘরে আর কেউ নেই—শুধু বিমল আর অলকা!

অলকার মনের প্রাঙ্গণে রাজ্যের চিন্তার ভিড় করে' এসে দাঁড়ালো—এ-সব চিন্তা এতক্ষণ অন্য লোক থাকার জন্য মনের ধারে ঘেঁষতে পারেনি! অলকার মন বলছিল, কেন এ অসুখ করলে তুমি—আমি জানি!—কিন্তু উপায় কি?—আমি দূরে-দূরেই থাকতে চাই—কেন তুমি তাতে দুঃখ পাও?—জানি, তুমি দুঃখ পাও—আমি কি পাই না? আমি বুঝি—তুমি কেন বোঝ না. চলার পথে এ-ভিড়ে পাশাপাশি আমরা দাঁড়াতে পারবো না—দাঁড়াবার মতো জায়গা আমাদের মিলবে না—

তার দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো—

অলকা মনে মনে বলতে লাগলো, কেন যে সেদিন তোমার সঙ্গে

দেখা হয়েছিল!—এমন দেখা মানুষে-মানুষে কত হচ্ছে!—তা বলে' কে ভেবেছিল, সে-দেখা এতখানি বেদনাতুর হবে!—সরে' সরে' থাকবার যত চেষ্টা করি, কে যেন ততই আমাকে ধ'রে তোমার কাছে টেনে আনে।—তুমি বলো, তোমার ভালো লাগে না, মেয়েমানুষ হয়ে জীবন-যুদ্ধে নামা! তার চেয়ে—কিন্তু কি করে, তুমি বুঝবে, এ যুদ্ধের দামামা-নাদ মেয়ে-মানুষকে আজ ঘর থেকে টেনে এনেছে কতখানি নিরুপায়ে! ঘর তার এ-যুদ্ধের গোলাগুলি-বর্ষণে কতখানি বিপন্ন, কতখানি সঙ্কটাচ্ছন্ন—তার ঘর আজ আর চিরদিনের মতো সে নিরাপদ-নীড় নেই! সেকালে যে-উপাদানে মানুষ ঘর বাঁধতো, একালে সে-উপাদানে ঘরকে খাড়া রাখা কতখানি যে কঠিন!

তাছাড়া—হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো—অলকার হাত হলো আবদ্ধ। চমকে অলকা দেখে, বিমল তার হাতখানি নিজের হাতে কষে' আবদ্ধ করেছে। বিমলের চোখ উন্মীলিত—সে-চোখের আচ্ছন্ন-দৃষ্টি অলকার মুখে নিবদ্ধ—সে আচ্ছন্ন-দৃষ্টিতেও কতখানি মিনতি—অলকা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করলে! অলকা বললে,—কিছু বলবেন?

বিমল কোনো কথা বললে না—তার ছু'চোখের কোণে ফুটলো ছুটি বিন্দু অশ্রু! আঁচলে সে-অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে অলকা বললে,—কি দেখছেন?

বিমল বললে,—এখনো রাগ আছে? কম্পিত স্খলিত কণ্ঠস্বর! অলকার বুকখানা অশ্রুর দোলায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো! ঘড়িতে ঢং-ঢং করে' তিনটে বাজলো।

অলকা বললে,—ডাবের জল খেতে হবে।—ডাবের জল আনি?

ধীরে ধীরে বিমলের হাতের বাঁধন খুলে অলকা গেল ডাব কাটতে। তারপর ডাবের জল খাইয়ে অলকা চার্টে লিখলো—

বিমল চোখ চেয়ে ছিল—অলকা একটু স্বস্তি বোধ করলো ! এমনটি এ ক'দিন ছ্যাখেনি—স্নেহ-মমতায় অলকার বুক ভরে' উঠলো ! অলকা বললে,—কি চাই ?

বিমল বললে,—কাছে এসে বসুন—জড়িত মৃদু স্বর !

অলকা এসে পাশে বসলো। অলকার কোলের উপর বিমল শ্রান্ত হাত দুটো রাখলো—বিমল বললে,—সত্যি অলকা ?

মৃদু হেসে অলকা বললে,—হ্যাঁ, আমি সত্যি অলকা ! ছায়া নই—স্বপ্ন নই ! বিমল চুপ করে' অনেকক্ষণ অলকার পানে চেয়ে রইলো—অলকার দৃষ্টিও বিমলের মুখে নিবদ্ধ—স্থির অপলক দৃষ্টি !

বিমল বললে,—চলে যাবেন না ?

অলকার বুকে ঢেউয়ের দোলা ! একরাশ বাষ্প কণ্ঠে এসে জমলো ! বাষ্পরুদ্ধ স্বরে অলকা বললে,—না···

—আমার কাছে থাকবেন না ?

—থাকবো।

একটা নিশ্বাস বিমল রোধ করতে পারলো না। অলকার বুকে একরাশ নিশ্বাস—কি কষ্টে যে রোধ করলে সে ! তারপর আর কোন কথা নয় ! অলকার বিমলের হাতে···নিতান্ত অসহায়ের মতো বিমল যেন অলকাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে···সুদৃঢ় বন্ধন ! এ বন্ধন কেটে অলকা সরে' যাবে, অলকার সে শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই ! মুক্তিরও যেন আশা নেই··সম্ভাবনা নেই ! বিমলের ক্লান্ত দৃষ্টি নিমেষে নিমীলিত হলো···তারপর এলো নিদ্রা বিরাম-দায়িনী স্বপ্ন-বিভ্রম-ময়ী নিদ্রাবেশ···

অলকা কাঠ হয়ে বসে' আছে···তার বুকে রাশি-রাশি কুয়াশা এসে জমেছে···

(২৬)

আরো চার-পাঁচ দিন কেটে গেছে বিমলের জ্বরের মাত্রা বাড়ের দিকে না গিয়ে এ ক'দিন প্রায় মন্থর আছে। অর্থাৎ একশো ছয়ের উপর আর টেম্পারেচার ওঠেনি,—মানে একশো একে।

ডাক্তারবাবু বললেন,—টাইফয়েড নয়···

বিহারীবাবু বলেন,—অলকা-মায়ের পয় আছে!

সুশীলা বললে,—সত্যি···ভয় একটু হয়েছিল! উনি এসে যেন যাদুমন্ত্র পড়ে দিয়েছেন! অলকা স্থির হয়ে সব কথা শোনে! তার বুকের মধ্যে যা হয়, সে-ই জানে! এবং জেনে নিরুপায়তার হা-হা-শ্বাসে চোখের সামনে সে দেখে শুধু কুয়াশা! কালু রোজ এসে খবর দিয়ে যায়, সিনেমার বাবুরা বার-বার ফিরে যাচ্ছেন। তাঁরা বলেছেন, তাঁদের লোকসানের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই! জবাবে অলকা বলে—তাঁদের বলিস, আপনজনের এমন অসুখে মন-স্থির করে' কেউ কাজ করতে পারে না! বিশেষ করে সিনেমার কাজ···

সেদিন সন্ধ্যার সময় বিমল অনেকখানি স্বচ্ছন্দ-বোধ করছিল। বিমলের শিয়রে অলকা বসে আছে···এখন মাথায় আইস্-ব্যাগ দেবার দরকার নেই, তবু শিয়রের আসনটুকু অলকার কায়েমি আছে। সে সরে' বসেছিল, কিন্তু বিমল অনুযোগ তোলে—না দূরে নয়! তুমি কাছে বসো। নাহলে আবার আমার অসুখ করবে!

দুজনে আজ কথা হচ্ছিল।

অলকা বললে,—এবারে আর ভয় নেই! ডাক্তারবাবু বললেন, আস্তে-আস্তে সেরে উঠবেন আপনি···বিমল কোনো জবাব না দিয়ে করুণ-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলকার পানে।

অলকা বললে,—আমাকে এবারে ছুটি দিন। সত্যি, পরের চাকরি করি। তারা চোখ রাঙাচ্ছে!

বিমল বললে,—দাসখৎ লিখে দিয়েছেন।

মৃদু হেসে অলকা বললে,—একরকম তাই বৈ কি! টাকা দিচ্ছে, হিসেব করে' কাজ আদায় করবে না?

বিমল বললে,—কত টাকা তারা দিয়েছে?

অলকা বললে,—তা অনেক টাকা! আমি প্রত্যাশা করিনি এত টাকা।

বিমল বললে,—সে-টাকা আমি দেবো···তাদের টাকা ফিরিয়ে দিন।

অলকা বললে,—তা বুঝি হয়?

বিমল বললে,—কেন হবে না?

অলকা বললে,—তার পর?

বিমল বললে,—সিনেমায় কাজ আপনি করবেন না!

অলকা বললে,—কি করবো তবে?

বিমল বললে, —মেয়ে-মানুষে যা করে···বিয়ে করে' ঘর-সংসার।

একটা উদ্যত নিশ্বাস সবলে রোধ করে' অলকা বললে,—বেশ, বিয়ের ব্যবস্থা হলে তাই করা যাবে। কিন্তু যে ক'দিন সে-ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততদিন চালাতে হবে তো!

বিমল কোনো জবাব দিলে না—অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলকার পানে অনেকক্ষণ...তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বিমল অন্য দিকে তাকালো—অলকা চেয়েছিল বিমলের পানে···বললে,—হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো যে! কি-ব্যথা মনে জাগলো? · এ-কথারও বিমল জবাব দিলে না···অলকার পানে তাকিয়ে রইলো··শূন্য উদাস দৃষ্টি!

অলকা বললে,—দুশ্চিন্তা জাগলো না কি ?···না, না · দুশ্চিন্তা নয়···তাহলে জ্বর বাড়বে !

বিমল বললে,—তাই আমি চাই...

অলকা বললে,—কি চান ?

বিমল বললে,—আমার জ্বর খুব বাড়ুক...একশো-তিন, চার, পাঁচ, ছয় ··

অলকা হেসে বললে,—এ-কামনা করছেন কেন ?

বিমল বললে,—তাহলে নিশ্চিন্ত-মনে আপনি চাকরি করতে যেতে পারবেন। বারণ করবার শক্তি আর আমার থাকবে না !···ছোট একটা নিশ্বাস অলকা কিছুতেই চেপে রাখতে পারলো না ! মলিন মৃদু হাস্যে বললে'—আমাকে তাহলে ঠিক চিনেছেন !—বাঃ !—কিন্তু না, সত্যি, কেন আমাকে এমন করে আপনি বাঁধতে চান, বলুন তো ? তাতে আপনার কি-লাভ ?

বিমল কোনো জবাব দিলে না—উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অলকার পানে। অলকা সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করলে, বললে,—সত্যি আমাকে আপনি মুক্তি দিন।—এমন করে' বাঁধবেন না। এ-বাঁধনে আমি যে কতখানি ব্যথা পাই—আপনিও ব্যথা পাবেন !—আমার চিন্তা ছেড়ে দিন।—আমার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আপনি যত ভাববেন, সত্যি বলছি, আমি তার সিকির-সিকিও ভাবি না।—ভাবি না কারণ, ভেবে কোনো দিকে কোনো কূল কিনারা পাবো না !...কিন্তু আপনি কি-দুঃখে এত ভাবেন, বলুন তো ? পৃথিবীতে সবার দিন কি সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটে ? আমার জীবনে প্রথম থেকেই অন্ধকার নেমেছে...আপনারা পাঁচজনে দয়া করে সে-অন্ধকারে যেটুকু স্নেহের রশ্মি বর্ষণ করেন, সেই রশ্মিই আমার চিরদিনের সূর্যের আলো...তাতেই আমার মন আলো পেয়ে ধন্য হয়ে আছে।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে অলকা যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল! সে চুপ করলো।

বিমল চেয়ে আছে অলকার পানে। অলকার দৃষ্টিও বিমলের মুখের উপর থেকে ফিরতে চায় না!

অলকার বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো! কম্পিত স্বরে সে বললে—আপনি আমার অনেক করেছেন···অনেক উপকার—ভগবান আমার যে অনিষ্ট করেছেন·· আরো যত অনিষ্ট করবেন বলে ভগবানের মনে সঙ্কল্প আছে, সত্যি বলছি, আপনার উপকারে সে-অনিষ্টের চিহ্নও আমার দেহে-মনে নেই। আপনার সে-উপকারের ফলে ভগবানকে আরো-অনিষ্টের সঙ্কল্প বুঝি-বা ত্যাগ করতে হয়!···কথার শেষের দিকে একরাশ অশ্রু বুকের মধ্য থেকে উথলে এসে অলকার চোখের পিছনে জমলো।

কালু এসেছিল। সিধুর কাছে বসে ছিল।

কালুকে দেখে অলকা প্রশ্ন করলে,—কি রে কালু? কোনো খবর আছে?

কালু বললে, —খবর আছে। সিনেমার সেই বাঙালীবাবু এসেছেন ···ত্রিদিববাবু···আর তার সঙ্গে একজন মাড়োয়ারি···বজরঙ্গিবাবু!

বজরঙ্গিবাবু সিনেমার মালিক।

অলকা বললে,—কি বলে তারা?

কালু বললে,—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছেন।··· এইখানে এসেছেন·· বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। সদরে।

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা চারিদিকে তাকালো, তারপর বললে,—এই ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

কালু ডাকতে গেল···অলকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো…সিধু বললে, —কারা দিদিমণি?

অলকা বললে,—যাঁদের কাছে আমি চাকরি করি, তাঁরা।···সিধু অবাক! দিদিমণি চাকরি করেন!

সিধু বললে,—তুমি চাকরি করো? কি দুঃখে তুমি চাকরি করো, দিদিমণি?

মৃদু হেসে অলকা বললে,—তুমি যে দুঃখে চাকরি করো সিধু, আমাকেও ঠিক সেই দুঃখে চাকরি করতে হয়!

সিধু যেন হতভম্ব! দিদিমণি এমন···এমন বেশভূষা—এমন মন—দিদিমণি চাকরি করেন! এ-ভাব কাটলে সিধু বললে,—দাদাবাবু জানেন?

অলকা বললে,—জানেন বৈ কি!

সিধু বললে—জেনেও দাদাবাবু তোমাকে চাকরি করতে দেন?

ছোট-একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—দাদাবাবু কি করবেন বলো?

সিধু বললে,—কি করবেন তা জানি না। তবে চাকরি বন্ধ করেননি কেন, আমি শুধু তাই ভাবছি!

মৃদু হেসে অলকা বললে,—মানুষ সব দিতে পারে সিধু, ভাগ্য দিতে পারে না!

কালুর সঙ্গে এ-ঘরে বজরঙ্গি এবং সেই ত্রিদিব ভট্টাচার্জির প্রবেশ।

অলকা বললে,—আসুন...নমস্কার!

তারা বললে,—নমস্কার!

অলকা বললে.—তাড়া দিতে এসেছেন?

বজরঙ্গি বললে,—হামার তো সর্বনাশ হতে বসেছে অলকা দেবী! পরের স্টুডিয়ো ভাড়া নিয়ে কাজ·· বসে' বসে' ভাড়া গুণছি···ভারী

লোকসান্ চলিয়েছে...অলকা বললে,—আমার যাবার উপায় নেই বজরঙ্গিবাবু···এ ক'দিন অন্য সীনের কাজ সেরে নিন্ না...ত্রিদিব ভট্টাচার্যি বললে,—তা হয় না। তার কারণ, এ-সেট্ শেষ না হলে ওদের ফ্লোর ক্লীয়ার হবে না। ফ্লোর-ক্লিয়ার না হলে ওখানে অন্য সেট্ হবে কি করে?

অলকা একাগ্র মনোযোগে কথাটা শুনলো···এ-কথার অন্তরালে দাসত্বের উপর যে মৃদু ইঙ্গিত, সেটা কাঁটার মতো বিঁধলো! ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করে' অলকা বললে,—যদি আমার নিজের একটা শক্ত অসুখ করতো?

বজরঙ্গি জবাব দিলে,—সে আলাহিদা বাত্, অলকা দেবী। তাহলে তো কোনো বাত্ই থাকতো না!···লেকেন···

অলকা মৃদু নিশ্বাস ফেলে,—মুখে কোনো কথা বলতে পারলে না।

ত্রিদিব ভট্চায্যি বললে,—বন্ধুর অসুখের জন্য কোম্পানি লোকসান সইতে চায় না, অলকা দেবী···কথাটা শেষ করে' ত্রিদিব একটু হাসলো। অলকার চোখের কোণে বিরক্তির একটু স্ফুলিঙ্গ!···দেখেই ত্রিদিব নিজের অধরে এ হাসির মৃদু রেখা আঁকলো! এ-হাসির অর্থ, ও-স্ফুলিঙ্গে আমাকে বিদ্ধ করো না, দেবী···আমি আছি তোমার পক্ষে! কোম্পানির অভিযোগ-অনুযোগ এ কদিন যথাসাধ্য মোচনের প্রয়াস পেয়েছি! কিন্তু বোঝেন তো, পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সকে এ-জাত কতখানি শিরোধার্য করে' চলে!

অলকার কেমন অসহ্য বোধ হলো! বজরঙ্গির পানে চেয়ে অলকা বললে,—তাহলে কি বলেন? যদি আরও দু'দিনের ছুটি চাই? মঞ্জুর হবে না?

বজরঙ্গি বললে,—সে বাত্ নয় অলকা দেবী। ক'দিন আপনি

যাননি···আপনার ঘরে এসে দেখা-ভি পাইনি···একটা খবর-ভি না !··· ওদিকে স্টুডিয়োওয়ালা তাড়া দিচ্ছে···ক'দিনের স্টুডিয়ো-ভাড়া তারা আদায় করে নিয়েছে ! কাজেই বুঝচেন তো। না হলে হামার কি, বলুন ? আর্টিস্ট-লোকের দায়-অদায় দেখতে হামি নারাজ্ নেহি !

কথার শেষ-দিকে বজরঙ্গি খানিকটা অসহায়তার করুণ আমেজ মিশিয়ে দিলে !

অলকা বললে,—তাহলে কি চান্ ? মানে, এখনি আমাকে চাকরি রাখতে যেতে হবে ?···বলুন···সত্যি, আমি বুঝতে পারিনি, দাসখৎ লিখে দিয়েছি···অতএব আমার নিজের মন, বা সে-মনে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা, মায়া মমতা কিছুই থাকতে পারে না !

অলকার কথাগুলো ত্রিদিবের মনে এসে লাগলো—যেন পাথর-কুঁচির মতো ! ত্রিদিব বললে,—বিমলবাবু তো আপনার আত্মীয় নন্···তাছাড়া বড়লোক-মানুষ···দু'জন নার্স রেখেছেন সেবার জন্য !

অলকা চকিতে তাদের নিরস্ত করে' শুধু অপলক-কঠিন দৃষ্টিতে চাইলো ত্রিদিবের পানে ! সে-দৃষ্টিতে যেন একরাশ ধারালো তীর···

ত্রিদিব মুষড়ে গেলো। বললে,—মানে কাল একটার সময় যদি আপনি বলেন...মানে, যে-সময়টা বিমলবাবু একটু সুস্থ বোধ করতে পারেন এবং আপনাকে এঁরা spare করতে পারেন...say, তিন-ঘণ্টা চার-ঘণ্টা···তাহলে আপনার জন্য এইখানেই গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে গিয়ে সীনটুকু চট্পট্ শেষ করে' ফেলা যায়। মানে, just a favour···

অলকা বললে,—Favour নয় ত্রিদিববাবু···যেখানে মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক···সেখানে চাকর favour করবে কি ! আমি যাবো। আমাকে যেতেই হবে !...বেশ, কাল যখন-খুসী আপনারা গাড়ী পাঠাবেন। আমার বাড়ীতে গাড়ী পাঠাবেন। এখানে সেইটুকু দয়া করে' বলে' যান···

ত্রিদিব একটা নিশ্বাস ফেলে বললে,—মানে, আপনি রাগ করবেন না। জানি, এ-সময়ে আপনার মনে খুবই উদ্বেগ আর চঞ্চলতা···এ-রকম মন নিয়ে কাজ করা চলে না · বিশেষ করে ফিল্মের কাজ !...

বজরঙ্গি বললে,—তাহলে কাল বেলা দশটায় যদি গাড়ী পাঠাই ?

অলকা বললে,—পাঠাবেন। আমার বাড়ীতে গাড়ী পাঠাবেন। বেলা দশটায় আমি ready থাকবো...একমিনিটও গাড়ীকে wait করতে হবে না !

কথার মধ্যে একবিন্দু আর্দ্রতা নেই ! ত্রিদিব তা লক্ষ্য করলে··· সে বললে,—তারপর say, বেলা দুটো, বড়-জোর তিনটেয়···আপনাকে আমরা ছেড়ে দেবো।

অলকা বললে,—তার কোনো দরকার নেই। যতক্ষণ না কাজ চোকে, আমি থাকবো—থাকতে আমি বাধ্য under terms of our Agreement ! তাহলে এই কথাই রইলো। আপনারা আসুন ! এ-কথা বলে, অলকা কোনোমতে একটু কাষ্ঠ নমস্কার জানিয়ে বিমলের ঘরে ঢুকলো।

অলকাকে দেখে বিমল বললে,—কোথায় গিয়েছিলেন ?

অলকা বললে,—চাকরি বজায় রাখবার ব্যবস্থা করতে !

বিমল কোনো কথা আর বললে না।

ডাক্তারের অনুমান সার্থক-সফল হলো। স্পঞ্জিংয়ের ফলে সে রাত্রে জ্বরের উত্তাপ বাড়লো না—দীর্ঘকালের পর খণ্ড সুনিদ্রায় বিমলের রাত্রি অতিবাহিত হলো।

পরের দিন সকালে যথারীতি নিয়মকৃত্য সেরে অলকা যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। প্রস্তুত হয়ে বিমলের কাছে এসে বললে,—আমাকে অনুমতি দিতে হবে। খোলা খড়খড়ি দিয়ে বিমল চেয়েছিল বাহিরের স্নিগ্ধ

রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের পানে। অলকার কথায় তার পানে ফিরে তাকালো—রোগশীর্ণ করুণ দৃষ্টি !

মমতার অলকার মন ভরে গেল। মনে হলো—কিন্তু না—এ মমতা তার সাজে না ! কি-লগ্নে যে তার জন্ম হয়েছিল ! মন সর্বক্ষণ যেন নাগপাশে আবদ্ধ ! অলকা বললে,—বাড়ী যাচ্ছি—বিমলের হু'চোখের দৃষ্টিতে মেঘের ছায়া আরো নিবিড় হয়ে নামলো ! তা দেখে অলকা চাইলো তার হু'চোখে। বুকখানা দুলে' উঠলো—

অলকা বললে,—একেবারে চলে যাচ্ছি না। আবার আসবো। মানে, ক'দিন একটিবারও পা বাড়াতে পারিনি !—আপনি আজ ভালো আছেন তো,—কেমন ? খানিকক্ষণের জন্য আমাকে ছুটি দিন ?

কে যেন কাকে কি বলছে ! বিমল কোনো জবাব দিলে না—হু'-চোখে শুধু উদাস করুন দৃষ্টি ! অলকা ভালো, বেশী ঘাঁটানো ঠিক হবে না। ঘাঁটাতে গেলে মনের চারিদিকে এত-রকম—শুধু তার মনে নয়—বিমলের মনেও তাই সংক্ষেপে সেরে নেবার জন্য আবেগ-ভরে বিমলের দুখানি হাত নিজের হাতে আবদ্ধ করে' অলকা বললে,—প্রতিমা আছে। যা দরকার হয়, করবে। যত শীগগীর পারি, আমি ফিরে আসবো।—লক্ষ্মীটি—কোনো আপত্তি করবেন না !—আমার মন এইখানে রইলো, জানবেন—শুধু দেহখানা নিয়ে আমি যাচ্ছি।

এ-কথা বলে' করগ্রন্থি মুক্ত করে' অলকা তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

(২৭)

অতি-আধুনিক কাহিনী নিয়ে ছবি তোলা হচ্ছিল।

বেলা চারটে বেজে গিয়েছে। ছুটির বেশী সট্‌ নেওয়া হলো না। তার কারণ, ডাইরেক্টর এবং প্রোডিউসারের বহু বন্ধু সেটে উপস্থিত ছিলেন। তারা এ-সীন্‌কে খুব চটক্‌দার সেক্স-এ্যাপীলে ফুটিয়ে তোলবার জন্য এত রকমের সদুপদেশ-পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে খাতায়-লেখা সিনারিয়োর লাইন ছেড়ে গল্প যেন আকাশ-পথে উড়ে বেড়ায়! দারুণ দুর্ভাবনা সবার মনে···

গল্প-লেখক ত্রিদিব ভট্‌চায্যি চাইলো অলকার দিকে···অলকা গম্ভীরমুখে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত-নির্বিকার চিত্তে সেটের একপাশে বসেছিল। ত্রিদিব তার কাছে এলো। এসে প্রশ্ন করলে,—আপনার কেমন লাগছে এ সীনটা ভেঙ্গেচুরে যে-বেশে আবার গড়া হলো?

অলকা বললে,—আমার আবার লাগালাগি কি! আপনাদের ছবি আপনাদের গল্প—আপনারা করবেন তার ভালো-মন্দের বিচার!

অলকার মনের বিরাগ এখনো যায়নি! একটা নিশ্বাস ফেলে ত্রিদিব বললে,—বড্ড দেরী আপনার হচ্ছে, না? বলেছিলুম, তিন-চার ঘণ্টার জন্য···কিন্তু কি জানেন, বজরঙ্গিবাবু বলছেন, অলকা দেবীকে যখন পাওয়া গিয়েছে, এ-সীনটা সেরে ফেলুন!

অলকা বললে,—তাই করুন।

ত্রিদিব বললে,—রাত ন-দশটা বাজতে পারে।···এত দেরী হতো না···মানে, পাঁচজনে নানা পরামর্শ শুরু করলে কি না to make the scene rather alluring!···তা পারবেন আপনি অত রাত পর্যন্ত থাকতে?

অলকা বললে,—এগ্রিমেণ্ট করেছি ত্রিদিববাবু···থাকতে আমি বাধ্য! কথাটা বলে' অলকা হাসল...ম্লান হাসি!

ক্ষণেক চুপ করে' থেকে ত্রিদিব বললে,—মানে, এ-সেট্‌টা বড়-জোর

আর একদিন.......................

অলকা বললে,—আমার জন্য আটকাবে না ত্রিদিববাবু! আটটা-নটা-দশটা কেন, সারা রাত আমাকে পাবেন···একাজ শেষ করতে···

ত্রিদিব বিস্মিত হলো! বললে,—কিন্তু...

সে-কথায় কর্ণপাত না করে' অলকা বললে,—আপনাদের এখানকার স্টুডিয়োর টেলিফোনটা যদি একবার ব্যবহার করতে পাই···

ত্রিদিব বললে,—নিশ্চয়ই। আসুন...

অলকাকে নিয়ে ত্রিদিব এলো স্টুডিয়োর অফিস-ঘরে। রিসিভার ধরে অলকা বললে,—হ্যালো ··

ওদিকে বিমলের ঘরের টেলিফোন—

অলকা বললে,—প্রতিমাদি? হ্যাঁ, আমি অলকা—জ্বর এখন কত?—একশো-পয়েন্ট চার—বটে!—হুঁ—ও—ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন আপনি, বড্ড দরকারী কাজ পড়েছে কি না—না করলে নয়! হ্যাঁ, হ্যাঁ—কাজ চুকলেই আমি যাবো—নিশ্চয় যাবো।—হুঁ—টেলিফোনে নিজে আমার সঙ্গে কথা কইতে চান? বলুন, আজ নয়—জ্বর যেদিন একেবারে থাকবে না, সেইদিন। হ্যাঁ, ছেড়ে দিলুম—ডাক পড়েছে।

রিসিভার রেখে অলকা নিমেষের জন্য দাঁড়ালো। স্তম্ভিতের মতো—দু'চোখ পলকের জন্য মুদ্রিত।

তারপর হাত-ব্যাগ থেকে দু'আনা পয়সা বার করে অলকা দিলে বেয়ারার হাতে···

সেদিন কাজ চুকলো রাত্রি প্রায় একটায়···

ত্রিদিব এসে বললে,—নিজের বাড়ীতে যাবেন? না...

অলকা বললে,—রোগীর বাড়ীতে এত রাত্রে আর ফিরবো না—

বজরঙ্গি বললে,—মেহেরবানি করে কাল বেলা নটায়—গাড়ী যাবে পৌনে ন'টায়—

অলকা বললে,—আচ্ছা—

পর-পর দু'দিন নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ মিললো না। শুটিং নিয়ে সকলে প্রমত্ত!

অলকার বিরক্তি যেমন নেই, আগ্রহও তেমনি আগেকার মতো উৎসারিত বা উচ্ছ্বসিত দেখা যায় না।

দুপুরবেলা ত্রিদিব বললে,—একটু সময় পেয়েছেন তো—এই বেলা টেলিফোন করে' অসুখের খবরটা নিতে পারতেন—

অলকা বললে,—সকালে খবর নিয়েছি, জ্বর ছেড়েছে।

ত্রিদিব বললে,—এ সেটের কাজ চুক্‌লে আপনি তিন দিন ছুটি পাবেন—তারপর আসাম যাবার কথা হচ্ছে। আসামে যে-সীন্ কটা নেওয়া হবে, আপনিই তাতে সব। মানে, গ্যারো-পাহাড়ে—চা বাগানে। বোধ হয়, এক মাস সেখানে থাকতে হবে। অসুবিধা হবে না?

অলকা বললে—অসুবিধা কিসের? না—আমি যখন যেখানে থাকবো, সেই আমার ঘর, সেই আমার দেশ।

কথাটা বলে অলকা বাহিরে গেল—ত্রিদিব লক্ষ্য করলে, এ যেন আর-এক অলকা—

চারদিন পরে সেট থেকে ছুটী মিললে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়!

অলকা বাড়ী এলো। ত্রিদিব সঙ্গে এসেছিল। বললে—আসামের সিকোয়েন্সগুলোয় একটু অদল-বদল করতে হবে। কাল আসবো পরামর্শ করতে—কি বলেন?

অলকা বললে,—আসবেন।

ত্রিদিব বললে,—কখন এলে আপনার অসুবিধা হবে না বলুন।

বলুন তো যদি সন্ধ্যার পরই আসি ?

অলকা বললে,—তাই আসবেন।

ত্রিদিব বললে,—অল্‌রাইট—এখন তাহলে নমস্কার !

রাত প্রায় আটটা। মুখ-হাত ধুয়ে স্টুডিয়োর রঙ-কালি ধুয়ে মুছে সেখানকার আবহাওয়ার ছোপটুকুও যাতে দেহমনে লেগে না থাকে, এজন্য ছোট বারান্দার ডেক চেয়ারে অলকা পড়েছিল।

একরাশ জ্যোৎস্না —চমৎকার লাগছিল ! অলকা ভাবছিল—

ভাবছিল ছিল অনেক কথা। নিজের কথা···সেই সঙ্গে ঐ যে পাশাপাশি বহুদূর পর্যন্ত বাড়ীর পর বাড়ী—ঘরের পর ঘর···ও সব বাড়ী-ঘরে যারা বাস করে, তাদের কথা। তারা কি অলকার মতো এতখানি অনিশ্চিয়তার মধ্যে বাস করে ? কোনোমতে একটার পর একটা দিন কাটলে অলকার মতোই কি ওরা নিশ্বাস ফেলে ভাবে ? আঃ এ-দিনটা তাহলে কাটলো ! একটু স্বস্তি·· সঙ্গে সঙ্গে আগামী কালকের জন্য আবার অনিশ্চিয়তার সেই গুমট জমাট ভাব ! স্বস্তি নেই···আরাম নেই···স্বাচ্ছন্দ্য নেই ! সুখের বন্যায় যখন আপ্লুত, তখনি সঙ্গে সঙ্গে মন বলে ওঠে, কিসের আনন্দ করিস রে ! এ-বন্যার জল বড় নিমেষের···ঐ ছাখ পিছনে মরু-বালুকার বিস্তীর্ণ পাহাড় ! ··

নিশ্বাস ফেলে অলকা ভাবলো, এ কি জীবন ! এর চেয়ে··· কিসের সঙ্গে এজীবনের তুলনা চলে, এ জীবনের চেয়ে কোন্ জীবন আরো শ্রেয়, কাম্য ? মনে এলো না···দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্য-ভ পাথরের মতো বুকে চেপে রইলো !

অলকা উঠে দাঁড়ালো ! তার মন কারো সুখে হিংসা করে না···

কারো উপর তার বিদ্বেষ নেই···কারো সঙ্গে বিরোধ নেই।

মনে পড়লো ছেলেবেলাকার কথা। ক'বছরের মধ্যে তার মনকে নিয়ে এ সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! আশেপাশে বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, সাথী নেই···অথচ মানুষের ভীড় বিরাট বিপুল হয়ে পাশে জমছে তার।

অলকা বসতে পারলো না। ঘরে এসে স্লীপার খুলে নাগরাজোড়া পায়ে এঁটে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়লো।

এলো সোজা বিমলকান্তির ফ্ল্যাটে। ক'দিনে হয়তো সেরে উঠেছেন—··হয়তো অনেক অভিমানের কথা বলবেন!

বলুন! সে-কথা কত ভাল লাগে...

শুধু কথা! তার বেশী অলকা চায় না। চাইবার অধিকার তার নেই!

বিমলকান্তির ফ্ল্যাটে আসবামাত্র সামনে দেখা সিধুর সঙ্গে। সিধু বললে,—এসেছো দিদিমণি—তবু ভালো! আমি ভাবছিলু, দু'দিন স্নেহ দিয়ে কোথায় চলে গেলে—অলকা বললে,—বড্ড কাজ পড়েছিল সিধু—একমিনিটের জন্যও আসতে পারিনি—তোমার বাবু কেমন আছেন?

সিধু বললে,—নিজের চোখে দ্যাখো গো দিদিমণি! বাবু ভালো আছেন।

অলকা বললে,—আমায় খুঁজেছিলেন?

সিধু বললে,—হ্যাঁ খুঁজেছিলেন।

অলকার বুকখানা ধ্বক করে উঠলো—আর কোনো কথা না বলে স্পন্দিত বক্ষে অলকা প্রবেশ করলে বিমলকান্তির ঘরে।

একখানা ইজিচেয়ারে বিমলকান্তি বসে আছে—অর্ধশায়িত ভাব।

গায়ে শাল জড়ানো। নার্স সুশীলা বিমলের মাথায় ব্রাশ চালাচ্ছে। ঘরে প্রবেশ করামাত্র অলকার সঙ্গে বিমলের দৃষ্টি বিনিময়।

অলকা বললে,—আমি এসেছি।

বিমল কোনো কথা বললে না—

সুশীলা বলে উঠলো,—তবু ভালো, আমাদের কথা আবার আপনার মনে পড়েছে!

অলকা বললে,—মনে পড়লেই বা কি করবো! আমি যে কতখানি পরাধীন—অলকা একটা নিশ্বাস ফেলল।

কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে অলকা একবার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বিমলের মুখে চাইলো। দেখলে বিমল দু'চোখ মুদ্রিত করেছে।

(২৮)

ঘরের মধ্যে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে সুশীলার পানে চেয়ে অলকা বললে,—আরও বিশেষ কি কারণে আসিনি, বলবো?

ব্রাশ এবং ও-ডিকলোনের শিশি টেবিলের উপরে রেখে সুশীলা প্রশ্ন করলে,—কি কারণ?

অলকা বললে,—আমি ভারী অপয়া! কদিন আমি ছিলুম বলে' অসুখ কিছুতে সারছিল না। তাই ভাবলুম দু'চারদিন যাবোনা —তা হলে বোধ হয় অসুখ সেরে যাবে! হলোও তাই!···

কথার শেষে মৃদু হাসি···এবং অলকা একবার বিমলের পানে অপাঙ্গ দৃষ্টি-নিক্ষেপের প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলো না! দেখলে, বিমলের নিমীলিত নেত্রদ্বয় অর্ধ উন্মীলিত হয়েছে!

অলকা প্রশ্ন করলে,—ঘুম আসছে বুঝি ?

বিমল কোনো জবাব দিলে না। অলকা বললে,—তা হলে চেঁচামেচি করে' অন্যায় করেছি তো !··· না, আপনি ঘুমোন···আমি বরং চলে যাচ্ছি—কথাটা বলে' অলকা চাইলো সুশীলার পানে, বললে,—আমার থাকবার আর দরকার হবে না বোধ হয় সুশীলাদি ?

সুশীলা বললে,—থাকলে দরকার হয়। না থাকলে দরকার পড়লে কি বা করছি !

অলকা বললে,—না না, তা নয়। মানে, আমরা আনাড়ী লোক কি-না। রোগীর ঘরে আমাদের থাকতে দেয়ার মানে, উৎপাত সৃষ্টি করা ! তাতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী ····· নয় ?

মৃদু হাস্যে সুশীলা বললে,—কিন্তু যে কদিন ছিলেন রোগীর স্বাচ্ছন্দ্য তাতে বেড়েছিল বৈ কমেনি ! রোগী আজ নিজে বার-বার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, অলকার খবর পেলেন ? আমি বললুম না, .. এই একটু আগে বলেছিলেন, সিধুকে যদি একবার পাঠাতে পারেন তার খবর নিতে ! বললেন, ভয় হচ্ছে, তার অসুখ হলো না তো আমার রোগের ছোঁয়াচ লেগে ?

নিশ্বাসের বাষ্পে অলকার মন ভরে' উঠলো।... সে বাষ্প এসে জমলো চোখের কোণে সরস আর্দ্র হয়ে...এত মমতা···এত তুমি ভাবো অলকার কথা ?···কেন ভাবো ? দণ্ডের জন্য পথে দেখা...অলকা কে তোমার...কী-বা সে—

অলকা চাইলো বিমলের পানে। বিমল একাগ্র দৃষ্টিতে তার পানেই চেয়েছিল। সে দৃষ্টিতে কি করুণ-মিনতি। অলকার বুকের মধ্যে যে শাশ্বত-নারী বসে আছে, স্নেহে এবং বাৎসল্যে সে-নারী করুণায় বিগলিত হলো ! সে-নারী ভুলে গেল দেশ কাল পাত্র—একেবারে

বিমলের সামনে এসে প্রায় নতজানু হয়ে বসে বললেন,—অসুখ শরীরে কেন এত ভাবেন বলুন তো, ? ভাববেন না ! জানেন তো, গতর খাটিয়ে পরের তাঁবে যাকে চাকরি করতে হয়। কর্তব্য কিম্বা মনের সাধ পূর্ণ করা—সে কি তা পারে সব-সময় ? এই যে সুশীলাদি রোজ রাত্রে এখানে ডিউটি করতে আসে—মন হয়তো চায়, ঘরে যে আপন জনগুলি আছে, তাদের কাছে দু'দণ্ড বসতে—পারে কি তা করতে ?

কথাটা বলতে-বলতে অলকার মনে হচ্ছিল, মাথাটা বিমলের কোলের উপরে লুটিয়ে দেয়, দিয়ে বলে, তুমি বুঝবে না···যতক্ষণ না তুমি সুস্থ-স্বচ্ছন্দ হও, ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যতখানি পারি, কথা কয়ে তোমার মনকে রোগের যাতনা থেকে ভুলিয়ে রাখি···

শ্রান্ত হাত দু'খানা অলকার হাতে রেখে বিমল বললে,—আমি সেরে উঠেছি।···আজ সারাদিন প্রায় এই ইজিচেয়ারে বসে কাটিয়েছি।

অলকা বললে,—ডাক্তারবাবু মানা করেননি ?

বিমল বললে,—নিজে যদি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করি, তাঁর মানা করবার কি কারণ থাকতে পারে··· ?

অলকা বললে,—ভালো-বোধ করলেই ভালো।···

অলকা সরে' একখানা চেয়ারে বসলো···সুশীলা বিমলের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছিল।

অলকা সুশীলার পানে চাইলো ; চেয়ে বললে,—আজ তাহলে তুমি ঘুমিয়ো সুশীলাদি।

সুশীলা বললে,—আমরা রাত্রে ঘুমোই না···। অভ্যাসে এমন হয়েছে, রাত্রে না ঘুমোলে কষ্ট হয় না।

অলকা বললে,—সত্যি ?

সুশীলা বলিলে,—প্রতিরাত্রেই তো ডউটি থাকে না! তখন অবশ্য ঘুমোই।

বিমল বললে,—আপনি বরাবর রাতের ডিউটি করেন?

সুশীলা বললে,—এক-রকম তাই। সকলে রাত জাগতে পারে না তো!

বিমল বললে,—ও...

অলকা বললে,—দিনের বেলায় ঘুমোও শুধু?

সুশীলা বললে,—তা বুঝি মানুষে পারে? তা নয়! তবে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘুমাতে হয়...বেলা চারটে নাগাদ উঠি! তা বলে' দিনের বেলায় যদি ডাক পড়ে, ছেড়ে দিতে পারি নাতো!...

এমন সময় বিহারীবাবুর সঙ্গে ডাক্তারবাবুর প্রবেশ।

বিহারীবাবু বললেন,—এই যে মা! অ্যাদ্দিন আমাদের ত্যাগ করেছিলে যে?

সলজ্জ মৃদু হাস্যে অলকা বললে,—বড্ড কাজ পড়েছিল—

ডাক্তারবাবু বিমলকে দেখে বললেন,—ভয় নেই—যা মনে হয়েছিল, তা নয়; এবারে আস্তে আস্তে বল পাবেন। তবে, বল পেলেই শহর ছেড়ে একবার বেরিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়, any where—for a change। বিহারীবাবু বললেন,—সে-বল পেতে কতদিন লাগবে?

ডাক্তারবাবু বললেন,—ক'দিন আর! বড়-জোর দশ-বারো—ন হয় পনেরো দিন!

বিহারীবাবু বললেন,—তাহলে দার্জিলিং কিম্বা শিলং—

অলকা বললে,—রাঁচি যেতে নিষেধ আছে?

ডাক্তারবাবু বললেন,—না—রাঁচি ভালো জায়গা—তাছাড়া রাঁচি

হলো ওঁর চিরদিনের দেশ।

বিহারীবাবু বললেন,—কর্তাও সেখানে আছেন!—কিন্তু কর্তাকে খবর পাঠালুম—তাঁর ওখান থেকে কোনো জবাব নেই!—আমার কেমন আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। কি হলো—

অলকা চাইলো বিহারীবাবুর পানে—বললে, আর-একখানা চিঠি লিখুন—খবর দিন, জ্বরটা ছেড়েছে।

বিহারীবাবু বললেন,—লিখবো।—রোজ ভাবি, আজ নিশ্চয়ই তাঁর চিঠি পাবো—কিন্তু রোজ নিরাশ হচ্ছি।

অলকা বললে,—হয়তো রাঁচিতেই নেই—

বিহারীবাবু বললেন,—তাহলে অফিসে সে খবর অজানা থাকতো কি?

এ-কথার পর বিহারীবাবু চাইলেন অলকার পানে; বললেন,—তুমি বাড়ী যাবে মা? না এখানে আজ রাত্রে থাকবে?

অলকা বললে,—আমার থাকবার আর দরকার আছে,?

বিহারীবাবু বললেন,—ওঁকে দেখার খুব দরকার আছে, তা নয়। তবে আপন-জন কাছে থাকলে মনটা ভালো থাকে। অলকা চাইলো বিমলের পানে। বিমলের মুখে কথা নেই—চোখে আবার সেই-রকম করুণ দৃষ্টি অলকার মুখে নিবদ্ধ। অলকা বললে,—যতক্ষণ না উনি ঘুমোন, নিশ্চয় থাকবো। তারপর আমি থাকলে যদি সুশীলাদির কিছু উপকার হয়।

ডাক্তারবাবু এবং বিহারীবাবু বিদায় নিলেন।

সুশীলা বিমলকে বললে,—এবারে এখানে নয়। বিছানায় শোবেন চলুন। শান্ত স্বরে বিমল বললে,—চলুন—বলে, বিমল উঠবার চেষ্টা করলে—মাথা ঘুরে গেল। পাশে ছিল অলকা, তাড়াতাড়ি দু'হাতে

বিমলকে ধরে ফেলে অলকা ডাকলো,—সুশীলাদি—আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলেন ! ভাগ্যিস পাশে ছিলুম ।

সুশীলা বললে,—এখনো এমন বল শরীরে পাননি যে স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করবেন ।

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—তাইত দেখছি···

বিমলকে ধরে অলকা বিছানায় শুইয়ে দিলে। শুয়ে বিমল চোখ বুঝলো। অলকা বললে,—বসো সুশীলাদি। সুশীলা বললে,—আপনি এখন খানিকক্ষণ আছেন তো ? অলকা বললে,—আছি। কেন বলো তো ? সুশীলা বললে,—আমি একবার বাথরুমে যাবো। গা-মুখ ধুয়ে আসবো।

অলকা বললে,—আচ্ছা। অতঃপর···সুশীলা গেল বাথরুমে।

ঘরের মধ্যে দু'জনেই চুপচাপ...কারো মুখে কথা নেই ! টেবিলের উপর টাইম-পীস ঘড়িটায় শুধু একঘেয়ে টিক্-টিক্ রব চলেছে···

অলকা চেয়েছিল বাইরের দিকে...দেখা যাচ্ছিল ওদিকার বাড়ীর কতকগুলো ঘর। কোনো ঘর অন্ধকার···কোনো ঘরে আলো জ্বলছে ! অলকার মনে হচ্ছিল, দিনে সংগ্রাম চুকিয়ে ও-সব ঘরের লোকজন ঘরে এসে শ্রান্ত দেহ-মনে আরাম আর শান্তি উপভোগ করছে ! নিত্যকার সেই বিরোধ-দ্বন্দ্বের সুরে তার মন আবার ঝনঝনিয়ে উঠলো ! মেলে না তার এ-দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ?

হঠাৎ ছোট একটি নিশ্বাসের শব্দ···চমকে অলকা চাইলো বিমলের পানে ; বললে,—নিশ্বাস পড়লো কেন ?

বিমল বললে,—এমনি···

অলকা বললে,—চেয়ে আছেন কেন ? ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

বিমল বললে,—আর কত ঘুমোবো ? এ কদিন যে ঘুম-ঘুমিয়েছি, তাতে আমার ঘুমের পুঁজি ফুরিয়ে যায়নি ভাবেন ?

অলকা বললে,—বেশ, তাহলে জেগে থাকুন···

আর-একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিমল বললে,—জেগেই থাকবো।

অলকার মনে আবার জাগলো মমতা ! সে বললে,—একখানা বই পড়বো, শুনবেন ?

বিমল বললে,—কি বই পড়বেন ?

অলকা বললে,—লাইব্রেরি থেকে এখন বই আনা যাবে না নিশ্চয়··· আপনার ঘরে যে-বই আছে, তারি একখানা···মানে, যেখানা আপনি বলবেন...

অলকার পানে ক্ষণকাল অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে বিমল বললে,— কথা যখন সব ফুরিয়ে গিয়েছে···তাই করুন, বই-ই পড়ুন। শুনতে শুনতে যদি ঘুম আসে...

অলকা বললে,—তাই। কথা আর নেই, সত্যি। আপনার সঙ্গে যত কথা হতে পারে, দুজনেই তা শেষ করে ফেলেছি। নতুবা কথা কি আর আছে ? তাহলে হাতে যে-বই ওঠে, এনে পড়ি···আপনি শুয়ে শুয়ে শুনুন...

টেবিলের উপরে ক'খানা বই ছিল—ইংরেজী-বাঙলা। তার মধ্য থেকে অলকা নিয়ে এলো রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা। বললে,—রবিবাবুর কবিতা পড়ি—এ-জিনিস দেহ-মনে মায়ার প্রলেপ বুলিয়ে দেবে।

অলকা পড়তে লাগলো—

দুয়ারে প্রস্তত গাড়ী, বেলা দ্বিপ্রহর,
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর,
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন বাতাসে ; স্নিগ্ধ অশ্বথের ছায়...

এমন সময় স্থশীলা এলো—তার হাতে একখানা চিঠি।

স্থশীলা ডাকলো,—দিদিমণি···

বই থেকে মুখ তুলে অলকা স্থশীলার পানে তাকালো...

স্থশীলা বললে,—ভগবান তোমাকে আজ পাঠিয়েছেন সত্যি! এই ত্যাখো চিঠি···

চিঠিখানা স্থশীলা দিলে অলকার হাতে···

চিঠিতে লেখা আছে—

একবার এক-ঘণ্টার জন্য আসবেন। প্রসূতির নানা উপসর্গ···

স্থশীলা বললে,—আজ বিকালে যে ডেলিভারি কেসে গিয়েছিলুম, তাদের চিঠি। গাড়ী পাঠিয়েছে। ডাক্তার এসেছেন। আমি যাবো আর আসবো। এক-ঘণ্টার ছুটি চাইছি ভাই···

অলকা বললে,—আচ্ছা···আমি তো এখন আছি—

স্থশীলা বললে,—আমি যাবো আর আসবো...

স্থশীলা চলে গেল...

অলকা আবার পড়তে লাগলো···

একটার পর একটা কবিতা অলকা পড়ে চলেছে···মাঝে মাঝে থামে, থেমে বিমলের পানে তাকায়, সাগ্রহকণ্ঠে প্রশ্ন করে,—ভালো লাগছে?

বিমল জবাব দেয়,—লাগছে।

অলকা বললে,—ঘুম পেলে বলবেন···আমি চুপ করবো·· চোখের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিমল জানায়, বলবো।

বিমল কবিতা শুনছে···ছ'চোখে পলক পড়ে না· চেয়ে আছে

অলকার পানে ! অলকা পড়ছিল—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল পিয়াস
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখ-সুখের লক্ষ্য ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম !

হঠাৎ ঘরের বাইরে জুতোর দুপ্‌দাপ্ শব্দ এবং চকিতে পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন বিহারীবাবু···আর তাঁর সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটি কিশোরী !

তাদের পানে বিমল চেয়ে দেখলো। চিনতে বিলম্ব হলো না। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্রিয়শঙ্কর রায় এবং তাঁর সঙ্গের কিশোরীটি বিভাবরী।

প্রিয়শঙ্কর এগিয়ে এলেন···

বই বন্ধ করে অলকা দাঁড়ালো ··

বিমলের মাথায়-গায়ে হাত রেখে প্রিয়শঙ্কর বললেন,—গা ভালো আছে, জ্বর নেই।

বিহারীবাবু বললেন,—না। আজ কদিন জ্বর নেই !

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—আমরা রাঁচিতে ছিলুম না···গিয়েছিলুম প্রথমে শিলং—সেখান থেকে নানা জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি। আজ সকালে ফিরেছি রাঁচি। ফিরেই বিহারীর চিঠি পেলুম। চিঠি পেয়ে বিশ্রাম করতে পারলুম না। বিভা বড্ড জেদ ধরলে,—কাজেই নেয়ে-খেয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়লুম।...বিমলের পানে তিনি চাইলেন। চেয়ে বললেন,—যেমন দুর্ভাবনা হয়েছিল—আঃ বাঁচলুম, ভালো আছো দেখে !

বিভাবরী এগিয়ে এলো অলকার কাছে—বললে,—আপনি নার্স ?

অলকার বুকে সমুদ্রের একরাশ তরঙ্গোচ্ছ্বাস—কোন-মতে অলকা বললে,—না। প্রিয়শঙ্কর অলকার পানে চাইলেন—চিনতে পারলেন। এই মেয়েটিকেই বিমলের সঙ্গে রেসের মাঠে দেখেছিলেন ! তিনি কোন কথা বললেন না, অলকার পানে চেয়ে রইলেন। তারপর বিহারীবাবুর পানে চাইলেন। বিহারীবাবু বললেন,—যে-সেবা উনি করেছেন—দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি ! খবর পেয়ে এসে সেই যে বিমলবাবুর পাশে বসেছিলেন—ওঁর সে মূর্তি আমি কখনো ভুলবো না !

বিভাবরী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রিয়শঙ্কর বললে,—বিমলের কাছে আয় বিভা—ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বোস !

(২৯)

বিভাবরী চেয়ারে বসলো। মুখে কথা নেই ; দু'চোখের দৃষ্টি বিমলের মুখে নিবদ্ধ। বিমল কখন এর মধ্যে দু'চোখ মুদ্রিত করেছে ! অলকা ধীরে-ধীরে গিয়ে বইখানি টেবিলের উপর রাখলো। প্রিয়শঙ্কর এবং বিহারীবাবুর মুখে কথা নেই ! ঘরে এতক্ষণ প্রাণের যে হিল্লোল বইছিল, সহসা যেন তা স্তম্ভিত রুদ্ধ হয়েছে ! দু'মিনিট চার মিনিট—প্রায় দশ মিনিট এমনি নিঃশব্দে কাটলো। তারপর প্রিয়শঙ্কর এ-নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে কথা বললেন,—ক'দিন ভুগলো, বিহারী ?

বিহারীবাবু বললেন, তা প্রায় দশ বারো দিন হবে !...তাই না, মা ? প্রশ্নটা বিহারীবাবু করলেন অলকাকে উদ্দেশ করে'।

টেবিলের উপর বই রেখে অলকা চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল—যেন কাঠের পুতুল! মনে হচ্ছিল, এখানে আর তার স্থান নেই—এখনি বিদায় নেওয়া উচিত। কিন্তু বলে যেতে পা সরছিল না। ভাবছিল, যাবার আগে যেন অনেক কথা বলে' যাওয়া উচিত!—কি সে কথা, কিছুতেই তা মনে আসে না! এখন বিহারীবাবুর প্রশ্নে সে তাঁর পানে তাকালো, তাকিয়ে বললে,—আমার ঠিক মনে পড়ছে না।—তবে দশ-বারো দিনের কম হবে না!

এ-কথার সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর সে-রাত্রের কথাগুলো বিদ্যুতের অক্ষরে ফুটে উঠলো—গ্রীক-চার্চের কাছে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে এসে অলকার জন্য সেই গভীর দুশ্চিন্তা···তার উপর পাহারাদারীর সেই আব্দার আর জুলুম!···একটা নিশ্বাস বুকের মধ্যে উতল হয়ে উঠলো··· সে-নিশ্বাস অলকা রোধ করতে পারলো না। প্রিয়শঙ্কর বললেন,—টাইফয়েড তো নয়?

বিহারীবাবু জবাব দিলেন; বললেন,—না।

প্রিয়শঙ্কর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, ফেলে বললেন,—সৌভাগ্য!··· এ-বয়সে ও-রোগ যে-রকম সাংঘাতিক···তার পর তিনি চাইলেন বিভাবরীর পানে, বললেন,—বিমল বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো! তা তুমি এক কাজ করো বিভা···

বিভাবরী বললে,—কি?

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—মুখ হাত ধুয়ে নাও···রাঁচি থেকে কলকাতা মোটরে লম্বা পাড়ি···হ্যাঁ, আমাদের সুটকেসটা ওপরে এনেছে তো?

বিভাবরী বললে,—তুমি আনতে বলোনি তো!

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—ও...তিনি চাইলেন বিহারীবাবুর পানে, বললেন,—কি করা যায় বিহারী?

কিসের সম্বন্ধে কি করা—বিহারীবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না—তাই প্রিয়শঙ্করের মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। প্রিয়শঙ্কর বললেন,—হোটেলে যাবো? না এখানে থাকার সুবিধে হবে?···

বিহারীবাবু বললেন,—হুঁ···· তবে এ-রাতটা এইখানেই থাকুন।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—যা বলেছো! সারাদিন পথে ছুটোছুটি… তাই হবে। তাহলে তুমি বলে দাও, গাড়ী থেকে আমাদের সুটকেসটা ওপরে নিয়ে আসুক! আর গাড়ীখানা অফিসের গাড়ী যে-গেরাজে থাকে, সেইখানে যেন রাখা হয়।···এই পর্যন্ত বলে তিনি কি ভাবলেন—নিমেষের জন্য—তারপর বললেন,—আচ্ছা চলো, ড্রাইভারকে আমি Instructions দিয়ে আসি…আর সুটকেসটাও অমনি··· এই কথা বলে বিহারীবাবুকে নিয়ে প্রিয়শঙ্কর সে ঘর থেকে বার হলেন। ঘরে এখন তিনটি প্রাণী…শয্যায় মুদ্রিত নেত্রে বিমল ·· চেয়ারে বসে' বিভাবরী এবং···টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে অলকা।

অলকার অস্বস্তির সীমা নেই। কেবলি মনে হচ্ছিল, সে যেন এখানে ট্রেস্‌পাস করেছে। হঠাৎ বিভাবরীর স্বর কানে বাজলো। বিভাবরী বললে,—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে!—বসুন।

অলকা বললে,—আমি বাড়ী যাবো!—নার্স আছে—সুশীলাদি একটু দরকারে বাইরে গিয়েছে—আমাকে বলে গিয়েছে, যতক্ষণ সে না আসে—তাই—

বিভাবরী বললে,—ও—! আপনাকে এখনি ফিরতে হবে বুঝি?

অলকা বললে,—আপনারা এসেছেন—ওঁকে দেখতে পারবেন—তাছাড়া এখন আর schedule ধরে' কোনো রকম সেবা-পরিচর্যা করতে হবে না তো। তাই ভাবছিলুম, আমার না থাকলেও চলবে!

মৃদু হেসে বিভাবরী বললে,—যদি বলি সারাদিন চলন্ত মোটরে

দারুণ উদ্বেগ নিয়ে থাকার দরুন আমাদের শরীর এমন যে জলের গ্লাস এগিয়ে দিতে বললে হয়তো ভুল করে বসবো ?

কথার মৃদু মধুর ভঙ্গী এবং ঐ হাসিটুকু...চমৎকার লাগলো অলকার ! অলকা বললে,—তাহলে আমাকে একটু বসতেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সুশীলাদি না আসে, অন্ততঃ ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বসছি ! একখানা চেয়ার টেনে অলকা সে চেয়ারে বসলো।

বিভাবরী নিরীক্ষণ করলে অলকাকে···তাকে দেখে ভালোই লাগলো ! বিভাবরী বললে,—আপনার সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক আছে ?

অলকার মনের মধ্যে একরাশ সরীসৃপ নিমেষে যেন কিলবিল করে উঠলো। অলকা চাইলো বিমলের পানে। বিমল দু'চোখ উন্মীলিত করেছে ! সেই উন্মীলিত চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে' অলকা বিভাবরীর প্রশ্নের জবাব দিলে, বললে,—ঐ যে উনি চোখ মেলেছেন ! ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন—বিভাবরী সকৌতূহলে চাইলো বিমলের পানে—জিজ্ঞাসা করলে, —ইনি তোমার কে হন ?

কোনো রকম চিন্তা না করেই বিমল জবাব দিলে,—বন্ধু—আমার দুর্দিনের বন্ধু—

বিভাবরী অবাক ! বন্ধু ! শহর থেকে চিরদিন একান্ত দূরে এবং এ-যুগের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করবার জন্য বিভাবরীর মনে এমন বন্ধুত্বের আভাস কোনোদিনও ইঙ্গিত জানেনি ! এক-নিমিষ চুপ করে' থেকে বিভাবরী বললেন,—কৈ, এ-বন্ধুত্বের কথা শুনিনি তো !

কথাটা বলামাত্র বিভাবরীর মনে পড়লো, না-শোনায় বিস্ময়ের কিছু

নেই। রাঁচি ছেড়ে বিমলের চলে' আসা ইস্তক তাদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত সব সংবাদ দীর্ঘকাল রহিত হয়ে আছে। প্রিয়শঙ্করের কাছে বিমলের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র সংবাদ সে পেয়েছে যে বিমল ভালো আছে এবং অফিশিয়াল ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে বিমলের শিক্ষা যা চলেছে তাতে তিনি খুশী বৈ অখুশী নন! একবার শুধু প্রিয়শঙ্কর বলেছিলেন, বিমল রেসের মাঠে যাচ্ছে—সে যাওয়ায় তিনি নিষেধ তোলেননি বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি। শুধু বলেছিলেন, জীবনে অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য রাশ আলগা করে' মানুষকে দিকবিদিকে ছেড়ে দেওয়া দরকার!

বিভাবরী চাইলো অলকার পানে, বললে,—আপনি কোথায় থাকেন?

অলকা বললে,—এইখানেই। মানে কখানা বাড়ীর পরে এই রাস্তার উপরেই অন্য বাড়ীতে।

বিভাবরী বললে,—কলেজে পড়াশুনা করেন?

অলকা বললে,—না। বিভাবরী আবার চাইলো অলকার পানে নির্ণিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। দেখলো না, অলকার সিঁথিতে সিঁদুর নেই!—ব্রাহ্ম?—হয়তো তাই! মনে কৌতূহল জাগলো—কিন্তু সে কৌতূহল-পরিতৃপ্তির উদ্দেশে এসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন সে আর করতে পারলে না। ঘরে আবার তেমনি স্তব্ধতা—

এ-স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন প্রিয়শঙ্কর রায়···সিধুর ঘাড়ে সুটকেস চাপিয়ে এ-ঘরে পুনঃপ্রবেশ করেন'···প্রিয়শঙ্কর রায় বলেন,—পাশের ঘরে সুটকেস রাখো · ঐ-ঘরেই আমাদের দুটো বিছানা করে' দিয়ো।

কথাটা বলে' প্রিয়শঙ্কর চাইলেন অলকার পানে···বললেন,—লুচি ভাজতে পারবে মা? মাথা নেড়ে মৃদু হেসে জানালো, পারবে?

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—তাহলে একটু কষ্ট করতে হবে মা। একা নয়··· বিভাও সাহায্য করবে, তোমরা দুজনে' বসে খানকতক লুচি ভেজে ফ্যালো!

বিভাবরী আর অলকা বসে লুচি ভাজছিল। বিভাবরী বেলে দিচ্ছে অলকা ভাজছে—এ-কাজ কতকাল পরে! অলকার মনে হচ্ছিল, দীর্ঘদিন সে শুধু পথে-পথে ঘুরে কাটিয়েছে—ঘর যেন ছিল না! যে-ঘরে নিত্যদিন ফিরেছে, সে-ঘরে মুখের সামনে পেয়েছে তৈরী খাবার—সে-খাবারের রচনা এবং রুচি পরের উপর নির্ভর করেছে!—আজ নিজের হাতে রন্ধনশালার চার্জ নিয়ে মনে হচ্ছিল, পথের পাড়ি শেষ করে' আজ সত্যকার ঘরের দেখা পেয়েছে যেন এবং সেই-ঘরে —আশ্রয়—

এ চিন্তা তার মনে যেন হাজার বাতির ঝাড় জ্বেলে দিলে!

ও-ঘরে বিমলের সঙ্গে প্রিয়শঙ্করের কথা চলেছে—কি কথা, এ-ঘরে বসে' উৎকর্ণ হয়েও অলকা তার একবিন্দু সংগ্রহ করতে পারলো না!—বিভাবরী তার সঙ্গে অনেক কথা বলছিল—বিমলের কথা, বিভাবরীর নিজের কথা—প্রিয়শঙ্করের কথা, রাঁচির কথা! বিভাবরী বলছিল, বিমল ভারী লাজুক—ছেলে-বেলায় মা মারা গিয়েছেন—বিমলের বাবা ছিলেন রাঁচির খুব পশার এবং পয়সাওয়ালা উকিল—মক্কেল নিয়ে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতেন; তাঁর সে কর্মরত মনের নাগাল পাবার জন্য আকুল হলেও সেজন্য যেটুকু কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন, সে-কষ্ট গ্রহণ করতে বিমল চিরদিন ছিল কুণ্ঠিত! একবার—সে প্রায় দু' বছর আগেকার কথা, দু'দিন জ্বরে ভুগে জ্বর ছাড়বামাত্র সে বিভাবরীদের বাড়ী এসে উপস্থিত! শুক্‌না মুখ—দু'চোখে অসহায়ের সকরুণ দৃষ্টি সকলে জিজ্ঞাসা করে,—কি হয়েছে? তা বিমল কোনো জবাব দেয়

না—সবার পানে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে' তাকিয়ে থাকে! তাকে ডেকে এনে শেষে বিভাবরী জিজ্ঞাসা করলে, জ্বর ছাড়তেই এখানে পালিয়ে এসেছো কেন বল তো? এ প্রশ্নে কাঁদ-কাঁদ গলায় বিমল বললে, একলাটি বিছানায় পড়ে থাকি—কারো সঙ্গে কথা কইতে পাই না—তার উপর বামুন চাকরের তৈরী বার্লি খেয়ে খেয়ে খাবার রুচি গিয়েছে উবে। আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো?—কাউকে না জানিয়ে...চুপি-চুপি এমন কিছু খেতে চাই, যাতে খাবার রুচি ফিরে আসে!···এ-কথায় মনে ভারী মমতা জাগলো...নিঃশব্দে সে এক-প্লেট সুপ আর ওভালটিন তৈরী করিয়ে এনে বিমলকে খাওয়ায়!···সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বিমল বিভাবরীর কাছে রয়ে গেল···যেন ছোট ছেলে মমতার প্রত্যাশী হয়ে··

এমনি নানা কাহিনী বিভাবরী বলছিল অলকার কাছে এবং অলকা একাগ্র মনোযোগে এ-সব কাহিনী শুনছিল।

সুশীলা ফিরে এলো···এ ঘরের দ্বারে এসে বললে,—আমি এসেছি দিদিমনি···ওদের এত-বেশী ভয় হয়েছিল···কথা শেষ হলো না...কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়লো বিভাবরীর দিকে। ইনি কে? এই কিশোর বয়সেই বিভাবরীর মুখে রমণীয় কান্তির সঙ্গে এমন মহিমাময় প্রশান্তি—এতখানি সম্ভ্রমের আভাস যে, তার সামনে প্রগল্‌ভতার উচ্ছ্বাস চকিতে রুদ্ধ হয়!

বিভাবরীর চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এতটুকু যেন রহস্য নেই! সে-দৃষ্টি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি স্বচ্ছ।

সুশীলার বিস্ময়-স্তম্ভিত ভাব দেখে অলকা চাইলো বিভাবরীর পানে, বললে,—ইনি রাতের নার্স—সুশীলাদি। সেবা করবার শক্তি অসাধারণ ···সারা রাত অক্লান্ত যত্নে-মমতায় সেবা-পরিচর্যা করেছেন...আমি তো

দেখেছি! বিভাবরীর ছু'চোখে প্রশংসার দৃষ্টি···বিভাবরী চেয়ে রইলো সুশীলার পানে। কোনোমতে স্তম্ভিত-ভাব কাটিয়ে সুশীলা প্রশ্ন করলে,—এঁকে তো দেখিনি দিদিমনি···

অলকা বলল,—না! ছাখোনি, এইবার ছাখো। ইনিই সব... মানে, মিস্টার রায়ের মেয়ে—শ্রীমতী বিভাবরী দেবী · তোমার পেসেণ্টের ভাবী-বধূ···সুশীলার ছু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। সুশীলা বললে,—ও, তারপর ছু'হাত আপনা থেকে পুটবন্ধ হলো! কৃতাঞ্জলিপুটে সুশীলা বললে,—নমস্কার!

শান্ত মৃত্ব হাস্যে মিষ্ট কণ্ঠে বিভাবরী বললে,—নমস্কার!

অলকা বললে,—ও-ঘরে তোমার পেসেণ্ট ভালোই আছেন, সুশীলাদি।—বসতে চাও যদি, ও-ঘর থেকে মোড়া এনে দরজার সামনে বসো...বসে' গল্প করো—

সুশীলা বললে, তাই বসি—

লুচি ভাজা হলে অলকা বিভাবরীকে তাড়া দিয়ে বললে,—আপনি যান্—গা ধুয়ে নিন্—না হলে লুচি জুড়িয়ে ময়দার ড্যালা হয়ে যাবে। আমি আলু-পটল ভেজে একটা তরকারী তৈরী করেনি এর মধ্যে।

সুশীলা বললে,—তুমি রান্নাবান্না জানো দিদিমণি?

অলকা বললে,—নিজের হাতে রান্নাবান্না করি না বলে' তুমি ভাবো সুশীলাদি, এ-কাজে অমি একেবারে আনাড়ি?..তৈরী হোক্ খেয়ে দেখো—অখাদ্য বলে ফেলে দেবে না।...তাছাড়া সিধু আছে···ওকে না হয় একটু পাহারাদারি করতে বোল ...এই অবধি বলে বিভাবরীর হাত ধরে তাকে প্রায় দাঁড় করিয়ে অলকা বললে,—না, আপনি আর একমিনিটও বসবেন না—গা ধুতে যান! মৃত্ব হেসে বিভাবরী বললে,—যাচ্ছি...কাপড়

চোপড় বার করতে হবে তো···

অলকা বললে,—সুটকেস এসে গিয়েছে···আপনি যান কাপড়চোপড় বার করুন গে। না হলে একে এই আনাড়ির হাতের রান্না...দেরী হলে এ আর মুখে রুচবে না! বিভাবরীর দাঁড়ানো চললো না...সুটকেস থেকে শাড়ী সেমিজ বার করে' সে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে।

সুশীলা বললে,—আলু-পটল আমি কুটে দেবো?

—দাও···কিন্তু সিধুকে না ডাকলে চলছে না, ভাই, বাটনার কি ব্যবস্থা, আমি জানি না!

হেসে সুশীলা বললে,— খুব রাঁধিয়ে বটে!

অলকা বললে,—যে খেলতে জানে সুশীলাদি, সে কাণাকড়ি নিয়েও ঠিক খেলে যায়! সারাজীবন আমি এই কানাকড়ি নিয়ে খেলা করে চলেছি ভাই! কাজেই কোনো কাজের নামে আমার ভয় হয় না।

ছোট বঁটি নিয়ে সুশীলা কুট্‌নো কুটতে লাগলো···অলকা ডাকলো সিধুকে!

ডেকে সিধুকে বললে,—তুমি আমাকে বাটনাগুলো শুধু বুঝিয়ে দাও সিধু ...নিজের হাতে তো এ-কাজ করিনি কখনো··· সিধু বললে,—তুমি বসো গে যাও দিদিমণি...আমি করছি...প্রতিবাদ তুলে অলকা বললে,—না সিধু···আজ ওঁরা এসেছেন। চার্জ নিচ্ছেন...আমার এবার ছুটি মিললো। যাবার সময় নিজের হাতে সকলের সেবা করে যাবো, তাতে তুমি বাধা দিয়ো না···

কথাগুলোর অর্থ সিধুর সম্যক উপলব্ধি হলো না·· তবু ওর মধ্যে যেটুকু বুঝলে, তাতে অলকাকে বললে,—তুমি চলে যাবে দিদিমণি?

হেসে অলকা বললে,—না গেলে উপায়? তোমার বাবুর এই ছোট্ট ঘরে এত লোকের ঠাঁই হবে কি করে'! সিধু বললে,...ও···

তরকারী চড়িয়ে অলকা বলছিল সুশীলাকে,—নিজের রান্না নিজের মুখে কেমন লাগে, তা জানবার উপায় নেই। তবু মনে হচ্ছে সুশীলাদি নেহাৎ অখাদ্য তৈরী হচ্ছে না—লোকের পাতে দেওয়া চলবে—

সুশীলা বললে,—তোমাকে কে খেতে বারণ করছে ?

অলকা বললে,—বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি কি না। ভাবলুম, এখানে আসছি, কখন কত রাত্রে ফিরবো—তৈরী-অন্ন যখন পাচ্ছি, তখন ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না।—

সুশীলা বললে,—আজ তুমি চলে যাবে ? ওঁরা এলেন—

অলকা বললে,—ওঁরা এলেন বলেই তো আজ নিশ্চিন্ত খুশী মনে যেতে পারবো সুশীলাদি। ছুটির আনন্দ কাকে বলে, আজ তা বুঝতে পারছি। কি বন্ধনে যে আট্‌কে পড়েছিলুম—জানেন তা শুধু অন্তর্যামী—কথার শেষে অলকা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললো।

বিভাবরী এলো—মুখ-হাত ধুয়ে টিয়াপাখী-রঙের একখানি শাড়ী পরে'। ইলেক্‌ট্রিক আলোর ঝলকে সে-শাড়ীতে তাকে দেখাচ্ছিল যেন সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মী এসে উদয় হয়েছেন ! অলকার মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই ছত্র। অলকা বললে,—রান্না প্রায় শেষ ! বাবাকে আপনি মুখ-হাত ধুতে বলুন—আমার হাতে তৈরী এ-অখাদ্য উনি খাবেন তো ?

বিভাবরী বললে,—খুশী হয়ে খাবেন।—বাবা সেখানে আমাকে দিয়ে মাঝে-মাঝে রাঁধান্‌ যে !

অলকা বললে,—আপনি রাঁধেন ?

বিভাবরী বললে,—রাঁধি বৈ কি। বামুনদি দেখিয়ে দ্যায়। তবু সে যা হয়—যদি খেতেন, জীবনে ভুলতে পারতেন না। বাবা সে-রান্না খান—খেয়ে বলেন,—চমৎকার রে—তোর ওই—ঘোড়-চচ্চড়ি দিয়েই আজকের খাওয়া শেষ করেছি !—কথাটা বলে' বিভাবরী হাসতে লাগলো।

বিভাবরীর এই কথা, এই হাসির অন্তরালে অলকা দেখছিল সুন্দর সংসার—স্নেহ-মায়ায় সে সংসার কানায়-কানায় পরিপূর্ণ—আরো দু'দিন বাদে এ-সংসার আরো সমগ্র পরিপূর্ণতায় ভরে উঠবে! এ সংসারের পাশেও তার কোনোদিন গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হবে না! একটা নিশ্বাস সে কোনোমতে রোধ করতে পারলো না।

খাওয়া-দাওয়া চুকতে বিলম্ব হলো না। প্রিয়শঙ্কর বারবার বলতে লাগলেন,—তুমিও খেতে বসো মা লক্ষ্মী।

বিভাবরী বললে,—হ্যাঁ—আমরা দু'জনে না হয় একসঙ্গেই খেতে বসবো—

অলকা বললে,—না আপনিও বসুন। কতখানি পথ এসেছেন, বলুন তো—আমি এখানকার লোক—আমার জন্য ভাববেন না!

বিহারী বললেন,—এ কিন্তু অন্যায় হচ্ছে!

অলকা বললে,—নিজের হাতে রান্না করে' আপন-জনকে খাওয়াতে কতখানি আনন্দ আমাকে পেতে দিন—

বিভাবরী বললে,—কিন্তু আমি লুচি না ভাজলেও বেলেছি তো—আমারো কতখানি আনন্দ হবে, বলুন তো আমার বেলা এ-লুচি আপনাকে খাওয়াতে। হেসে অলকা বললে,—আমার ভাগ্যে সে শুভদিন যদি উদয় হয়—আমাকে আপনি খাওয়াবেন—কথা শেষ হলো না—অলকা চাইলো প্রিয়শঙ্করের পানে, বললে,—লুচি দি—আগে ভেজে অন্যায় করেছি। গরম গরম ভেজে পাতে দিলে খেয়ে তৃপ্তি পেতেন।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—এতেও অতৃপ্ত হবে না মা।

খাওয়া প্রায় শেষ—সিধুর পানে চেয়ে অলকা বললে,—মিষ্টি আর রাবড়ি দিয়ে যাও সিধু। আমি হাত ধুয়ে আসি।

প্রিয়শঙ্কর বললেন,—হ্যাঁ, যাও। আমাদের চুকলেই তুমি খেতে বসবে।

অলকা এ- কথার জবাব দিলে না।

পাশের ঘরে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল। মুখ-হাত ধুয়ে অলকা এলো বিমলের ঘরে—বিমল দু'চোখ বুজে শুয়ে আছে—পা টিপে নিঃশব্দে অলকা তার কাছে এলো—বিমলের পানে তাকিয়ে রইলো। বুকের মধ্যে সপ্তসিন্ধু যেন তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো—চারিদিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বিমলের পায়ের উপর হাত রাখলো।

চোখ চেয়ে বিমল ডাকলো,—অলকা দেবী!

অলকা বললে,—হ্যাঁ—বলুন।

অলকা এলো বিমলের কাছে—বললে,—আমি আসি। আমাকে আর দরকার হবে না। বিমল কোনো জবাব দিবে না—অবিচল দৃষ্টিতে অলকার পানে চেয়ে রইলো। অলকা বললে,—আর অমন অসহায় দৃষ্টি কেন? – এ জনারণ্যে আপনি আর একা নন্!—আমি আজ সত্যি নিশ্চিন্ত হলুম। যা পেয়েছি, ভোলবার নয়! আমার শ্রীকৃষ্ণ—মনে আছে সে-কথা?

অলকার মুখে ম্লান হাসির কণা! বিমলের হাতে প্রসারিত—সে-হাত নিজের হাতে অলকা চেপে ধরলো। তার দু'চোখ বুজে এলো। অলকা চুপ করে' রইলো—বিমলের মুখে কথা নেই—

পাশের ঘরে কলরব। ওঁদের খাওয়া-দাওয়া চুকেছে। একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—আমি আসি?—বিমল বললে,—আর কোনদিন আসবেন না?

বিমলের স্বর মৃদু—সে-স্বরে গভীর মিনতি—অলকা কোনো জবাব দিলে না। তার চোখের কোণে বাষ্পভার—মুখে মলিন হাসি! বিমলের হাত ছেড়ে অলকা আর এক নিমেষও দাঁড়ালো না। ওঁরা বাথরুমে—সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে অলকা নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সিঁড়ি বয়ে নিচে নেমে এলো। সামনে পথ—একেবারে এলো সেই পথের উপর।

(৩০)

বাড়ী ফিরে কালুর কাছে অলকা শুনলো, ত্রিদিববাবু এসেছিলেন; এসে অনেকক্ষণ বসেছিলেন; একটু-আগে তিনি চলে গিয়েছেন; যাবার সময় একখানি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন।

অলকা বললে,—চিঠি কৈ ?

কালু চিঠি দিলে। ত্রিদিবের লেখা। ত্রিদিব লিখেছে—

অলকা দেবী,

প্রায় দু'ঘন্টা বসেছিলাম। কথা ছিল আসবো এবং এসে আসামের জন্য ছবির যে নতুন সীন্‌গুলো লেখা হয়েছে, সে-সম্বন্ধে পরামর্শ করবো।

আপনার ফেরবার প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর যখন শুনলুম, বিমলবাবুকে দেখতে গিয়েছেন, তখন বুঝলুম, হয়তো বসে থেকে কোনো ফল হবে না! ওখানে গেলে পৃথিবীর সঙ্গে সব-সম্পর্ক আপনি কেটে দিয়ে যান—তা জানি।

সেজন্য দুঃখ নেই। তবে যে কাজে নেমেছেন, এই কাজ নিয়েই যদি থাকতে চান্, তাহলে এদিকটায় ঔদাস্য করলে তো চলবে না—এই ছবিখানিকেই তাহলে আপনার career-এর বনিয়াদ্ করতে হবে। যদি বলেন, ছবির এ কাজ একটা moment's fancy...বিমলবাবু আছেন মস্ত সহায়—তাহলে অবশ্য আলাদা কথা!

ভালো কথা, কাল আর-একবার আসবো। সকালেই চান্স নিতে হবে। অত কষ্ট করে, যে সীন্‌গুলো নেওয়া হলো, প্রিন্ট করে দেখা যাচ্ছে, দু-তিনটে 'সট্' রী-টেক্ করা দরকার। আপনার সুবিধামতো সে-ব্যবস্থা হবে—রাগ করবেন না।

ত্রিদিব

চিঠিখানি অলকা দু'বার তিনবার পড়লো—তারপর চিঠি-হাতে চুপ করে বসে রইলো। ত্রিদিবের চিঠির কটা-কথা উচ্চগ্রামে কানে বাজতে লাগলো।

যে-কাজে নেমেছেন, ঔদাস্য করলে চলবে না।—যদি বলেন, বিমলবাবু আছেন মস্ত সহায়—

মৌনভাষণে অলকা ফুঁশে উঠলো—কেন, ত্রিদিববাবু একথা বলেন কেন? বিমল বাবু? সে, সে আমার শ্রীকৃষ্ণ।

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। এ-নিস্তব্ধতা বুকের উপর ভারী বোঝার মতো চেপে বসলো!—এ নিস্তব্ধতায় নিজেকে এত নিঃসহায় মনে হলো—সহায়—সহায় চাই! পাশে কাকেও সহায় না পেলে যেন বাঁচা যাবে না! চলতে-চলতে প্রতিক্ষণে মনে এত ভয়, সংশয় জাগে! এত সাধ, এত আশার তরঙ্গ এসে বুকে লাগে! মনে হয়, এমন-একজন সাথী যদি পাশে পাই! কিন্তু কাকে পাবে? বিমল!—উনি একা নিঃসঙ্গ বাস করেন! নিঃঙ্গতার বেদনা উনি ভালো করেই বোঝেন! অলকাকে কাছে পেলে তাই ছাড়তে চান্ না—আর সেও অলকার শ্রীকৃষ্ণ।

বুকখানা ধ্বক্ করে' উঠলো!—মনে পড়লো, আজ থেকে আর একা নন্! নিঃসঙ্গ নন্! আজ থেকে অলকাকে তাঁর আর দরকার হবে না! আজ উনি পাশে পেয়েছেন— একটা নিশ্বাস রোধ করতে পারলো না অলকা! বুকের উপর দিয়ে যেন ভারী স্টীম-রোলার চলেছে! সে-রোলারের চাপে বুকখানা ভেঙ্গে বুঝি চূর্ণ হয়ে যাবে!

ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। সে-শব্দে চম্‌কে অলকা ঘড়ির পানে চাইলো। আশ্চর্য!—সে ফিরেছে বারোটা আট মিনিটে—কেবলমাত্র কালু তার হাতে এনে দিয়েছে ত্রিদিব ভট্চায্যির লেখা এই

চিঠি। সে চিঠি পড়ে এই পঞ্চাশ মিনিট ধরে অলকা এমন আড়ষ্ট কাঠ হয়ে বসে আছে ?

বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ বিঁধে মন তাকে জর্জরিত করে দিলে। সে পাগল হয়েছে না কি ? এই কঠিন পৃথিবী—দানবের মূর্তি ধরে অন্নবস্ত্রের কঠিন সমস্যায় সামনে খাড়া রয়েছে অহরহ—

কালু এসে প্রশ্ন করলে,—খাবার আনি দিদিমণি ?

আহারে রুচি ছিল না। অলকা বললে,—না।

কালু বললে,—ও-বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছেন ?

একটা নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—হ্যাঁ।

অলকা বললে,—তুই ওগুলো খেয়ে ফ্যাল্ কালু, লক্ষ্মীটি !

কালু নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল।—অলকা আবার ডাকলো—কালু—

কালু ফিরলো। অলকা বললে,—ও-ঘর থেকে আমার সাদা সাড়ীখানা দিয়ে যা। দিয়ে তুই খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্যাল্। আমি শুয়ে পড়েছি,—ভারী ঘুম পেয়েছ। আলো নিবিয়ে অলকা বিছানায় শুয়ে পড়লো। ঘুমোবে বলে চোখ বুজলো।

কিন্তু ঘুম আসে না ! মাথায় সাতশো-চিন্তা সাতশো অক্ষৌহিণীর মতো সদর্পে মার্চ করে বেড়াতে লাগলো ! তারা বলছিল,—কি তুই ভেবেছিলি বল্ তো ? কিসের আশায় —— কিসের লোভে ? আর্ত আতুর মন বললে···আশা নয়, লোভ নয়, কিছু নয় !

তারা বললে,—নয় যদি তবে—? মন বললে,—না—না—তা নয় ! মানুষ একা থাকতে পারে না। সে চায় বন্ধু —এমন বন্ধু যে দুঃখ দেবে না, অনিষ্ট করবে না—যাত্রাপথকে যে সুমধুর করে রাখবে !

তারা বললে,—মনের সঙ্গে ওসব শুধু ছলনা !—ভাবো, বিমলের

মন তোমাকে চায় না ? এবং সে-চাওয়ায় তুমি তাকে প্রশ্রয় দাওনি ?

তীক্ষ্ণ তীরে মনকে কে যেন বিঁধছে—এমনি বেদনায় আর্ত হয়ে মনকে বললে,—না—না—এমন হীন এমন ইতর মন আমার নয় ! তারা বললে,—মায়াবিনীর মায়া কোন্ দিক থেকে যে তরুণের মনকে বিহ্বল করে—অসহ্য !—এসব তর্কের মীমাংসা হবে না, হবার নয় ! তবু না, অলকা মায়াবিনী নয়—এবং মায়াবিনী বৃত্তি নিয়ে সে বিমলকে কোনোদিন বিভ্রান্ত করতে চায়নি ! অক্ষৌহিণীরা আমার মাথা তুলে রুখে দাঁড়ায়ে বললে,—তা যদি নয়, তাহলে সেদিন বিমলের অতখানি সাহস হয় কি বলে যে তোমাকে বক্ষলগ্ন করে ? লজ্জার ভারে অলকার মন নুয়ে পড়লো। মন বললে,—সেদিনের সে-ব্যাপারে এ দেহখানার উপরে ঘৃণা ধরে গিয়েছে !—অলকার দেহখানাকে লক্ষ্য করেই যে বিমলের যে মোহ সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়েছিল অলকার তা বুঝতে দেরী হয়নি ! এবং সেজন্য নিজের এ-দেহখানাকে অলকা ভাবে, তার শত্রু ! এই শত্রুর ভয়েই সে সর্বদা সশঙ্কিত হয়ে আছে। কিন্তু কে—একথা কে বিশ্বাস করবে ? তবু মন আবার বলে—বিমল তাকে বক্ষলগ্ন করেছিল সত্য, তাতে কি এমন হয়েছে ? অলকা যে উপায়হীন—আর বিমল যে তার দুর্দিনের বন্ধু—তার শ্রীকৃষ্ণ ! আজকের অর্থ-নৈতিক তাগিদে অলকা সত্যই যে নিরুপায় !

৩১

সকালে ত্রিদিব ভট্‌চায্যি এসে উদয় হলো। সোচ্ছ্বাসে অলকা বলে' উঠলো,—এই যে—আপনার জন্য আমি বসে' আছি ! —তারপর—নতুন লেখা সিকোয়েন্সগুলো এনেছেন ?

ত্রিদিব অবাক! অলকা যেচে সিকোয়েন্স-সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইছে? ত্রিবিদ বললে,—এনেছি।—তাহলে—চকিতের জন্য অলকা থামলো, বললে,—চা খাবেন? না চা খেয়ে এসেছেন?

ত্রিদিব বললে,—বেলা আটটায় চা না খেয়ে কেউ বাড়ী থেকে বেরোয় না। অলকা হাসলো, হেসে বললে,—বিশেষ করে আপনার মতো হিসেবী লোক!—ঠিক কথা। তা এখনি পড়বেন সিকোয়েন্সগুলো?

ত্রিদিব বললে,—তার আগে একটু কথা—মানে, চিঠিতে রী-টেকের কথা লিখে যে গিয়েছিলুম!

অলকা বললে,—কবে রী-টেক্ হবে, বলুন—

ত্রিদিব বললে,—যেদিন আপনার সুবিধা—

অলকা বললে,—আমার সুবিধা? সে-সুবিধা always—যদি বলেন, এখনি I am ready.—

অলকা উপায়হীন—তাই সমাজে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে এমনি করে লীলা-চাঞ্চল্যের রসালো পার্ট তাকে করতে হয়!

ত্রিদিবের বিস্ময় সীমা ছাপিয়ে উঠলো—সে-চিহ্ন জাগলো ত্রিদিবের দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে! বললে,—বিমলবাবু কেমন আছেন?

অলকা বললে,—ভালো। তাছাড়া তাঁর স্ত্রী এসেছেন—শ্বশুর এসেছেন। কাল রাত্রে তাঁরা এসেছেন। তাই অনেক রাত্রি পর্যন্ত ওখানে আটকে থাকতে হয়েছিল!

ত্রিদিব বললে,—ও—তার মুখে আর কোনো কথা ফুটলো না। চুপ করে' বসে রইলো।

অলকা বললে,—তাহলে এখন কি করতে চান?

ত্রিদিব বললে,—আপনার যদি অসুবিধা না হয়—মানে, আপনার সঙ্গে কাল রাত্রে দেখা হলো না বলে' জানাতে পারিনি—আজ সকালে

রজরঙ্গি ফোন্ করেছে—একরার স্টুডিয়োয় যেতে বলেছে—রী-টেকের ব্যবস্থার জন্য !—তা মানে, if you do not mind—এখন স্টুডিয়োয় আসবেন ? সেখানে আপনার সুবিধা বুঝে রী-টেকের ব্যবস্থা এবং তারি ফাঁকে এর নতুন সিকোয়েন্সগুলো নিয়ে দুজনে যদি বসি ? সোৎসাহে অলকা বললে,—বেশ, তা হলে পাঁচ মিনিট সময় দিন আমাকে—কাপড়টা বদলে আসি।

ত্রিদিব বললে,—বেশ।

বেশভূষা করে' ত্রিদিবের সঙ্গে অলকা নেমে এলো। বাইরে পথের উপর বজরঙ্গির মোটর দাঁড়িয়ে। দুজনে উঠতে যাবে, পিছনে জাগলো কণ্ঠস্বর,—দিদিমণি

ফিরে চেয়ে অলকা দেখে, সিধু। অলকা বললে,—কি খবর সিধু ? সিধু বললে,—চিঠি আছে। বুকখানা ধড়াশ করে' উঠলো ! এখনো চিঠি ?

অলকা চিঠি নিলে। লেফাফার উপর বাঙলায় তার নাম লেখা শ্রীমতী অলকা দেবী···

লেফাফা থেকে চিঠি বার করে' অলকা পড়লো। বিভাবরী চিঠি লিখেছে। লিখেছে—

শ্রীমতী অলকা দেবী,

কাল রাত্রে যেভাবে চলে গিয়েছেন, তাতে মর্মাহত হয়ে আছি। আপনার সব কথা শুনলুম। আপনাকে কি বলবো, জানি না। আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা—(আমার ইচ্ছা সবচেয়ে বেশী) আমাদের এ-বাসায় আপনি এখনি আসেন এবং এইখানে আমাদের সঙ্গে গল্প-স্বল্প আলাপ-পরিচয় আর খাওয়া-দাওয়া করবেন।

না এলে সকলের মনে খুব কষ্ট হবে তা কি বুঝতে পারছেন না ? আপনার 'পেশেন্ট' বলছেন, আপনি না এ । আপনার সঙ্গে তিনি ভয়ঙ্কর-আড়ি করে বসবেন। একথাটুকু তিনি ঠিক বলেননি ; এ আমার অনুমান।

কারণ, আপনার সম্বন্ধে আপনার 'পেশেন্ট' যে পরিচয় দিয়েছেন, তাই থেকে আমার মনে হয়।

আশা করি, নিশ্চয় এখন আসবেন।

বিভাবরী

চিঠি পড়তে-পড়তে অশ্রুর বাষ্পে অলকার চোখ ভরে এলো!··· কোনোমতে নিশ্বাস রোধ করে' বললে,—চিঠি পেলাম সিধু। তুমি গিয়ে বৌরাণীকে বলো, বড্ড দরকারে আমাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। কখন ফিরবো, ঠিক নেই! কাজেই আমার এখন যাওয়া সম্ভব হবে না···

কোনো কথা না বলে' সিধু অলকার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে-দৃষ্টি অলকার মনে কাঁটার মতো বিঁধলো!...ও-বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের যে-পরিচয় পেয়েছে···রেসের মাঠে দেখা সেই প্রিয়শঙ্কর রায়... তাঁর সেই স্বস্নেহ কণ্ঠ...তার উপর ভাড়া-করা নার্স প্রতিমা মুখার্জি আর সুশীলা চক্রবর্তী সে-পরিচয়ের পর থেকে ও-বাড়ীতে একটু ঠাঁই পাবার জন্য মন...নিশ্বাস ফেলে অলকা বললে,—সময় পেলেই আমি যাবো সিধু, গিয়ে বৌদিরাণীকে তুমি বলো...

অলকা বাড়ী ফিরলো বেলা তখন প্রায় বারোটা।

কালু বললে,—ও-বাড়ীর লোক তুবার এসে আপনার খবর নিয়ে গিয়েছে। এ-কথা অলকাকে কণ্টক-ব্যথায় জর্জরিত করে তুললো!

অলকাকে নিরুত্তর দেখে কালু বললে,—আপনাকে ও-বাড়ীতে যেতে বলে' গিয়েছে। বলেছে, বড্ড দরকার। একজন দিদিমণিও এসেছিলেন ও-বাড়ীর সিধু বেয়ারার সঙ্গে···

দিদিমণি? তার মানে, বিভাবরী?···অলকা একটা নিশ্বাস ফেললে ···কালু চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল। অলকা বললে,—বড্ড মাথা ধরেছে। জিরিয়ে চান করেনি...তাপর মাথা ধরা যদি ছাড়ে···

চান করে' অলকা বললে,—আমার খাবারটা নিয়ে আয় কালু… কালু খাবার আনলো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে অলকা বললে,—আমি ও-বাড়ী যাচ্ছি কালু… ত্রিদিববাবু যদি আসেন, তাঁকে বসতে বলিস্।

কালু বললে,—বলবো।

অলকা বললে,—বলিস্, ওখানে আমার খুব দেরী হবে না…

অলকা এসে এতক্ষণে উপস্থিত হলো বিমল ও বিভাবরীর সম্মুখে।

বিভাবরী বললে,—কেন আপনি খেয়ে এলেন ?

বিমল বললে,—উনি আমাদের শুধু ঋণভারে বিজড়িত রাখতে চান। খেলে যদি সে-ঋণের…অলকা বললে,—তাহলে আমার এ-ঋণ এত সামান্য যে একবেলা পেট ভরে' আমাকে খাইয়ে দিলেই ঋণমুক্ত হবেন, ভেবেছিলেন !

বিমল বললে,—তোমাকে তো বলেছিলুম বিভা, আশ্চর্য কথা বলবার শক্তি এই অলকা দেবীর !…ওঁর জবাব শুনলে তো…মানে, আমার কথার জবাব ‥অলকার মনের মধ্যে যেন দাবানল জ্বলে উঠলো ! এরি মধ্যে আমার সম্বন্ধে এত কথা হয়ে গিয়েছে ? আমার পরিচয়, বাকপটুতা ?… চমৎকার !

বিভাবরী বললে,—বিমলদা বলছিল, আপনার সঙ্গে কি করে' ওঁর আলাপ হয় কাশানোভায়, সেদিন সব-লোককে ছেড়ে আপনি এসে ওঁর কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। অলকার মনে তখনো সে-দাবানল সমান-তেজে জ্বলছে ! জোর করে' মুখে হাসি ফুটিয়ে অলকা বললে,—ও…তাহলে সব কথাই বলেছেন বিমলবাবু ?

সে উপমার কথাও বলেছেন…সেই দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ ?…তারপর

নিজেকে মস্ত অপরাধী ভেবে গ্লানির ভারে বার-বার সেদিন সেই মার্জনা-ভিক্ষা…

এই পর্যন্ত বলে বিমলের পানে চেয়ে বিমলের মুখের ভাব সে প্রত্যক্ষ করলে···অলকার আর বলা হলো না…। এ-কথার পর একেবারে সে তাকালো বিভাবরীর পানে, বললে,—আমাদের…তা দেখা হয়েছিল! বেশ শুভক্ষণে দুজনের অবস্থা প্রায় একরকম। উনি একা থাকেন আমিও একা থাকি!…কত বিপদে যে আমাকে উনি বাঁচিয়েছেন! আর কাল রাত্রে ঐ যে ওর পরিচয় দিলেন আপনি…দারুণ অভিমানী …দারুন ইমোশনাল···আমিও সে পরিচয় খুব পেয়েছি! সে-পরিচয় হাড়ে হাড়ে উনি জানিয়ে দিয়েছেন!…কি বলেন…নয়?

কথার শেষে অলকা বিমলের পানে তাকালো!… বিমল লক্ষ্য করলে সে-দৃষ্টিতে কি প্রখর ধার!

বিভাবরী বললে,—বাবা বলেছিলেন, রেসের মাঠে আপনাদের দেখেছিলেন। বাবাকে আমি বলেছিলুম—তুমি বকলে না কেন? তাতে বাবা বলেছিলেন,—নারে সব জিনিষ দেখা ভালো। আঙরের বাক্সয় ভরে রাখলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না। আজ সকালেও সেই রেসের মাঠের কথা উঠেছিল…বিমলদা বললে, আপনার জন্যই সেদিন শুধু অনেক-টাকা লোকসান হতে-হতে বেঁচে গিয়েছিল…

অলকা কোনো জবাব দিলে না। · জবাবের কথা মুখে এলো না। এ-সব কথা শুনে তার মনে একটিমাত্র কথা জাগছিল…যতক্ষণ ভিড় ছিল না, ততক্ষণ তার স্থান কত সহজ ছিল এখানে! আর এখন?…

মনে পড়লো পুরানো দিনের কথা…যখন অলকার দাদামশাই ছিলেন বেঁচে। তাঁর সঙ্গে ট্রেনে চড়ে পশ্চিম থেকে অলকা কলকাতায় আসছিল। ট্রেনের কামরায় বসে জানালা দিয়ে ঠায় চেয়েছিল বাইরের দিকে।

দেখছিল, বন-জঙ্গল, জলা-মাঠের ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে লোকের বসতি বৌ-ঝী, ছেলে-মেয়ে। অলকা দেখছিল পল্লী-ঘরের একটি বধূকে! সবার পিছনে ঘোমটায়-একটুখানি তুলে দু'চোখ দিয়ে সে দেখছিল চলন্ত ট্রেনের কামরার যাত্রীদের! অলকা তাঁর মুখ দেখেনি··· দেখতে পায়নি...দেখবার উপায় ছিল না। দেখেছিল সে-বধূর শুধু দুটি চোখ! সে দুটি চোখে অলকা দেখেছিল—বিরহের কি নিবিড় বেদনা ···আশার কি অধীর উচ্ছ্বাস··· স্বপ্নের কি অপরূপ মাধুরী!···সে দুটি চোখের দৃষ্টি এত চমৎকার লেগেছিল · বার-বার সে-দুটি চোখ দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল ··কিন্তু দেখবার উপায় ছিল না!...জন্মেও আর সে-উপায় মেলেনি···কখনও মিলবে না!...তেমনি এবার—এবারের কথা, গল্প, হাসি, আনন্দ · এ'ও সেই বধূর দৃষ্টির মতো মনের পটে চিরদিন আঁকা থাকবে...তা প্রত্যক্ষ করবার বা উপভোগ করবার সুযোগ জীবনে আর মিলবে না!··

কিন্তু বিমল? তার সম্বন্ধে সে কি কথা বলেছে? কি পরিচয় দিয়েছে?

কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে রাজ্যের চিন্তা নিয়ে অলকা খেলা করেছে! এমন চিন্তাও তার মনে জেগেছিল, হয়তো বা তাকে···

চকিতে গ্লানির ভারে মন ভরে উঠ্‌লো না...না···

অলকা বললে,—আজ কিন্তু মাপ করতে হবে। আসতে পারিনি বলে ক্ষমা চাইতে এসেছিলুম। ক্ষমা চাওয়ার উপর আর-একটি কথা কইবো এমন অবসর আমার নেই! মানে, পরের তাঁবে চাকরি করতে হয়...আষ্টে-পৃষ্টে দাসত্বের বাঁধন!—নিরুপায়!—তবে সময় পেলেই আসবো—এখন আসি।

এ কথার পর অলকা আর এক-মুহূর্ত দাঁড়ালো না—ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি নেমে বাইরে চলে এলো।

এদিকে কর্মচক্রের দুর্লঙ্ঘ্য গতি! সে গতির বেগে দেহ-মন নিয়ে একদণ্ড দাঁড়ানো চলে না! অলকাও দাঁড়াতে পেলো না—মনের কতখানি অনাহত রইলো, ছেঁচে পিষে কতখানি বা বিচূর্ণ প্রায় তা দেখবারও অবসর মিললো না! কর্মচক্রের দেহ-মন জুতে সে চললো তার অনতিক্রম্য গতিবেগে—মনের একটা দিক বেদনায় ঝন্‌ঝনিয়ে খশে যাচ্ছে, এই অনুভূতিটুকুকে মাত্র সম্বল করে!—

কাজে এবার উৎসাহ দেখে স্টুডিয়ো-শুদ্ধ লোক উৎসাহে মত্ত হয়ে উঠলো। 'রী-টেকে' সটের পর সট তোলা হচ্ছে—সে-সব সটে অলকা নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিচ্ছে। তার বিরক্তি নেই, অনুযোগ নেই—যেন কলের পুতুল! এবং তার এতখনি আগ্রহ-উৎসাহকে ভিত্তি পেয়ে প্রোডাকশন-ম্যানেজার এবং ডাইরেক্টর ছবিখানিকে কায়েমি করে, গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হলো!

রী-টেকের পালা চুকতে তিন দিন সময় লাগলো। এ তিন দিন অলকা যেন নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল—এবং এ-পালার শেষে অবসর মিললে সে যেন নুয়ে-ভেঙ্গে পড়লো—কি আশ্রয় করে' দাঁড়াবে, কোনো দিকে তার হদিস্ মিললো না! রাত্রে ফেরবার পথে গাড়ীতে সে নিঃশব্দে বসে রইলো। এবং সচল সশব্দ শহর তার মনকে স্পর্শ করতে না পেরে পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছিল! মন কেবলি বলছিল, এবার?...এবার...?

গাড়ী থেকে নামবার সময় অলকা বললে—কাজে আমার এখন খুব inspiration এসেছে···যদি আসাম যেতে চান তো দেরী করবেন না! I am sure। এ-mood থাকতে থাকতে যদি ছবি তুলতে পারেন তা হলে অভিনয় ভালো হবে বলে গ্যারান্টি দিতে পারি!

খুশী-মনে ত্রিদিব বললে—বেশ তাহলে দু-একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করে ফেলি।···এদিককার কাজ তো একরকম শেষ করে ফেলেছি···

উপরে নিজের ঘরে এসে শুনলে, ওবাড়ী থেকে এসেছিলেন বিমলবাবু, আর সেই দিদিমণি। তাঁরা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন।

অলকা বললে,—কখন এসেছিলেন ?

কালু বললে,—বেলা তখন দশটা।

দশটা তখন...?

অলকা ঘড়ির পানে চাইলো ·· ন'য় টা বেজে সাঁয়ত্রিশ মিনিট !

নিশ্বাস ফেলে অলকা সোফায় বসলো।···কালু তার হাতে দিলে চিঠি। দু'খানি চিঠি। একখানি চিঠি লিখেছে বিভাবরী...আর একখানি বিমল।

বিভাবরী লিখেছে—

কি অপরাধ করেছি জানি না। ভালো করে আলাপের অবকাশ দিলেন না। আজ আমরা শিলং যাচ্ছি। বেলা দু'টো চল্লিশ মিনিটে ট্রেন। আমাদের পক্ষে এখানে আসা আর সম্ভব হবে না! কদিন কতবারকরে যে এসেছি। আশা করতে পারি সময় করে একবার আসবেন ? আমাদের ফ্ল্যাটে যদি না পারেন, অন্তত শেয়ালদা স্টেশনে। ট্রেনে বসে আপনার পথ চেয়ে বসে থাকবো। নমস্কার! আর ভালবাসা জানবেন।

বিভাবরী

চিঠি পড়ে মন কেমন উদাস হলো! ......কেন···? কেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাও, বিভা ?...তুমি জানো না, কত বড় দুর্ভাগ্য নিয়ে আমি জন্মেছি !...একটার পর একটা দিন আমার কি করে যে কাটে !···তোমার স্নেহে আমাকে আর লোলুপ করো না ! আমি... আমি···অলকার বুকের মধ্যে আবার সপ্ত-সিন্ধু উত্তাল হয়ে উঠলো... ...মনকে শান্ত করে অলকা বিমলের চিঠি খুললো।

বিমল লিখেছে—

একটা কথা বিশ্বাস করবেন, অলকা দেবী...আমার মন পাথর হয়ে

আছে। একটি মাত্র আশা নিয়ে এসেছিলুম—আপনার কথার আঘাত নিতে। সে আঘাতে এ-পাথর চূর্ণ হতো. স্বস্তি পেতুন।

বিভা সঙ্গে এসেছিল—ছাড়লো না। ভেবেছিলুম একা আসবো। কিন্তু সবার মনে ভয়, দুর্বল শরীর—যদি চলার কষ্ট সহ্য করতে না পারি।

এঁরা আমাকে ধরে নিয়ে চললেন—শিলং। এতে আমার নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নেই! তবে বিশ্বাস করুন, আপনাকে কোনো দিন ভুলবো না! পরে কি করবো, না করবো জানি না! নিজের ইচ্ছায় কিছু করবো সে ইচ্ছা আমার নেই। তবে যুদ্ধ করবার মতো শক্তিও আমার বিলুপ্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে আমার আমিত্ব আর নেই যার জোরে নিজেকে খাড়া রাখবো।

যদি বেচে থাকি, দেখা হবেই। আশা করি সে-সাক্ষাতের আগে আমার বিচার করবেন না!

কি এ চিঠি! এ-সব কথার মানে?

বহু আয়াসে অলকা প্রত্যেকটি কথার অর্থ-উদ্ধারে মনোনিবেশ করলে। ...নিজের দিকে অনুকূলভাবে সে-অর্থ যতখানি প্রসারিত করা যায়...

লিখেছেন, "যদি বেঁচে থাকি, দেখা হবেই" লিখেছেন, "সে সাক্ষাতের আগে আমার বিচার করবেন না!"...

তার মানে?...সে-সাক্ষাতে কি কথা বলবেন? কি চাইবেন?

দু'চোখের কোণ বাষ্পের সঘন উচ্ছ্বাস...সে বাষ্পভারে চিঠির অক্ষর অস্পষ্ট অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাশের বাড়ীর রেডিও-সেটে গান ভাসছিল—

কী পাইনি, তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজী!
আজ হৃদয়ের ছায়াতে-আলোতে
বাঁশরী উঠেছে বাজি...

সোফা থেকে উঠে অলকা এসে দাঁড়ালো ঘরের বাইরে ছোট বারান্দায় ...মাথার উপরে আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তার পানে তারা চেয়ে আছে!

রাতের জ্যোৎস্না ধারায় সুরের বাণী সমানে ভেসে চলেছে—

মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার!
সুর তবু লেগেছিল বারেবারে—
মনে পড়ে তাই আজি...

দু'দিন পরের কথা। কোম্পানি গ্যারো-পাহাড়ে চলেছে ছবির সীন্ তুলতে ..

দার্জিলিং মেল্। সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরা। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে—বজ্‌রঙ্গি, ডাইরেকক্টর আর ক্যামেরাম্যান্—নীচেকার সামনাসামনি দু'খানি বার্থে দু'জনে জেগে আছে—অলকা এবং ত্রিদিব ভট্‌চায্যি। গল্পের পরিনতি-আলোচনায় দু-জনে মত্ত—

ট্রেণ পোড়াদা স্টেশন ছেড়েছে! রাত প্রায় সাড়ে-এগারোটা।—অলকা বললে,—নায়ক সন্তোষকে নায়িকা আভা গোপনে ভালোবাসে—সন্তোষ তা জানে না —মানে. আভা তা জানতে দ্যায়নি সন্তোষকে—এই তো?

ত্রিদিব বললে,—হ্যাঁ—

অলকা বললে,—তাই যদি, তাহলে শেষের দিকে আভাকে দিয়ে সন্তোষ আর প্রতিভার বাসরে ও-কথাটুকু বলাবার মানে খুঁজে পাই না—ফুলের মালা নিয়ে আভা এসে দু'জনের গলায় সে-মালা পরিয়ে চোখের জল ফেলছে—এ ভয়ঙ্কর silly! এ হতে পারে না!

ত্রিদিব বললে,—হতে পারে না।—তার মানে?

অলকা বললে,—না—It is absurd —এ melo-dramatic উচ্ছ্বাসে আভা মানুষ থাকছে না—মাটি হয়ে গিয়েছে সে।—

ত্রিদিব বললে,—কিন্তু আভার একটা-কিছু শেষে দেখাতে হবে তো!

অলকা বললে,—তা বলে সে-শেষ এমনি করে' দেখাবেন? আভার এমন শেষ হতেই পারে না!

ত্রিদিব বললে,— কি রকম হবে বলুন—Well, I invite your suggestion......

উদাস-নয়নে অলকা বাইরের দিকে চেয়ে রইলো।...তার মুখে কথা নেই...

কৌতুকভরে ত্রিদিব বললে,—বলুন—

একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করে' অলকা বললে, আভা কোনোদিন ধরা দেবে না। এ-ভালোবাসা তার এ-জীবনে যখন সার্থক হবে না, তখন আজীবন এ-ভালোবাসাকে নীরবে সে লালন করুক!·· সন্তোষকে আভা পেয়েছে···তাকে নিয়ে সংসার-ধর্ম করবার জন্য পাওয়া না গেলেও যা-নিয়ে সন্তোষের সন্তোষত্ব... মানে তার মন—সেই মনের সঙ্গে আভার মনের নিবিড় সম্পর্ক। সংসারের কলরব-কোলাহলে প্রাণ অশান্ত হলে আভা একান্তে বসে' সন্তোষকে স্মরণ করবে, সন্তোষের সঙ্গে তার যে-মুহূর্তগুলি কেটেছে, সেই মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করে' সে সান্ত্বনা পাবে। সেই সব কথা ভেবে নিজের মনে যে-শক্তি, যে-রঙ আভা পাবে, তার suggestion দিয়ে বই শেষ করুন। আভার ভবিষ্যৎ সেই স্মরণের রঙে রাঙা হয়ে থাকবে, সে কতখানি ভালো লাগবে বলুন তো!

ত্রিদিব বললে,—লোকে তা বুঝবে না। লোকে চায় প্রত্যক্ষ করবার মতো একটা শেষ!...এ climax এর পর আভার সম্বন্ধে কারো

মনে এতটুকু দ্বিধা থাকবে না।...যারা triangle ভালোবাসে, তারা ভাববে, এর পরে সন্তোষ আর প্রতিভার জম্-জমাট ঘরকান্নার মধ্যে আভা হয়তো একদিন এসে উদয় হবে...

অলকার মন বিরক্তি ভরে জ্বলে' উঠলো! সে বললে,—আভাকে যদি এমন cad করে ছেড়ে দ্যান, তাহলে শেষদিককার অভিনয়ে আমি fail করবো...ভয়ঙ্কর fail করবো, জানবেন!...এত বড় injustice...এমন Phychological blunder...মেয়ে মানুষকে কি ভাবেন বলুন তো? মেয়েমন্বেষের মনের জোর কতখানি...হাসি মুখে কতখানি নৈরাশ্য-যাতনা সে সহ্য করতে পারে; বোঝেন না? হুঁ, এই fundamental blunder করেন বলেই আপনাদের দেশী ছবির গল্প হয় ছাই!

অলকা জানলা দিয়ে বাহিরের পানে তাকালো। বাইরের পানে চেয়েই রইলো।...কালো আব্ছায়ায় মিশে ওদিকে কত ঘর-বাড়ী... লোক-জন...সে-সব লোক-জনের মনে হাসি-কান্নার কতই না দোলা...

দু'চোখ বাষ্প-ভারে ভরে' এলো...মনের মধ্যে কি আকুলতা...

হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। উপরের বার্থ থেকে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ডাইরেক্টর প্রশ্ন করলে,—কোন স্টেশনে গাড়ী থামলো ত্রিদিব?

প্লাটফর্মের দিকে মুখ বাড়িয়ে ত্রিদিব বললে,—ঈশরদি...

—শেষ—

13.8.1